SEA VOYAGE AND COMMERCE
OF
THE ANCIENT HINDUS.

প্রাচীন হিন্দুদিগের
সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার।
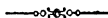
৺ অক্ষয়কুমার দত্ত-প্রণীত
ও
শ্রীরজনীনাথ দত্ত-সম্পাদিত।

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

Calcutta:

PRINTED BY S. BHATTACHARYYA,
METCALFE PRESS:
3/4, GOUR MOHAN MUKHERJI'S STREET.

PUBLISHED BY SANSKRIT PRESS DEPOSITORY.
30 CORNWALLIS STREET.

1901.

বিজ্ঞাপন।

আমার পরম পূজনীয় স্বর্গীয় পিতা ৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় ভারতের প্রাচীন বাণিজ্য বিষয়ক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইহার আকার ন্যূনাধিক ৩৬ পৃষ্ঠা হইবে। সেই প্রবন্ধটি এই পুস্তকের মেরুদণ্ড। বর্ত্তমান পুস্তকে যদি কোন ভ্রম প্রমাদ বা অযৌক্তিক কথা লক্ষিত হয়, তাহা হইলে সে দোষ আমার, —আমার স্বর্গীয় পিতার নহে। গ্রন্থখানির কয়েক স্থানে মুদ্রাঙ্কণ ত্রুটি ঘটিয়াছে। যদি বারান্তরে মুদ্রিত করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে সেই গুলির সংস্কার করিয়া দিব।

শ্রীরজনীনাথ দত্ত।

প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা
ও
বাণিজ্য বিস্তার।

উপক্রমণিকা।

একজাতীয় বৃক্ষ বা একজাতীয় দ্রব্য নানা দেশে যেরূপ নানাবিধ নামে আখ্যাত হইয়াছে, আর্য্য নামে একটি মূল জাতির শাখাসমূহ নানাদেশে প্রসারিত হইয়া সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছে *। উক্ত আর্য্যজাতিরই একটী শাখা ভারতবর্ষে বসতি করিয়া হিন্দুনামে পরিচিত হইয়াছে। মানবকুলের আদ্য-তত্ত্ব অবগত হওয়া অতীব সুকঠিন। ইহা অনাদি-অনন্ত-কাল-গর্ভে অজ্ঞেয়-বিশেষণে বিশেষিত হইয়া পণ্ডিতাগ্রগণ্য-দিগের বিবেকশক্তিকে সীমাবদ্ধ ও শাসিত করিয়াছে।

---

* ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ১ম ভাগের উপক্রমণিকা দেখ।

কোন একটী মানব-সম্প্রদায়ের প্রাচীন কর্ম্মকাণ্ড, অথবা তাহাদের সামাজিক উন্নতি-প্রবাহ, কি ভাবে ও কি প্রকারে সংঘটিত হইয়াছিল, যদি কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি সেই জাতির প্রথমাবস্থার প্রকৃত ইতিবৃত্ত না পাইয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইবেন। পূর্ব্বকালে যে সকল মানব-জাতি শিল্প ও বিজ্ঞান বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহার মধ্যে ভারতবাসী আর্য্যেরাই সর্ব্বপ্রথম। সুপ্রাচীন বেদাদিগ্রন্থে ইহার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় *। কিন্তু হায়! হিন্দুদিগের সৌভাগ্যসূর্য্য প্রাতঃকালেই রাহুগ্রস্ত হওয়ায় সমগ্র ভারত-ভূমি ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। আর মুক্তি হইল না; বোধ হয় হইবেও না! কিন্তু ইহা যে প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ গতি; মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।

জগতের যাবতীয় সুসভ্য মানবজাতির আচার

---

* বৈদিক সময়ে হিন্দুদিগের যদৃচ্ছা ব্যবসায় অবলম্বন করিবার বিধি ছিল। পিতা মন্ত্র ও স্তোত্র রচয়িতা, কন্যা যব-ভর্জ্জনকারিণী, পুত্র চিকিৎসক, ঋষিরাই সূত্রধর, বৈদ্য, স্তোতা ও যুদ্ধাস্ত্রনির্ম্মাণকারী (১)। ত্বষ্টা ঋষি শিল্প কর্ম্মে উত্তম পারদর্শী ছিলেন। তিনি কাষ্ঠচ্ছেদন ও পানপাত্র নির্ম্মাণ করিতেন (২)। ঋষিরাই রথাদি নির্ম্মাণ, বাণিজ্য এবং সৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন (৩); ফলতঃ তাঁহারাই সকল কর্ম্ম করিতেন। কার্য্যভেদ বা জাতিভেদ সে সময় কল্পিত হয় নাই। কিছুকাল পরে উহার সূচনা হয় এবং ক্রমশঃ তাহা বর্দ্ধিত হইয়া, সহস্রমূলী বটবৃক্ষের ন্যায় ভারতের সর্ব্বভাগে প্রসার বিস্তার করিয়া অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে।

১। ঋগ্বেদসংহিতা ৯ মণ্ডল ১১২ সূক্ত ১, ২, ৩ ঋক্।

২। ঋগ্বেদ সংহিতা ১০।৫৩।৯।

৩। ঋগ্বেদ সংহিতা ৪।১৬।২০ ও ৫।২৩।১।২ এবং ১।১১২।১১ ইত্যাদি।

ব্যবহার, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ের ব্যবস্থা তত্তজ্জাতীয় সম্ভ্রান্ত পণ্ডিতদিগের দ্বারাই বিধিবদ্ধ হইয়া থাকে *। সাধারণ ব্যক্তিদিগকে ঐ সকল নিয়মের বশবর্ত্তী করিবার জন্য বিধিবিশেষে ঐ গুলিকে ধর্ম্ম ও রাজশাসন সংশ্লিষ্ট করিতে হয়। নচেৎ সাধারণকে নূতন ব্যবস্থার অনুবর্ত্তী করা দুরূহ ব্যাপার। আমাদিগের দেশেও উক্ত প্রকারের নিয়মাদি প্রচলিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষীয় দেবপদাভিষিক্ত মাননীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের † হৃদয়ে এইরূপ ধারণা সমুৎপন্ন হইল যে, ইহজগৎ কিছুই নয়; ইহা মরিচিকাবৎ ভ্রমাত্মক। পার্থিব কার্য্যকলাপদ্বারা ক্ষণভঙ্গুর অস্থায়ী জীবনের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন হয় সত্য, কিন্তু যাহা স্থায়ী নয় তাহার জন্য যাহা কিছু কর্ম্ম করা যায় তাহা বৃথা। অতএব এই অকিঞ্চিৎকর পার্থিব জীবনের সুখসমৃদ্ধিকর সর্ব্বকর্ম্মই নিষ্ফল। পরলোকই নিশ্চিত, ইহা সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত; অতএব দেহান্তে যাহাতে সুখলাভ হয় তাহাই মানবের করণীয়। তাঁহারা পরিদৃশ্য-

---

* বিধি-ব্যবস্থা-প্রবর্ত্তক ব্যক্তিরা যদি স্বার্থপরায়ণ ও পাপাশয় হন, তাহা হইলে দেশের কিরূপ মঙ্গল সাধিত হয় তাহা আর বলিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু যদি তাঁহারা ভদ্রনামের অধিকারী হন তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেশের উন্নতি-পথ প্রসারিত হইয়া থাকে।

† পুরাণাদি শাস্ত্রকারদিগের।

মান জগতের প্রত্যক্ষ উন্নতিকর বিষয়কার্য্যে অমনোযোগী হইয়া অজ্ঞেয় পথের পথিক হইলেন। বিধিব্যবস্থাপূর্ণ ধর্ম্মপুস্তকে পূর্ব্বোক্ত কল্পিত মতপোষক উপন্যাস ও নিয়মাদি বিনিবেশিত ও সাময়িক নৃপতিবর্গের অনুমোদিত হইয়া ধীরে ধীরে স্ব-সম্প্রদায়ী ও সাধারণ লোকদিগের সমাজাচার মধ্যে বিধিবদ্ধ হইল। কিরূপে শিল্পবাণিজ্যাদির উন্নতি সাধন করিয়া ইহজীবনে সুখসমৃদ্ধি লাভ হইবে, তাহা চিন্তা না করিয়া, কি প্রকারে পারলৌকিক সুখভোগের পথ প্রশস্ত হইবে লোকে তাহারই চিন্তায় মগ্ন হইল। আবার শিল্পকর্ম্ম অনার্য্য বর্ণাধম শূদ্র ও সঙ্করজাতিদিগের ব্যবসায় মধ্যে পরিগণিত হইয়া অন্যান্য বর্ণ কর্ত্তৃক ঘৃণিত ও দূষণীয় বলিয়া পরিত্যক্ত হইল *, কৃষিকর্ম্ম এবং চিকিৎসা বিদ্যাও নিন্দনীয় বলিয়া উপেক্ষিত হইল †। এইরূপ নানা কারণবশতঃ ধনৈশ্বর্য্যবৃদ্ধিকর

---

* বৃহন্নারদীয়পুরাণ ২১শ অধ্যায়। মনুসংহিতা ১০ম অধ্যায়।

† মনু ১০ম অধ্যায় ৮৪তম শ্লোক :—

কৃষিং সাধ্বিতি মন্যন্তে সা বৃত্তিঃ সদ্বিগর্হিতা।
ভূমিং ভূমিশয়াংশ্চৈব হন্তি কাষ্ঠময়োমুখং ॥

কোন পণ্ডিত কৃষিকে ভাল বলেন তাহা নহে, উহা সাধুকর্ত্তৃক নিন্দিত, কারণ হল, কুদাল প্রভৃতি লৌহ-প্রান্ত-কাষ্ঠ ভূমিতে নিহিত জন্তুসকলকে নাশকরে।

পূয়ং চিকিৎসকস্যান্নং। মনু, ৪অ, ২২০।
চিকিৎসকের অন্ন ভোজন পূয ভোজন সমান।

কৃষিকর্ম্ম বা চিকিৎসা ব্যবসায় সকলের পক্ষে বৈধ নয়, এ'বিধি যুক্তিসঙ্গত নহে। মন্বাদি ঋষিগণের এরূপ ভ্রমপ্রমাদও বিচিত্র নহে; কারণ কৃতবিদ্য ব্যক্তিদেরই ত ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। চলৎশক্তিবিহীন লোকেরা কি কখন পথভ্রান্ত হয়? অন্ধ ব্যক্তির কি কখন দৃষ্টিভ্রম হইতে পারে? এমন যে মনোহর গোলাপ পুষ্প তাহাও কণ্টকশূন্য নহে।

বিবিধ কর্ম্মে, জ্ঞানবান্ স্বজাতীয়েরা পৃষ্ঠপোষক না হওয়ায় অনতিপ্রাচীন সভ্যজাতীয়দিগের নিকট আমরা পরাস্ত হইয়া রহিয়াছি। ভারতীয় আর্য্যেরা পারলৌকিক চিন্তায় যেরূপ অধ্যবসায় ও গভীর গবেষণা দেখাইয়া জগজ্জনকে বিমোহিত করিয়াছেন, তাহার অর্দ্ধাংশও যদি শিল্পাদি বিষয়কার্য্যে দেখাইতেন, তাহা হইলে সুস্পস্ট প্রতীতি হয় যে, ধর্ম্মপথ ও সৃষ্টি রহস্য নির্দ্ধারণে এপর্য্যন্ত যেমন কোন জাতিই আমাদিগকে অতিক্রম করিতে পারে নাই, সেইরূপ বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধি সাধন সম্বন্ধেও আমরা কাহারও নিকট পরাজিত হইতাম না।

পূর্ব্বকালীন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন আর্য্যগণ বিষয় কর্ম্মে বিশেষ মনোযোগী না হইলেও, প্রাচীন ভারতে যে ব্যবসায় বাণিজ্যের বিশিস্ট উন্নতি হইয়াছিল তাহার যথেস্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমন কি বহির্ব্বাণিজ্যেও তাঁহারা যে পশ্চাৎপদ ছিলেন না তাহারও ভূরি ভূরি প্রমাণ পরিদৃস্ট হয়। ভারতজাত বিবিধ প্রকার দ্রব্য যে দেশদেশান্তরবাসী লোকদিগের আদরের ধন ছিল,ইহা বিভিন্ন স্থানীয় লেখকেরা মুক্তকণ্ঠে বর্ণনা করিয়াছেন। মিশর.গ্রীস,ইটালি জর্ম্মানী ইত্যাদি বহুতর স্থানে ভারতীয় সামগ্রী নীত ও বিক্রীত হইত। বিদেশীয় লোকেরা উহা ক্রয় করিবার জন্য এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিত যে, দুর্মূল্য হইলেও তাহা লইতে কুণ্ঠিত হইত না।

প্রাচীন ইতিহাসবেত্তা ও পর্য্যাটকগণ যাহা বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে, পাশ্চাত্যপ্রদেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যব্যাপার উষ্ট্রযোগেই পরিচালিত হইত *। তৎকালে অল্প লোকেই দূরদেশে গমন করিত, কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন পরস্পারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সংরক্ষণ ও নির্ব্বিঘ্নতা স্বদলস্থ সকলেরই মঙ্গলবিধায়ক বলিয়া পরস্পরে অনুভব করিতে আরম্ভ করিল, তখন বণিকেরা নির্দ্দিষ্ট সময়ে একস্থানে আসিয়া মিলিত হইত এবং সহযাত্রীদিগের মধ্য হইতে কতিপয় বহুদর্শী

---

* বহু পূর্ব্বে প্রাচ্যদেশীয় লোকেরা গবাদি বন্য পশুদিগকে গৃহপালিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল; এবং যে সময়ে ভিন্ন স্থানীয় ব্যক্তিদিগের সহিত সংস্রব রক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, তখন তাহারা উক্ত পালিত পশুর সাহায্যে পণ্যদ্রব্যসহ দেশদেশান্তরে পরিভ্রমণ করিতে সর্ব্বদাই তৎপর থাকিত। প্রথমে একমাত্র স্থলপথযোগেই বৈদেশিক লোকদিগের সহিত বাণিজ্যাদি কার্য্য সম্পাদিত হইত। উষ্ট্রের সাহায্যে এসিয়া খণ্ডনিবাসী মানবেরা মরু ও জঙ্গলভূমি অতিক্রম করিয়া বহুদূরবাসী লোকদিগের সহিত নানাবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত। † এই গুরুভারবাহী জীব না থাকিলে সে সময়ে বাণিজ্যলিপ্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে দূরদেশ গমন এক প্রকার অসম্ভব হইত। মিতাহারী, সহিষ্ণু, গুরুভারবাহী উষ্ট্রের শরীরাভ্যন্তরে একটী জলাধার আছে। প্রয়োজন হইলে উহারা তাহা জলপূর্ণ করে; এবং পর্য্যটনকালে যখন জলাভাব হয়, তখন আবশ্যক মত অল্প পরিমাণে সেই জল পান করিয়া থাকে। বোধ হয় জলহীন মরুভূমিতে যাতায়াত করিবার নিমিত্তই জগদীশ্বর তাহাদের দেহাভ্যন্তরে এইরূপ বিস্ময়কর জলভাণ্ডার সৃষ্টি করিয়াছেন। ধন্য তাঁহার সৃষ্টি কৌশল!

† ঋগ্বেদেও উষ্ট্রাদি ভারবাহী পালিত পশুর উল্লেখ আছে।

ঋগ্বেদ সংহিতা ১ মণ্ডল ১৩৮ সূক্ত ২ ঋক্।
,, ,, ৮ ,, ৫ ,, ৩৭ ঋক্।
,, ,, ,, ,, ৬ ,, ৪৮ ঋক্ ইত্যাদি।

ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া তাহাদিগকে আপনাদিগের পরিচালকস্বরূপ নির্ব্বাচন করিত। নির্ব্বাচিত ব্যক্তিদিগের অধীনতায় সকলে যুগপৎ যাত্রা করিয়া এতদূর পর্য্যটন করিত যে, সাধারণ লোকে উহাদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইত। ভ্রমণকারীদিগের জন্য মধ্যে মধ্যে বিশ্রামাগার স্থাপিত ছিল *। কিন্তু যদিও স্থলযাত্রীরা আপনাদিগের সুবিধার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিত, তথাপি এরূপ কতিপয় অসুবিধা ও বিঘ্ন ঘটিত যে, তাহা অতিক্রম করা অসাধ্য। পণ্যদ্রব্য লইয়া নদ, নদী, অরণ্য ও মরুভূমি পর্য্যটন করিলে নানাপ্রকার বিপদাপদ ঘটিয়া থাকে। এরূপ ভ্রমণ অত্যধিক পরিশ্রম, ধৈর্য্য ও ব্যয়সাপেক্ষ। সুতরাং ঐ সকল প্রতিবন্ধক কি প্রকারে অপসারিত হয় তাহা চিন্তা করিতে অনেকেই প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ভাবিতে ভাবিতে জ্ঞানদ্বার উদ্ঘাটিত হইল। পূর্ব্বে যে সাগর ও উপসাগর সমূহ বিদেশ যাত্রার বিঘ্নদায়ক বলিয়া বিবেচিত হইত, পরে তাহাই অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক বলিয়া বোধ হইল। অর্ণবযান নির্ম্মাণ ও সমুদ্রযাত্রা এরূপ দুরূহ ও দুঃসাহসিক কর্ম্ম যে অত্যন্ত পরিশ্রম, প্রভূত চেষ্টা, প্রখর বুদ্ধি, কালব্যাপী অধ্যবসায়, প্রচুর বহুদর্শিতা

---

* ঋগ্বেদ সংহিতা ১ মণ্ডল ১৬৬ সূক্ত ৯ ঋক্।

ইত্যাদি ব্যতীত কোন রূপেই উহাতে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় উত্তীর্ণ হইবার আবশ্যক বোধ হয়, তখন সামান্য নৌকার প্রয়োজন হয়। কিন্তু যদি সমুদ্রগামী নৌকা নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহা হইলে বহুদর্শী সুনিপুণ শিল্পীর আবশ্যক, নচেৎ ঐ কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া কোন মতেই সম্ভব নহে।

জলযান গঠনের ক্রমোন্নতি হইলেও সমুদ্রযোগে বিদেশ গমন সীমাবদ্ধ ছিল। বিপদসঙ্কুল অকূল জলরাশি, কৃষ্ণবর্ণ জলধরসমাচ্ছন্ন আকাশমণ্ডলী, পর্ব্বতসম তরঙ্গ, সৃষ্টিনাশক ভয়প্রদ ঝটিকা, জীবনাশা-সংকোচক গিরিদর্পহারী বজ্রধ্বনি ইত্যাদি নানাপ্রকার বিঘ্ন কিছুদিনের জন্য মনুষ্যদিগকে সমুদ্রযাত্রা করিতে নিবৃত্ত করিয়াছিল। কিন্তু যখন তাহাদের অর্জ্জনস্পৃহা-প্রবল হইয়া উঠিল, তখন ঐ সকল প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও তাহারা সমুদ্রপথে গমনাগমন করিতে কৃতসংকল্প হইয়া-ছিল। উহা কার্য্যেও পরিণত হইল। সেকালে দিগ্দর্শন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই, এ সময়ের ন্যায় উত্তমোত্তম জলযান ও সাগরপথদর্শক্ মানচিত্রেরও অস্তিত্ব ছিল না। তথাপি তাহারা জ্যোতিষ্ক ও বায়ু প্রবাহের সাহায্যে নৌকায় আরোহণ করিয়া দ্বীপদ্বীপা-ন্তরে গমনপূর্ব্বক বাণিজ্যাদি কার্য্য সম্পাদন করিত। অদ্যাবধি ভারতসমুদ্রবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জ-নিবাসী হিন্দু

বণিকেরা পূর্ব্বরীতি অনুসারে স্বদেশীয় নৌকায় অধিরূঢ় হইয়া সমুদ্রবক্ষে বিচরণ করে। শরৎকালে যখন দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হয় সেই সময় তাহারা ভারত সমুদ্র ও বঙ্গোপসাগর অতিক্রম পূর্ব্বক গঙ্গানদীতে প্রবেশ করিয়া কলিকাতা বন্দরে উপনীত হয়। কয়েক-দিন এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া বাণিজ্য কার্য্য সম্পাদন করে, এবং উত্তর বায়ু প্রবাহিত হইলেই পণ্যপূর্ণ জল-যানারোহণ করিয়া স্বদেশযাত্রা করিয়া থাকে। ঐ সকল পর্ণাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ, স্বদেশীয় শিল্পী ও নাবিকদ্বারা গঠিত এবং পরিচালিত হয়। কপর্দ্দক, নারিকেল *, নারিকেল—'গুড়,' নারিকেল-রজ্জু, শঙ্খ, সমুদ্রজাত কীটপঞ্জর ইত্যাদি স্বদেশজাত পণ্যদ্রব্য কলিকাতায় বিক্রয় করে এবং সুরঞ্জিত পরিধেয় বস্ত্র, চাউল, চিপিটক, ইক্ষুগুড়, ছুরি, কাঁচি, সূত্র ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য কলিকাতা হইতে স্বদেশে লইয়া যায়। ইহারা আপনাদের নৌকাকে উড়ি বলে †। ইহারা প্রায়ই সমুদ্র-তটের নিকট দিয়া নৌকা চালাইয়া থাকে। পাশ্চাত্য

---

* দ্বীপজাত নারিকেল শাঁস হইতে এখানে তৈল প্রস্তুত হয়। বঙ্গে কলিহুকার সমাদরও কম নয়; কদলীপুষ্পের ন্যায় হুকা, সত্তর আশি টাকায় বিক্রীত হইতে দেখা যায়। নিকোবার ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী দ্বীপেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কলিহুকা প্রস্তুত হয়।

† সংস্কৃত ভাষায় উড়ূপ শব্দের অর্থ ক্ষুদ্রনৌকা। বঙ্গভাষাতেও উহা ব্যবহৃত হয়। দ্বীপবাসীদিগের উড়ি, উক্ত উড়ূপ শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। উভয়ের অর্থও একরূপ।

দেশবাসীদিগের জলযানের সহিত ইহাদের নৌকার কোনই সাদৃশ্য নাই। সহসা দেখিলে, ইহাদের তরণী-গুলিকে সমুদ্রগামী বলিয়াই বোধ হয় না। তরঙ্গায়িত বিশাল জলধিবক্ষে এরূপ নৌকা পরিচালন করা সামান্য সাহসের কার্য্য নহে। মনুষ্যেরা ধনলোভেই এই প্রকার দুঃসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়।

সমুদ্রযাত্রায় ধনপ্রাণ নষ্ট হইতে পারে; দেশকালানু-রোধে আচারভ্রষ্ট হইবারও সম্ভাবনা। বোধ হয় যে, অপ্রাচীন ব্যবস্থাপকেরা স্বদেশীয়দিগকে উক্ত প্রমাদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করিয়াছেন*। তাঁহারা দেখিলেন যে, প্রয়োজনীয় দ্রব্যসকল স্বদেশেই উৎপাদিত হয়; অন্য দেশের সাহায্য লইবার কোনই প্রয়োজন নাই। অতএব সমুদ্রযাত্রা নিষেধ! নিষেধ! নিষেধ! যুগে যুগে কালে কালে পূর্ব্ববিধিব্যবস্থা সংশো-ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে †। ব্যবস্থাপকেরা

---

* বৃহৎ নারদীয় পুরাণ, ও আদিত্য পুরাণ।

† অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ।—মনু ১—৮৫।

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধর্ম্ম। ফলতঃ যুগক্রমানুসারে ধর্ম্মেরও বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে।

কৃতে তু মানবা ধর্ম্মা স্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে শাঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পরাশরাঃ স্মৃতাঃ।—পরাশর।

গৌতম, মনু, শঙ্খ, লিখিত, পরাশর ইঁহারা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি-

যখন যেরূপ নিয়ম করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন তখন তাহা প্রচলিত করিতে ত্রুটী করেন নাই এবং ঐ সকল কল্পনাসম্ভূত * ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট নিয়মাবলী শিবোক্তি, নারদোক্তি, গণেশোক্তি, ব্রহ্মোক্তি ইত্যাদি দেবোক্তি

যুগের শাস্ত্রপ্রণেতা। সত্য যুগের জন্য মনু, ত্রেতার জন্য গৌতম, দ্বাপরের জন্য শঙ্খ ও লিখিত ঋষি এবং কলির জন্য পরাশর ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।

ইঁহারা ভিন্ন অন্যান্য শত শত শাস্ত্রকার বিদ্যমান ছিলেন।

* বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং রূপনামাদি কল্পনম্।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ সঃ মুক্তোনাত্র সংশয়ঃ॥
মনসা কল্পিতা মূর্ত্তির্নৃণাং চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা॥
মৃচ্ছিলা ধাতুদার্ব্বাদিমূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তস্তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তি তে॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্ চতুর্দ্দশোল্লাসঃ।

ব্রহ্মের নাম, রূপ প্রভৃতি কল্পনা সমুদয় বাল্যক্রীড়ার ন্যায়; যিনি এই বাল্যক্রীড়া রূপ কল্পনাসমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র ব্রহ্মনিষ্ঠ হন তিনিই মুক্তি লাভ করিতে পারেন সন্দেহ নাই। বিবেককল্পিত দেবমূর্ত্তি যদি মনুষ্য-দিগকে মোক্ষ প্রদান করিতে পারে, তাহা হইলে মানবগণ স্বপ্নলব্ধ রাজ্য দ্বারাও রাজা হইতে সমর্থ হয়। যাহারা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত, প্রস্তর-নির্ম্মিত বা কাষ্ঠাদি-নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে ঈশ্বর বোধ করিয়া তপস্যাদি করে তাহারা বৃথা কষ্ট পায়, কারণ জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি লাভ হয় না।

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥
প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বিষয়েচা প্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥
পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্‌পথ কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥
একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাৎ শুশ্রূষা মনসূয়য়া॥—মনু ১অ ৮৮—৯১।

তিনি (মনু) ব্রাহ্মণদিগের, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয় কর্ম্ম কল্পনা করিলেন। ক্ষত্রিয়দিগের প্রজাপালন, দান,

বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু হায়! অধিকাংশ উপাখ্যানই ভ্রম, স্বার্থ ও কুসংস্কারময় কল্পনা-সমুদ্রে নিমজ্জমান। পাছে স্বসাময়িক ও উত্তরকালীন লোকে তাঁহাদিগের কথায় অশ্রদ্ধা করে, এই নিমিত্ত তাঁহারা ঐ সকল নিয়মাবলী নিজ উক্তি না বলিয়া "ঠাকুর দেবতার" উক্তি বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। এরূপ ভাবের কারণ কি? ধর্ম্মোপদেশকেরা কি এতই মূর্খ ছিলেন যে, স্বজাতি ও স্বদেশবাসীদিগকে ভ্রম ও কুসংস্কারাদিপূর্ণ শিক্ষা দিয়াছিলেন? অথবা তাঁহাদের সত্যপ্রীতি না থাকায় তাঁহারা ন্যায়পরতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন? সাধারণ লোকে বলিবে যে, ভ্রান্ত না হইলে কেহই ভ্রম শিক্ষা দেয় না। কিন্তু তাঁহাদের এ বিশ্বাসটি ভিত্তিশূন্য। স্বার্থসর্ব্বস্ব মহাত্মারা সত্য * গোপনপূর্ব্বক দেশীয় লোক-দিগকে কুসংস্কারময় ভ্রমাত্মক শিক্ষা প্রদান করিয়া তাহাদিগকে অন্ধকারময় গৃহে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন; কিন্তু আপনারা সত্যালোকে পরম সুখে বিচরণ করিতেন! যাহা সত্য তাহা তাঁহারা উত্তমরূপে জানিতেন, কিন্তু সর্ব্বসাধারণকে তাহার বিপরীত উপদেশ প্রদান করি-

---

অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও বিষয়প্রসক্তি কল্পনা করিলেন। বৈশ্যদিগের পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য, কৃষিকর্ম্ম এবং বৃদ্ধির জন্য ধনপ্রয়োগ কল্পনা করিলেন। শূদ্রেরা বর্ণত্রয়ের সেবা শুশ্রূষা করিবে এই কল্পনা করিলেন।

* প্রথম টিপ্পনি দেখ।

তেন *। সেই পাপে গুরুবংশ ও শিষ্যবংশ অদ্যাবধি ভ্রম ও কুসংস্কার রূপ ভার বহন করিতেছে। প্রবাদ আছে যে, রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট, আর গৃহিনীর পাপে গৃহস্থ নষ্ট। তবে গুরুর পাপে উভবংশ নষ্ট, ইহাই ভয়ানক পরিতাপ!

ধর্ম্ম ও ব্যবস্থা প্রবর্ত্তক ব্যক্তিরা প্রথমে অনেক নিগ্রহ ভোগ করিয়া থাকেন †। স্ব স্ব রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে কেহ বা তাঁহাদিগকে প্রশংসা করে, কেহ বা তাঁহাদিগের উপর যথা বা অযথা তীব্রোক্তি বর্ষণ করে। কুরুচিপূর্ণ শাস্ত্রকারেরা স্ব স্ব রচিত পুস্তকগুলি ব্যাস কৃত বলিয়া

---

* Instead of resembling the teachers of true religion in the benevolent ardour with which they have always communicated to their fellow-men the knowledge of those important truths with which their own minds were enlightened and rendered happy, the Sages of Greece, and the Brahmins of India, carried on, with studied artifice, a scheme of deceit, and, according to an emphatic expression of an inspired writer, they detained the truth in unrighteousness. They knew and approved what was true, but among the rest of mankind they laboured to support and to perpetuate what is false.

Robert. Disq. Con. Anc. India P. 284.

† স্বর্গীয় শাক্য মুনি, সক্রেটিস্, যীশুখ্রীষ্ট ও মহম্মদাদি ধর্ম্মনীতি স্রষ্টারা কিরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। পুরাণ কর্ত্তাদিগের মধ্যেও পরস্পরের উপর কটূবর্ষণ অবাধে চলিয়াছিল। এমন কি উপাস্য দেবতারাও উহাদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। অন্য পক্ষে অনেকানেক লোক তাঁহাদিগকে দেবপদে অভিষিক্ত করিয়াছিল।

বর্ণনা করিয়া নিজেরা কপট ব্যাসরূপে রূপান্তরিত হইয়া রহিয়াছেন *। অধিকাংশ পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রগুলি অপ্রাচীন রচনা। কোন কোন ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা লিখিয়াছেন যে, এক্ষণে (কলিযুগে) সমুদ্রযাত্রা করিলে পাপস্পর্শী হইবে। উত্তম কথা, কিন্তু যে ব্যবস্থা তাঁহাদের সময়ে লোক-হিতকর, সমাজসংস্কারক ও দেশকালোপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, উহা যদি এক্ষণে ঐরূপ হয়, তাহা হইলে উক্ত বিধি প্রবল থাকিলে ক্ষতি নাই। ন্যূনাধিক শত বৎসর পূর্ব্বে সাধারণ লোকের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহার সহিত তুলনা করিলে এখনকার লোকের অবস্থা অতি শোচনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। দুর্ম্মূল্যতা ইহার একটী প্রধান কারণ। খাদ্য দ্রব্যাদির মূল্য আট দশ গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। নানা প্রকার ভোগোপযোগী দ্রব্যের আমদানি হওয়ায় লোকে অধিকতর অভাব বোধ করি-তেছে। ফলতঃ দেশীয় লোকের 'চাল চলন' অন্য এক রূপ হইয়া উঠিয়াছে। 'হায় রে পয়সা, হায় রে পয়সা' চীৎকার ধ্বনি সর্ব্বত্রই সমুত্থিত হইতেছে। বিদেশী রাজার আজ্ঞায় আমরা সকল ব্যবসায়ে প্রবেশ করিতেও অসমর্থ এবং তাঁহার দেশে (বিলাত ভূমে) পরীক্ষা না

---

* ২য় ভাগ উপাসক সম্প্রদায়ের ২৭২ হইতে ২৭৫ পৃষ্ঠা এবং ৺ বিদ্যা-সাগর মহাশয় কৃত বিধবা বিবাহ বিষয়ক ২য় গ্রন্থের ১৫৮ ও ১৫৯ পৃষ্ঠা দেখ।

দিলে উচ্চ পদ প্রাপ্তির আশা কেবল দুরাশা মাত্র*। কর্ম্মক্ষম, বলিষ্ঠ এবং বিজ্ঞান পরিশোধিত, প্রতিভান্বিত রাজধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে সমকক্ষ হইতে না পারিলে†, বর্ত্তমান ভিক্ষুকজাতির ভবিষ্যতে যে কি দশা ঘটিবে, তাহা আমার ন্যায় ব্যক্তির লেখনী ব্যক্ত করিতে অক্ষম। কর্ম্মের ফল অবশ্যই ফলিবে। কৃতবিদ্য স্বদেশীয়গণ! নানা স্থানে নানা প্রকার সভাসমিতি ত তোমাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু দেশকালোপযোগী আচার ব্যবহার প্রবর্ত্তক সমাজ-সংস্কারক সভা সংস্থাপন কি তোমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নয়? প্রকৃতির প্রিয় পুত্র যুবকগণ! তোমরাই দেশের আশা ভরসা। স্বদেশের হিতসাধন তোমাদের দ্বারাই হওয়া সম্ভব। দেশীয় বর্দ্ধিষ্ণু লোকেরাও যদি চেষ্টা করেন, তাহা হইলেও নানা প্রকার ভ্রম ও কুসংস্কার শৃঙ্খল হইতে স্বজাতীয়দিগকে মুক্ত করিতে পারেন। স্বদেশীয় গণ্য মান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ! সংস্কৃতবুদ্ধি হিন্দু সমাজাধিপতি ব্রাহ্মণমণ্ডলি! যদি জন্মভূমির

---

* একে সমাজের তাড়না, তাহাতে আবার প্রচুর অর্থ ব্যয় ও প্রবাসের কষ্ট; সুতরাং উপযুক্ত পাত্র হইলেও তাহাদিগের পরীক্ষা দেওয়া নিষেধ। উঃ কি বিড়ম্বনা!

† আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য স্থানীয় কতকগুলি জাতির অস্তিত্ব পৃথিবী হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। দুর্ব্বল পতঙ্গপাল সভ্যতারূপ জ্বলন্তাগ্নিতে পতিত হইয়া পার্থিব ক্লেশ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। বংশা-

কার্য্য সাধন কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করেন, যদি এই অধঃ-পতিত হিন্দুজাতিকে উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে প্রথমে আভ্যন্তরিক সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া স্বদেশের মঙ্গল-সাধন করুন। এক্ষণে আমাদিগের যেরূপ সময় তাহাতে রাজনীতির অনুসরণ অপেক্ষা আপনাদিগের সমাজনীতির আন্দোলনই অধিকতর প্রার্থনীয়। ইহাই জাতীয় উন্নতির ভিত্তি। বৃক্ষমূলে জল সেচন করিলেই শাখা প্রশাখা বর্দ্ধিত হইয়া ফল-পুষ্পিত হয়; কিন্তু যদি ঊর্দ্ধস্থিত শাখা পল্লবাদি জল সংসিক্ত হয়,তাহা হইলে বৃক্ষটির জীবন সংশয় হইয়া উঠে; ফুল ফলোৎপত্তি ত দূরের কথা। শিক্ষিত যুবকগণ!

বলির নিগ্রহ ভোগ অপেক্ষা সমূলে ধ্বংশ হওয়াই শ্রেয়ঃ। এরূপ অবস্থায় মৃত্যুই পরম বন্ধু।

The network of their (Europeans) activity embraces the globe ; their ships are in every sea between the poles, for exploration, for trade, or for conquest ; the weaker races are learning their civilization, falling under their authority, or perishing off the face of the land, from inherent inability to stand before them.

Language and study of Language by W. D. Whitney. Third edition. P. 232.

In Africa and America, the dissimilitude (of progress) is so conspicuous, that in the pride of their superiority, Europeans thought themselves entitled to reduce the natives of the former to slavery, and to exterminate those of the latter.

Robert Disq. Con. Anc. India. Page 285.

সকলে মিলিত হইয়া কার্য্য কর *, অবশ্যই সফলতা লাভ করিবে। সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে শক্তিপুঞ্জ হইতেই দুর্দ্দমনীয় মহাশক্তির উৎপত্তি হয়, ইহার নিকট পর্ব্বতও তৃণরাশির ন্যায় দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।

স্বদেশীয় সাধারণ লোকদিগের অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দই হইতেছে। এই নিমিত্ত দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা হয়। এক্ষণে মন্তব্য বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে। মিশর ও পারস্য দেশীয় লোকেরাও সমুদ্র-যাত্রা ও বিদেশ গমন অবৈধ বলিয়া জ্ঞান করিত। প্রথমোক্ত স্থান এরূপ উর্ব্বরা ও তথায় এতাধিক পরিমাণে শস্য ও সুখসাচ্ছন্দ্যদায়ক নানাবিধ সামগ্রী উৎপন্ন হইত যে, স্থানীয় লোকদিগকে ভিন্ন দেশীয় লোকদিগের উপর নির্ভর করিতে হইত না। ক্রমশঃ এরূপ সামাজিক আচার হইয়া উঠিল যে, বিদেশ যাত্রা ও পর দেশীয়দিগের সহিত সংস্রব দূষণীয় বলিয়া বিবেচিত হইল। এই নিমিত্ত তাহারা দেশান্তর গমন একেবারেই রহিত

---

* সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥

ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল ১৯১ সূক্ত ৪ ঋক।

তোমাদের অভিপ্রায় এক হউক, অন্তঃকরণ এক হউক, তোমাদের মন এক হউক, তোমরা যেন সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ রূপে এক মত হও।

ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদ সমাপ্তি উপলক্ষে, অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীমান রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় ঋগ্বেদের জ্বলন্ত ভাষায় প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট নিবেদন করিয়াছেন যে, "আমাদের অভিপ্রায় এক হউক, অন্তঃকরণ এক

করিল, এবং সমুদ্রযাত্রীদিগকে অপবিত্র ও অধার্ম্মিক বলিয়া অত্যন্ত হেয় জ্ঞান করিত *। যাহাতে বিদেশীরা মিশরে প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য স্থানীয় বন্দর গুলি সুরক্ষিত করিতে হইয়াছিল। পরিশেষে যখন তাহাদের মহিমাসূর্য্য অস্তমিত এবং তৎসহকারে বলবিক্রমও অন্তর্হিত হইল, তখন বিবেকশক্তি তাহাদিগকে জাগরিত করিল। পূর্ব্বব্যবস্থা রহিত হইয়া বন্দরগুলি উন্মুক্ত হইল, এবং বিভিন্নদেশীয় মানবগণের সহিত বিষয়কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া পুনর্ব্বার স্বদেশে শ্রীবৃদ্ধি বীজ রোপন করিল। কিন্তু ঐ সকল বীজ হইতে ওষধি বৃক্ষ উৎপন্ন হইল। সিসোস্ত্রিস্ নামে মিসররাজ আপন প্রজাদিগের সঙ্কীর্ণ মনোজ নিয়ম সমূহ অসঙ্গত ও অমঙ্গলসূচক জ্ঞান করিয়া, তাহাদিগকে পূর্ব্বচলিত সামাজিক বিধি হইতে বিমুক্ত করিবার জন্য, আরব্যোপসাগরে চারি শত জাহাজের আয়োজন করিয়া এসিয়া খণ্ডস্থ নানা দেশ জয় করিয়া-

---

হউক, আমরা যেন সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে এক মত হই। ঐক্য ভিন্ন আমাদের উন্নতির উপায়ান্তর নাই।"

* The fertile and mild climate of Egypt produced the necessaries and comforts of life in such profusion as to render its inhabitants so independent of other countries, that it became early an established maxim in their policy, to renounce all intercourse with foreigners. In consequence of this, they held all sea faring people in detestation, as impions and profane. Robert. Hist. Disq. Con. Anc. India. Page 5 and 6.

ছিলেন †। কিন্তু রাজ প্রবর্ত্তিত ব্যবহারটি অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। সম্রাটের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই পুরাতন বিধি প্রবল হইয়া, মিশরদেশ কিছুকালের জন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন রহিল। বহু দিবস পরে উহারা পুনর্ব্বার পূর্ব্ব প্রচলিত ভ্রম ও কুসংস্কার শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বিভিন্ন দেশীয় লোকদিগের সহিত বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

পূর্ব্বতন পারসীকেরাও সমুদ্রযাত্রা অবৈধ জ্ঞান করিত। সেকালে পারস্য উপকূলে একটীও সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগর ছিল, এরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় না *। জোরোস্তার প্রবর্ত্তিত পারশীক ধর্ম্মে সমুদ্রযাত্রার বিরোধবোধক মতই প্রকাশ পায়। মনুষ্যদিগের প্রাচীন পদ্ধতি অতি মৃদু গতিতে পরিবর্ত্তিত হয়। বহুকালাবধি কোন একটি বিষয় প্রচলিত থাকিলে, তাহা ত্যাগ করা অতি সুকঠিন,

---

† প্রাচীন ইতিহাসবেত্তা ডাওডরাস্ ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন যে, মিশর রাজ সিসোস্ত্রিস্** আরব্য উপসাগরে চারি শত অর্ণবযান আয়োজন করিয়া ইরিথ্রিয়ান সমুদ্র (ভারতের পশ্চিমস্থিত জলধি) তীরবর্ত্তী নগর সমূহ জয় করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সময় তিনি নিজেই সেনাপতি হইয়া গঙ্গা নদী পর্য্যন্ত সমুদায় দেশ স্বাধিকারে আনয়ন পূর্ব্বক নদী পার হইয়া পূর্ব্ব সমুদ্রে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। রাবণের ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ ও যম রাজাদি জয়ের ন্যায় নয় ত?

** তিন সহস্র বৎসরেরও পূর্ব্বে ইনি মিশরে আধিপত্য করিয়াছিলেন; বিখ্যাত ট্রয় যুদ্ধের পূর্ব্বে।

* ২য় টিপ্পনী দেখ।

এবং যদি ধর্ম্মের সহিত উহার সম্পর্ক থাকে তাহা হইলে ত কথাই নাই। জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত না হইলে সর্ব্বদা ভ্রান্ত হইবার অত্যন্ত সম্ভাবনা। শতরঞ্জ ক্রীড়ার অশ্বচক্রে বা গোলকধাঁধায় পতিত হইয়া কেবল পরিভ্রমণ করাই সার হয়। করুণাময় পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি যে, স্বদেশীয় লোকেরা যেন ভ্রম ও কুসংস্কার নামে পিশাচদ্বয়ের হস্ত হইতে অচিরে মুক্তি লাভ করে।

শ্রীরজনীনাথ দত্ত।

শকাব্দ ১৮২১।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উত্তরে তুষার মণ্ডিত হিমালয়, দক্ষিণে সাগর ধৌত কন্যাকুমারি, পূর্ব্বে পূর্ব্বসমুদ্র ও ব্রহ্মরাজ্য, পশ্চিমে পশ্চিম সমুদ্র ও সিন্ধুনদ-পারস্থ হিন্দু কোহ্ পর্ব্বত, এই চতুঃসীমাবদ্ধ অতি বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের অন্তঃপাতি বিচিত্র দেশের বিচিত্র ভূমিতে বিচিত্র প্রকার স্থলজ ও জলজ দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। এরূপ ফলশালী দেশের লোক সকলে ঐ সমস্ত সামগ্রীর পরস্পর বিনিময়ার্থে অবশ্য অতি পূর্ব্বকালেই অল্প বা বিস্তৃত বাণিজ্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। উর্ব্বরা ও ফলশালী দেশ হইলেই যে তথাকার লোকেরা বাণিজ্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে, তাহা যুক্তিসিদ্ধ না হইতে পারে। কিন্তু স্থানীয় লোকের উচ্চাবস্থা জ্ঞাত হইলে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয় যে, উহাঁরা বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন কি না *। পূর্ব্বোক্ত

---

* Whoever then wishes to trace the commerce with India to its source, must search for it, not so much in any

সিদ্ধান্তটি সর্ব্ববাদি সম্মত না হইতে পারে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, উহা যুক্তিফল সম্ভূত, প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে; সে স্থলে যদি উহা গ্রন্থ প্রামাণিক হয় এবং ভারতীয় প্রাচীন কীর্ত্তি † সমূহ সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহা হইলে অবিশ্বাসের কোনই কারণ থাকে না। অতএব যে যে গ্রন্থে স্থল ও জলযাত্রী বণিকদিগের বিষয় বর্ণিত আছে, তাহা যতদূর সংগৃহীত হইয়াছে পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে।

যদি কোন একটি বিশেষ জাতির ব্যবসায় বাণিজ্য বা ধর্ম্ম কর্ম্ম কাহারও জানিবার ইচ্ছা হয়, এবং সেই জাতির কোন বিশেষরূপ ধারাবাহিক ইতিহাস না থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগের জীবনাবস্থা জ্ঞাত হইলেই তিনি ঐ সকল বিষয়ের ন্যূনাধিক পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। যখন দ্বীপ নিবাসী বিবস্ত্র বর্ব্বর লোকেরা এবং আফ্রিকা ও আমেরিকা বাসী অসভ্য জঙ্গলিরা পূর্ব্বাবধি দ্রব্য বিনিময় দ্বারা ব্যবসায় করিয়া থাকে; যখন তাহাদিগের স্বহস্ত নির্ম্মিত জলযান দ্বারা সমুদ্রবক্ষে দ্বীপ দ্বীপান্তর গমনা-

---

peculiarity of the natural productions of that country, as in the superior improvements of its inhabitants.

Robert Hist. Disq. con. Anc. India, Page 197.

তত্ত্ব পথের পথিক হইলে অনেক সময়ে কারণ দেখিয়া কার্য্য নির্ণয় করিতে হয়।

† No part of the world has more marks of antiquity for arts, science and civilization, than the Peninsula of India from Ganges to Cape Comorin.

Philosophical Transanctions vol LXII. P. 354.

গমন ও যুদ্ধ বিগ্রহাদি করিবার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়; তখন সভ্যতারূঢ় উন্নতশীল বিজ্ঞানানুরক্ত ব্যক্তিরা * যে ঐ সকল কার্য্যে বিরত ছিলেন, তাহা বিবেচক লোকেরা চিন্তা করিতেও অক্ষম।

যখন মনুষ্যেরা অত্যন্ত বর্ব্বরাবস্থায় কালযাপন করে, যে সময়ে তাহারা পশ্বাদি শিকার বা কোনরূপ বৈর-নির্য্যাতনে ধাবিত হয় এবং নদ্যাদি দ্বারা প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হইয়া শীকার বা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে বিমুখ হয়, তখন জল-পথ উত্তীর্ণ হইবার উপায় নির্দ্ধারণার্থ অন্তঃকরণে স্বতই উদ্ভাবনীশক্তি উপস্থিত হয়। এই অভাব মোচনের জন্য তাহাদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি প্রথমে 'ডোঙ্গা' বা 'শাল্‌তি' নির্ম্মাণ করে। এই প্রকারে মনুষ্যের

---

* The attainments of Indians in science furnish an additional proof of their early civilization. By every person who has visited India in ancient or modern times, its inhabitants, either in transactions of private business or in the conduct of political affairs have been deemed not inferior to the people of any nation in sagacity or acuteness of understanding.

Robert. Hist. Disq. Con. anc. India. Page 240.

The ancient Hindoos were a nation of philosophers, such as could nowhere have existed except in India. It is with Hindoo mind as if a seed were placed in a hot house. It will grow rapidly, its colour will be georgeous, its perfume rich, its fruits precocious and abundant.

Max Mullers Chips from a German Workshop vol. I. p. 66.

সামাজিক অবস্থা এবং প্রয়োজন ও অভাবের তারতম্যানু-সারে নানাবিধ আবশ্যকীয় দ্রব্য আবিষ্ক্রিয়া ও রচনার উৎপত্তি হয়। মানব সমাজ যতই উৎকর্ষ লাভ করে ততই তাহাদের বহুতর সুখসম্ভোগোপযোগী দ্রব্য আবশ্যক হইয়া থাকে। এই প্রয়োজন পূরণের জন্য, প্রথমে স্বজাতীয়দিগের মধ্যে, এবং ক্রমশঃ নিকটস্থ ও দূরবর্ত্তী মানবদলের সহিত বিনিময় প্রথানুসারে আদান প্রদান চলিয়া থাকে; এইরূপেই বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়।

যে সময়ে কোন একটি মানব সম্প্রদায়ের নানা বিষয়ে শ্রীবৃদ্ধি হয়, যখন বৈভব ও ঐশ্বর্য্য তাহাদিগের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং সুখশক্তিদায়ক বলিয়া বোধ হয়, তখন তাহারা স্বজাতির বাস ভূমি অতিক্রম করিয়া হিংস্র জন্তু পূর্ণ ভয়াবহ অরণ্য,নদ-নদী ও দুস্তর সাগর লঙ্ঘন করিয়াও নিকটস্থ এবং দূরবর্ত্তী মানবদলের সহিত নানাবিধ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়। এই প্রকারে জাতীয় অবস্থার উন্নতি যেরূপে অগ্রসর হইতে থাকে, তাহার সহিত উত্তরোত্তর বাণিজ্যেরও বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। সভ্যতা, উন্নতি ও বাণিজ্য এই ত্রিমূর্ত্তি মিশ্রিতভাবে জাত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যেরূপ সূর্য্য, তাপ এবং আলোকের আকর, সেইরূপ জাতীয় উন্নতি, সভ্যতা ও বাণিজ্যের মূল স্বরূপ। সভ্য জাতি-দিগের পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে ঐ সকল বিষয়ের প্রচুর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মনুসংহিতা ও বাল্মীকি রামায়ণ সমধিক প্রাচীন গ্রন্থ। ঐ উভয় গ্রন্থের রচনা-কালে ভারতবর্ষীয় লোকেরা দেশ-দেশান্তরে গমন পূর্ব্বক বিস্তৃতরূপে বাণিজ্য-ব্যবসায় সম্পাদন করিতেন *। বিধিব্যবস্থাপূর্ণ মনুসংহিতায় যেরূপ হিন্দুদিগের উৎকৃষ্ট অবস্থা প্রকাশ পাইতেছে †, ও রামায়ণে নগর ও রাজধানীর অত্যুচ্চ প্রশস্ত অট্টালিকা-শ্রেণী, শত শত বিমান ও দেবায়তন, গৃহারূঢ় উড্ডীয়মান বিবিধ পতাকা, রথ হস্তী ঘোটকাদি নানা যান-সমাকীর্ণ জলসংসিক্ত রাজমার্গ, নানা দেশীয় বহুতর রাজদূত-সমাগম, ধন-ধান্য-রত্নপূর্ণ ধাম, নানাবিধ শিল্পকার ও বহুতর বণিকের অবস্থান, সুরম্য উদ্যান, বিচিত্র বিহার-স্থান, বিদ্যার প্রাদুর্ভাব, বাণিজ্যের আড়ম্বর, মনোহর শোভা, জন-সমারোহ, উৎসবব্যাপার, আমোদ-প্রমোদাদি সর্ব্বাংশে যে প্রকারে অত্যুৎকৃষ্ট বৈভব বর্ণনা আছে ‡,

---

* Whoever examines the whole work (Manusanhita) can not entertain a doubt of its containing the Jurisprudence of an enlightened and commercial people.

Roberts' Hist. Disq. Con. Anc. India p. 217.

† That the Hindoos were a people highly civilized, at the time when their laws were composed, is more clearly established by internal evidence contained in the code (Manusanhita) itself.

Roberts' Hist. Disq. Con Anc. India. page 216.

‡ আদিকাণ্ডে পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়, অযোধ্যাকাণ্ডে একাধিক সপ্তদশ অধ্যায়, সুন্দরকাণ্ডে চতুর্থ, পঞ্চম, ও ষষ্ঠ অধ্যায় ইত্যাদি।

তাহাতে বোধ হয়, যে ঐ সকল ব্যবস্থা বিধান ও বর্ণনার সময়ে আর্য্যাবর্ত্ত ধন, ধর্ম্ম ও বিদ্যায় পরিপূর্ণ ছিল। এরূপ অবস্থায় সুখ-সম্ভোগোপযোগী সামগ্রী সমুদয় কেবল শিল্প ও বাণিজ্যযোগেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অরণ্যবাসী নির্ধন অসভ্য লোকদিগের অন্তঃকরণে এরূপ ঐশ্বর্য্যের ভাব উদয়ই হইতে পারে না। অতএব কবি-বর্ণিত বটে *, তথাচ এ সমস্ত বর্ণনা ঐ গ্রন্থ রচনার সমকালীন ভারত-বর্ষীয় লোকের অবস্থামূলক বলিতে হয়। কারণ, ধর্ম্ম-শাস্ত্র বা যুদ্ধ-বিগ্রহাদি সম্পর্কীয় নানা আখ্যায়িকা হইতেই ইতিহাসের সূত্রপাত হয় †। ফলতঃ রামায়ণের ভূরি ভূরি স্থলে বহু ব্যবসায়ী স্থলপথ ও সমুদ্রপথ-গামী বণিক-দিগের বৃত্তান্ত ও সামুদ্রিক রত্নের উল্লেখ, এবং বিধান-পুস্তক মনুসংহিতায় তাহাদের বাণিজ্য সম্বন্ধীয় নিয়মাদি বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে। যে রামায়ণে দক্ষিণাপথ কেবল দুর্গম মহারণ্য, এবং বন্য ও পার্ব্বতীয় লোকের

---

† The heroic poems of India constitute another resources for history. Bards may be regarded as the primitive historians of mankind.

Introduction to Tod's Rajasthan vol. I. page ix.

* Mythology is to be considered as the parent of all history.

Sir William Jones' remarks on the history of the primitive world.

বাসভূমি বলিয়া বর্ণিত আছে *, এবং যে মনুসংহিতায় উৎকল ও দ্রাবিড় দেশ ম্লেচ্ছভূমি বলিয়া নির্দ্দেশিত আছে, সেই মনুসংহিতাতেই আর্য্যাবর্ত্তে†, এবং বিশেষতঃ তাহার পশ্চিম ও মধ্যভাগে বিশিষ্টরূপ বাণিজ্য ব্যবসায় প্রচলিত থাকিবার সুস্পষ্ট বর্ণনা রহিয়াছে।

মহাভারতীয় সভাপর্ব্বে নানা দেশীয় ও নানা জাতীয় ভূপালদিগের মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বিবিধ প্রকার সুখভোগ-সামগ্রী উপহার দিবার যেরূপ সবিশেষ বর্ণনা আছে‡, তাহা পাঠ করিলেও অনায়াসেই বোধ হয় যে, উক্ত গ্রন্থ রচনার পূর্ব্বে পশ্চিম ও উত্তর দেশ-নিবাসী শক-তুখারাদি বিবিধ জাতীয় লোকের সহিত হিন্দুদিগের বিশিস্টরূপ বাণিজ্য-ঘটিত সম্বন্ধ ছিল; এবং তখন ভারতবর্ষে ধন, সৌভাগ্য, সুখ, সভ্যতার বিস্তর উন্নতি হইয়াছিল। সে কালে বাণিজ্য-বৃত্তির সমুচিত সমাদর থাকিবারও নিদর্শন

---

* দক্ষিণাপথের যে নদী ও যে পর্ব্বত যে স্থানে বিদ্যমান আছে, রামায়ণমধ্যে তাহার প্রকৃতরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব রামায়ণ রচনার সময়ে দক্ষিণাপথে হিন্দুদিগের গমনাগমন আরব্ধ হইয়াছিল, তাহার সংশয় নাই। রামায়ণের স্থানে স্থানে অনেকানেক প্রক্ষিপ্ত বচনও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় দ্বিতীয় ভাগে রামায়ণের বিষয় দেখ।

† পূর্ব্বে পূর্ব্ব সমুদ্র, পশ্চিমে পশ্চিম সমুদ্র, উত্তরে হিমালয়, ও দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল পর্ব্বত, এই চতুঃসীমাবদ্ধ বিস্তৃত ভূ-খণ্ডের নাম আর্য্যাবর্ত্ত।

মনু দ্বিতীয় অধ্যায়।

‡ ৩য় টিপ্পনী দেখ।

দেখিতে পাওয়া যায়। বাণিজ্যাবলম্বন বৈশ্যদিগের প্রধান বৃত্তি। বণিকেরা সম্ভ্রান্ত ও বিচক্ষণ লোক ছিল*, রাজচক্রবর্ত্তীরাও তাঁহাদিগকে যজ্ঞাদি উৎসব-কার্য্যে সমাদর পূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিতেন †। তাহারা নিতান্ত মূর্খ ছিল না, তাহাদের বেদাধিকার ছিল, সুতরাং শাস্ত্রাধ্যয়ন অতীব কর্ত্তব্য ও প্রয়োজনীয় বলিয়া বিশ্বাস ছিল ‡।

ঋগ্বেদ যে অতি প্রাচীন গ্রন্থ, তাহা ব্যক্তিমাত্রেরই বিশ্বাস আছে। এই সুপ্রাচীন গ্রন্থে অর্ণবপোত, বাণিজ্য ও বণিক্‌দিগের সমুদ্রযাত্রা-সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থের প্রথম-মণ্ডলস্থ পঞ্চবিংশতি সূক্তের রচয়িতা মহর্ষি শুনঃশেফ § বরুণ দেবের কীর্ত্তন করিতে করিতে বলিয়াছেন যে, "সমুদ্র-মধ্যে যে স্থানে পোত-সমূহের যাতায়াতের জন্য পথ আছে, তাহা বরুণ-

---

* বণিকেরা সাধু ও সজ্জন বলিয়া বর্ণিত ও অভিহিত হইত। সাধু শব্দের একটি অর্থ বণিক্।

† আমন্ত্রয়ধ্বং রাষ্ট্রেষু ব্রাহ্মণান্ ভূমিপানথ।
বিশশ্চ মান্যান্ শূদ্রাংশ্চ সর্ব্বানানয়তেতি চ ॥

মহাভারত সভাপর্ব্ব।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, মাননীয় বৈশ্য এবং শূদ্র সকলকে নিমন্ত্রণ করিবে।

‡ অনধীত্য দ্বিজো বেদাননুৎপাদ্য তথা সুতান্।
অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ ॥

মনু—৬—৩৭।

দ্বিজাতিরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা বেদপাঠ, সন্তানোৎপাদন ও যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া মোক্ষ ইচ্ছা করিলে নরকগামী হইবেন।

§ ৪র্থ টিপ্পনী দেখ,

দেব অবগত আছেন *।" প্রস্কণ্ব ঋষি প্রথম-মণ্ডলের আটচল্লিশের সূক্ত রচনা করিয়াছেন। সমগ্র সূক্তটি উষা-দেবীর স্তব-স্তুতিতে পরিপূর্ণ। ইহাতে ধনলোভী ব্যক্তি-গণের সমুদ্রে জলযান প্রেরণ করিবার বিষয় লিখিত আছে†। উক্ত গ্রন্থের প্রথম-মণ্ডলের ছাপ্পান্ন সূক্তটি ঋষি-বর শৈব্য দ্বারা রচিত। বণিকেরা যে সমুদ্র-যাত্রা করিত, তাহা মহর্ষি প্রকাশ করিয়াছেন ‡। বশিষ্ঠদেব সমুদ্র-যাত্রা করিয়াছিলেন, অকস্মাৎ এ কথা শুনিয়া হয় ত অনেকে বিস্মিত হইবেন, এবং কথাটি অলীক বলিয়া মনে

---

* বেদা যো বীনাং পদমন্তরিক্ষেণ পততাং। বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ ॥

ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ২৫ সূক্ত ৭ ঋক্।

যিনি (বরুণ দেবতা) খেচর পক্ষিগণ কোথায় আছে, তাহা জ্ঞাত আছেন। যিনি সমুদ্রে পোত সকলের বিষয় বিদিত আছেন।

† উবাসোষা উচ্ছাচ্চ নু দেবী জীরা রথানাং।
যে অস্যা আচরণেষু দধ্রিরে সমুদ্রে ন শ্রবস্যবঃ ॥

ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ৪৮ সূক্ত ৩ ঋক্।

পুরাকালাবধি উষা আছে। ধনলোভী মানবেরা যেরূপ সমুদ্রে যান প্রেরণ করে, সমুদ্রে উষা গমনে যে সকল রথ সুসজ্জিত হয়, উষা তাহা এই প্রকারে প্রেরণ করেন।

‡ তং গূর্ত্তয়ো নেমন্নিষঃ পরীণসঃ সমুদ্রং ন সংচরণে সনিষ্যবঃ।
পতিং দক্ষস্য বিদথস্য নূ সহো গিরিং ন বেনা অধি রোহ তেজসা ॥

ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ৫৬ সূক্ত ২ ঋক্।

ধনাভিলাষী বণিকেরা যেরূপ সর্ব্বদিকে গমন পূর্ব্বক, সমুদ্রের সর্ব্ব স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে; হব্যবাহী স্তোতাগণ সেইরূপ সেই ইন্দ্রের সকল দিকে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে............।

করিবেন। কিন্তু ইহা বেদান্তর্গত *। তুগ্র-পুত্র ভুজ্যুও সমুদ্র-যাত্রা করিয়াছিলেন, বেদে ইহারও নিদর্শন পাওয়া যায় †। এইরূপ ঋগ্বেদ-সংহিতার বহুতর স্থানে সমুদ্র-যাত্রা, এবং বণিক্ ও বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ উত্থা-

---

* আ যদ্রুহাব বরুণশ্চ নাবং প্র যৎ সমুদ্রমীরয়াব মধ্যং।
অধি যদপাং স্নুভিশ্চরাব প্র প্রেংখ ঈংখয়াবহৈ শুভে কং।
বশিষ্ঠং হ বরুণো নাব্যাধাদৃষিং চকার স্বপা মহোভিঃ।
স্তোতারং বিপ্রঃ সুদিনত্বে অহ্নাং যান্নু দ্যাবস্ততনন্যাদুষাসঃ॥
ঋগ্বেদ ৭ম মণ্ডল ৮৮ সূক্ত ৩ ও ৪ ঋক্। (মহর্ষি বশিষ্ঠ-কৃত)।

যখন আমি (বশিষ্ঠ) ও বরুণ উভয়ে নৌকারোহণ করিয়াছিলাম, সমুদ্র-মধ্যে সুন্দররূপে জলযান প্রেরণ করিয়াছিলাম, অর্ণবোপরি গমনশীল নৌকায় ছিলাম, তখন শোভার্থ (নৌকা রূপ) দোলায় সুখে ক্রীড়া করিয়াছিলাম।

মেধাবী বরুণ গমনশীল দিন ও রাত্রিকে বিস্তার করিয়া দিন সমূহের মধ্যে সুদিনে বশিষ্ঠকে নৌকায় আরোহণ করাইয়াছিলেন, তাঁহাকে রক্ষা দ্বারা সুকর্ম্মা করিয়াছিলেন।

† তুগ্রো হ ভুজ্যুমশ্বিনোদমেঘে রয়িং ন কশ্চিন্মমৃবাঁ অবাহাঃ।
তমূহথুর্নৌভিরাত্মন্বতীভিরন্তরিক্ষপ্রুদ্ভিরপোদকাভিঃ॥
ঋগ্বেদ ১ মণ্ডল ১১৬ সূক্ত ৩ঋক্।
(দীর্ঘতমার পুত্র কাক্ষীবান্ ঋষি-কৃত)

কোন ম্রিয়মাণ মনুষ্য যেমন ধন ত্যাগ করে, সেইরূপ তুগ্র (অতি কষ্টে তাঁহার পুত্র) ভুজ্যুকে সমুদ্রে পাঠাইলেন। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আপনাদের নৌকাসমূহ দ্বারা তাহাকে ফিরিয়া আনিয়াছিলে (১), সেই নৌকা জলে ভাসিয়া যায়, তাহাতে জল প্রবেশ করে না।

(১) তুগ্র নামে অশ্বিদিগের প্রিয় একজন রাজর্ষি ছিলেন, তিনি দ্বীপান্তর-বর্ত্তী শত্রুদিগের উপদ্রবে ক্লিষ্ট হইয়া, তাহাদিগকে জয় করিবার জন্য স্বপুত্র ভুজ্যুকে সেনার সহিত নৌকায় প্রেরণ করেন; সমুদ্রমধ্যে বহুদূর যাইয়া নৌকা ভগ্ন হয়। ভুজ্যু অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিলেন, তাঁহারা ভুজ্যুকে সসৈন্যে আপনা-দের পোতে আরোহণ করাইয়া তিন দিন ও তিন রাত্রিতে তাহাদিগকে তুগ্রের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

সায়নাচার্য্য-কৃত টীকার অনুবাদ।

পিত ও বিবৃত হইয়াছে। সামবেদও আধুনিক গ্রন্থ নহে, অতি প্রাচীন কালেই ইহা রচিত হইয়াছিল। ইহাতেও মণিমাণিক্যাদি, শুল্ক ও ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্ত্তা দেখিতে পাওয়া যায় *। বৈদিক সময়ে পৃথিবীস্থ অন্য কোন জাতি হিন্দুদিগের সমাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। ঐ সময়ে বা তাহারও পূর্ব্বে হিন্দু-সন্তান দ্বারা সমুদ্রযান-গঠন, সমুদ্র-যাত্রা ও বাণিজ্য-ব্যবসায় যে পরিচালিত হইত, তাহা একপ্রকার অবধারিত বলিয়াই বোধগম্য হয়। নচেৎ ঐ সকল যান বাহন ও বাণিজ্য-ব্যবসায় সম্বন্ধীয় কথার উল্লেখ থাকিত না। দেবতাদিগের স্তুতি-কথা বলিবার সময় বণিক্ ও বাণিজ্য-বিষয়ক যৎকিঞ্চিৎ যাহা উল্লেখ আছে, তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতে হইবে।

বেদ যে কতদিন পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সুকঠিন। এই বিষয়ে পণ্ডিতদিগের মতভেদ আছে। কেহ বলেন, উহার বয়ঃক্রম তিন সহস্র বৎসরের ন্যূন নহে। কেহ বলেন,

---

* মহে চ ন ত্বাদ্রিবঃ পরাশুল্কায় দীয়সে।
ন সহস্রায় নাযুতায় বজ্রিবো ন শতায় শতমঘ ॥

সামবেদ-সংহিতা প্রথমো ভাগঃ তৃতীয়প্রপাঠকস্য পঞ্চমী দশতি নবম শ্লোক। হে অদ্রিব! বহুমূল্য পাইলেও আমরা তোমাকে বিক্রয় করিব না। হে দেবরাজ! হে বহুধন! অধিক কি, তোমাকে সহস্র বা অযুত শুল্কেও বিক্রয় করিব না।

পঞ্চ সহস্র বৎসরেরও পূর্ব্বে বেদ রচিত হইয়াছিল। যাহা হউক, উহার ন্যায় পুরাতন রচনা যে পৃথিবীতে বিরল, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। অতি প্রাচীন কালে হিন্দুরা কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, কিরূপেই বা তাঁহাদিগের সামাজিক ও মানসিক উন্নতি ঘটিয়াছিল, কি প্রকারই বা তাঁহাদিগের ধর্ম্ম-কর্ম্ম ছিল, ইত্যাদি বিষয়ে সাক্ষ্য-স্বরূপ অদ্যাবধি উক্ত রত্ন বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং বোধ হয়, যত দিন ভূমণ্ডলে সভ্য জাতিদিগের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন আর উহার ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা নাই। যে সময়ে জগতের অন্যান্য লোকেরা ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন ছিল, যে সময়ে তাহারা পশু-হননই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ও অত্যাবশ্যক কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিত, এবং তদ্দ্বারা আপনাদিগের খাদ্য ও অঙ্গরক্ষণী এই উভয়াভাব পূর্ণ হইলেই তৃপ্ত হইত; যে সময়ে অন্যান্য জাতিরা বিদ্যা-চর্চ্চা কাহাকে বলে, তাহা স্বপ্নেও জানিত না, এবং কৃষি, ব্যবসায়, ঐশ্বর্য্য, দেবারাধনা, স্তুতি প্রণয়ন ও কথন ইত্যাদি সভ্যতা-সূচক বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ-রূপে অজ্ঞ ছিল, সেই পুরাকালে হিন্দু-সন্তানেরাও কি ঐরূপ বর্ব্বর ছিল? না, কখনই না। আমাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের আচারব্যবহার-প্রকাশক অবিনশ্বর কীর্ত্তি-পতাকা মহারত্ন বেদ, আধুনিক সভ্যতাভিমানী মানব-

সম্প্রদায়কে গম্ভীর স্বরে ব্যক্ত করিতেছে যে, সেই অপরিজ্ঞাত কালে হিন্দু জাতি কতদূর সভ্যতারূঢ় হইয়াছিল *। নানাদেশীয় প্রাচীনতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন যে, হিন্দুরাই জগতের প্রথম সভ্য জাতি †। পরবর্ত্তী সভ্য জাতিরা অর্থাৎ গ্রীক্, আরব, রোমক, জারমান্ ইংরেজ ইত্যাদি জাতিরা ক্রমশঃ জাঙ্গলিকতা পরিহার পূর্ব্বক সভ্যতাসনে আসীন হইয়াছেন। তাঁহারা হিন্দুদিগের নিকট নানা বিষয়ে শিক্ষিত হইয়া, যে ঋণ-পাশে আবদ্ধ আছেন, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে ‡। প্রথমে হিন্দুদিগের নিকট হইতে আরব ও গ্রীস্ দেশীয় লোকেরা নানা বিদ্যায় শিক্ষিত হইয়াছে §। পশ্চাৎ এই দুই জাতির নিকট হইতে অন্যান্য জাতিরা সভ্যতারূপ

---

* ৫ম টিপ্পনী দেখ।

† Many facst have been transmitted to us,' which, if they are examined with proper attention, clearly demonstrate that the natives of India were not only more early civilized, but had made greater progress in civilization than any other people.

Roberts.' Hist. Disq. Con. Anc. India P. 197.

‡ Modern researches by western scholars and savants distinctly point out that the mythologies, philosophys, creeds and customs of ancient Greece, Italy and Egypt were of Asiatic, especially of Indian origin.

Bose's Hindoo Civilization in anciant America. page. 1.

§ Some of the most ancient of the Greeck philosophers travelled in to India, that by conversing with the sages of

নানা ফল-সম্বলিত মনোহর বৃক্ষের অধিকারী হইয়াছেন। বর্ত্তমান সভ্য জাতিদিগের প্রাচীন ইতিবৃত্ত ও অন্যান্য বিদেশীয় গ্রন্থ পাঠ করিলে এই সকল বিষয় সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হওয়া যায়।

পুরাকাল হইতেই যে হিন্দুরা নানাবিধ বাণিজ্য-ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে, বর্ণ-বিভাগ তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অতিবৃদ্ধ ঋগ্বেদ গ্রন্থের দুই এক স্থলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু বর্ণ-বিচারের কিছুমাত্র সূচনা নাই। বাণিজ্য ও সমুদ্র-যাত্রার বিষয় যে তাহাতে উল্লিখিত আছে, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থাবলম্বনে ইহাই স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, অতি পূর্ব্বকালেই বর্ণ-বিভাগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল *। প্রথমে হিন্দু-সন্তানেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র † এই চতুঃ-সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া চারি জাতি বলিয়া অভিহিত ও পরিগণিত হইয়াছে। ধর্ম্ম কর্ম্ম, ধর্ম্ম ও ব্যবস্থা-পুস্তক-প্রণয়ন, ধর্ম্মোপদেশ, পৌরোহিত্য, শিক্ষকতা, বিদ্যা ও

---

that country, they might acquire some portion of the knowledge for which they were distinguished.

Roberts'. Hist. Disq. Con. Anc. India. p. 240.

* মনুসংহিতা, মহাভারত, রামায়ণ ইত্যাদি।

† যে সকল অনার্য্য লোকেরা হিন্দুধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া শুদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা হিন্দু-জাতিভুক্ত ও শূদ্রনামে কথিত হইয়াছে।

বিজ্ঞান-চর্চ্চা ইত্যাদি শুভকর্ম্মে যাঁহারা লিপ্ত থাকিতেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ে ভুক্ত হইয়াছিলেন। এই শ্রেণীভুক্ত লোকেরা অতি পবিত্র ও উৎকৃষ্ট জাতি বলিয়া বিবেচিত ও পরিগণিত হইয়াছেন। রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা, রাজ্যরক্ষা, রাজ্যশাসন, প্রজাপালন ইত্যাদি রাজ্য-সম্বন্ধীয় বিবিধ কার্য্যে যাঁহারা ব্যাপৃত থাকিতেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয় নামে বিশেষিত হইয়াছেন। পশুপাল্য, কৃষি ও বাণিজ্যে যাঁহারা প্রবৃত্ত থাকিতেন, তাঁহারা বৈশ্য, এবং যে সকল অনার্য্যবংশীয়েরা দাসত্ববৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল, বা করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহারা শূদ্র বলিয়া উক্ত ও গণ্য হইয়াছে। শেষোক্ত ব্যবসায় অত্যন্ত নীচ ও ঘৃণিত বলিয়া উল্লিখিত আছে *। বর্ণবিভিন্নতা কেবল ভিন্ন ভিন্ন বৃত্ত্যবলম্বীদিগের পরিচয় চিহ্নস্বরূপ; ফলতঃ

---

* ঋতামৃতাভ্যাং জীবেৎ তু মৃতেন প্রমৃতেন বা।
সত্যানৃতাভ্যাম্ অপি বা ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন॥

মনু ৪——৪।

ঋত, অমৃত, মৃত, প্রমৃত, সত্যানৃত এই পাঁচ প্রকার বৃত্তি দ্বারা জীবিকা করিবে। কিন্তু কখন কুক্কুরবৃত্তি দাসত্ব অবলম্বন করিবে না।

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখ-দুঃখয়োঃ॥

মনু—৪—১৬০।

পরাধীনতাই দুঃখ, স্বাধীনতাই সুখ, সংক্ষেপে এই সুখ-দুঃখের লক্ষণ জানিবে।

বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ীদিগকে বিশেষ বিশেষ বর্ণ অর্থাৎ জীবিকাজ্ঞাপক সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিবাচক বলিয়া পরিগণিত হইত। উহা এ কালের ন্যায় কুল-পরম্পরাগত ছিল না। ব্রাহ্মণের ঔরসে ও ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেই সে কালে কেহ ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইত না। ব্রাহ্মণ হইতে ইচ্ছা করিলে, অবশ্যই ব্রাহ্মণ-বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত। নচেৎ ব্রাহ্মণ-সন্তান কর্ম্মানুরূপ বর্ণ প্রাপ্ত হইত। মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ প্রভৃতিতে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে যে, এক এক বংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি জাতিরই উৎপত্তি হইয়াছে। মনু বৈবস্বতের কোন পুত্রের সন্তান ক্ষত্রিয়, কোন পুত্রের সন্তান বৈশ্য, এবং কোন পুত্র বা শূদ্র হইয়াছিল *। অবশিষ্ট কোন কোন পুত্র ব্রাহ্মণ

---

* করূষাৎ কারুষা মহাবলাঃ ক্ষত্রিয়া বভূবুঃ।

বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশ ১ম অধ্যায়।

মনু বৈবস্বতের পুত্র করূষ হইতে মহাবল ক্ষত্রিয় সকল উৎপন্ন হইলেন।

নাভাগো নেদিষ্টপুত্রস্তু বৈশ্যতামগমৎ।

বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশ ১ অধ্যায়।

মনু বৈবস্বতের পুত্র যে নেদিষ্ট, তাঁহার পুত্র নাভাগ বৈশ্য হইলেন।

পৃষধ্রস্তু গুরুগোবধাৎ শূদ্রত্বমগমৎ।

বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশ ১ অধ্যায়।

মনু বৈবস্বতের পুত্র পৃষধ্র গুরুর একটি গাভি বধ করিয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

রহিলেন। ক্ষত্রিয়-সন্তান রাজর্ষি বিশ্বামিত্র সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কেহ কেহ স্ববর্ণচ্যুত হইয়া পুনর্ব্বার নিজ বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন *। শোণিতের সম্বন্ধ থাকিলেই যে পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইবে, এ বিধি এ সময়েই শোভা পায়। সেকালে এরূপ ব্যবস্থার অভাব ছিল। তখন কর্ম্মের সহিত বর্ণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। যে যেরূপ কর্ম্ম করিত, সে সেইরূপ বর্ণ-ভুক্ত হইত। অতি সুন্দর! যখন মানব জাতির অবস্থা উত্তরোত্তর উন্নত হয়, তখন ক্রমশই তাহাদের নানারূপ অভাব হইয়া থাকে। যাহারা অভাব অনুভব করে তাহারা তাহা দূর করিবার নিমিত্ত স্বভাবতই ব্যগ্র হয়। অন্তঃকরণে উদ্ভাবনী শক্তির উদয় হইলেই পশ্চাৎ কর্ম্ম ও কর্ম্মকর্ত্তার আবির্ভাব হয়। মনুষ্যের প্রয়োজনীয় বস্তুর যতই আবশ্যক হয়, ততই কর্ম্ম ও কর্ম্মকর্ত্তার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এইরূপে ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য বা বৃত্তি অবলম্বন করায় কর্ম্মানুরূপ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। অদ্যাবধি ঐ সকল বিভিন্ন কর্ম্মোপজীবী

---

* নাভাগারিষ্ট পুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।

মহাভারতীয় হরিবংশ ১১ অধ্যায়।

নাভাগারিষ্টের দুই পুত্র বৈশ্য হইয়া পুনরায় ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

নানাজাতি বা বর্ণে পরিণত হইয়া রহিয়াছে *। অতএব যখন কর্ম্মভেদে লোকে বর্ণান্তর প্রাপ্ত হইত, তখন ইহাই বোধগম্য হয় যে, বর্ণবিভাগের পূর্ব্ব হইতেই হিন্দুসন্তানেরা নানাবিধ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। যেমন বস্তু না থাকিলে তাহার শ্রেণীবিভাগ হয় না, সেইরূপ বহুবিধ ব্যবসায় ও ব্যবসায়ী না থাকিলে তাহাদের বিভাগও সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। ক্রমশঃ নানাবিধ কর্ম্মের উন্নতি ও প্রচুর প্রচলনে, নানাবিধ ব্যবসায়ীর সংখ্যাবৃদ্ধি, এবং তৎপরেই ইহাদের মধ্য হইতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় বা জাতি গঠন আরব্ধ হয়। যখন ব্যবসায়ভেদে লোকে ভিন্ন জাতিত্ব প্রাপ্ত হইত, তখন ব্যবসায় পরিবর্ত্তনে জাতিরই বা পরিবর্ত্তন না হইবে কেন? অতএব বর্ণবিভাগ-প্রণালীর শৈশবাবস্থায় বর্ণ কর্ম্মগত ছিল। পরে ক্রমশঃ কর্ম্ম বর্ণগত হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমে লোকে যদৃচ্ছা ব্যবসায় গ্রহণ করিতে পারিত, পরে উহা কুল-পরম্পরাগত হইয়া পড়ে। বোধ হয়, তখনকার লোকের মনে এইটিই উদয় হইয়াছিল যে, কোন একটি

---

* ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতম্॥

মহাভারতীয় মোক্ষ ধর্ম্ম।

এই জগৎ ব্রহ্মময়; ইহাতে বর্ণভেদ নাই। লোক সমুদয় ব্রহ্মকর্ত্তৃক পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়া নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হইয়াছেন।

কার্য্য পুরুষানুক্রমে হইয়া আসিলে উহার নিশ্চয়ই ক্রমোন্নতি হইবে। তাহাও যে না হইয়াছিল এমত নহে *। একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুরম্য উদ্যান স্থাপিত হইল, তাহাতে চন্দনাদি নানাবিধ উত্তমোত্তম বৃক্ষরাজী রোপিত হইল; কিন্তু হায়! তাহাদের স্থানে কতকগুলি বিষবৃক্ষ গগন ভেদ করিয়া উন্নত মস্তকে উত্থিত হইল! কালের কুটিল গতি!! কোথায় ব্যবসায় বাণিজ্য শিল্পকর্ম্মাদি নানাবিধ বিষয়ের উন্নতি-সাধন হইয়া স্বজাতীয়দিগের ক্রমশঃ সুখ সমৃদ্ধি ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হইবে, আর কোথায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে ঘৃণা, ঈর্ষা এবং বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়া, সমগ্র ভারতবর্ষকে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন ও ভষ্মীভূত করিল। এক দল বলিষ্ঠ, দীর্ঘকায় ও কর্ম্মিষ্ঠ মনুষ্যের বংশধরেরা, এক্ষণে ক্ষীণ, হ্রস্বকায় এবং আলস্যপরায়ণ হওয়ায় দীনদুঃখীর ন্যায় পর-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া, কোন প্রকারে কালাতিপাত করিতেছে। প্রকৃতির অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম প্রতিপালিত হইল। আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাত ক্রমশঃ নির্ব্বাপিত হইল। জ্বলন্তাগ্নি অঙ্গাররাশিতে পরিণত হইল। কে বলিতে পারে যে, সুষুপ্ত আগ্নেয়-গিরির আর নিদ্রাভঙ্গ হইবে না। লোকে আশা পথ

---

* ৬ষ্ঠ টিপ্পনী দেখ।

নিরীক্ষণ করিয়াই জীবন ধারণ করে। সম্মুখে ঘোর অন্ধকার; হতাশ্বাস হইয়া নিরুদ্যম ও নিশ্চেস্ট হইলে, ক্রমশঃ জড় পদার্থে গণ্য হইতে হইবে। কর্ণধার-বিহীন ঝটিকাগ্রস্ত তরণীর ন্যায় বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবিধ সূত্রে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, অতি পূর্ব্বকাল হইতেই আমাদিগের সমাজ ও অবস্থা কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। প্রাচীন হিন্দুদিগের বুদ্ধিজ্যোতি-কত দূর বিকশিত হইয়াছিল তাহা বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ ও ষড়দর্শনাদি সম্যক রূপে ব্যক্ত করিতেছে। বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধিও যে না হইয়াছিল, এরূপ নহে। শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়কর্ম্মের এতাদৃশ উন্নতি ও বিস্তার হইয়াছিল যে, প্রাচীন পণ্ডিতবর প্লীনির * সময় হইতে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সমগ্র সভ্য জগৎ ভারত-জাত দ্রব্যে পরিপূর্ণ থাকিত; এবং তদ্বিনিময়ে প্রভূত স্বর্ণ ও রৌপ্য রাশি ভারতে আসিয়া সঞ্চিত হইত। আহা! সে সময়ের ভারত-চিত্র মনোদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইলে কি মনোহর ভাবেরই উদয় হয়! মনোমধ্যে

* ত্রয়োবিংশতি খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্লীনির জন্ম হয়।

কতই আনন্দময় বিষয়ের অভিনয় হইতে থাকে! মহোৎসাহী সুদক্ষ শিল্পকারেরা সর্ব্বদাই স্ব স্ব কর্ম্ম সাধনে ব্যস্ত রহিয়াছে। বিবিধ স্থান হইতে রাশি রাশি উপকরণ সমূহ উপস্থিত হইতেছে। নানা যানপূর্ণ ভোগ বিলাস ও প্রয়োজনোপযোগী নানা প্রকার পণ্য দ্রব্য সকল নদী ও সমুদ্র তীরে প্রেরিত হইতেছে। স্থানে স্থানে নানা দেশীয় বণিকগণ সমবেত হইয়া আদান প্রদান সম্বন্ধীয় বাদানুবাদ করিতেছে। কেহ কেহ বা বাণিজ্যার্থ দেশান্তর গমনের উদ্যোগ করিতেছে. কেহ বা শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবে বলিয়া আত্মীয় স্বজনের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছে। কাহারও পুত্র, কাহারও স্বামী, কাহারও পিতা বা কাহারও আত্মীয়জনের দূর দেশ হইতে পুনরাগমন দেখিয়া স্বজনবর্গ মহানন্দ প্রকাশ করিতেছে এবং তাহাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও কুশল সংবাদ শুনিবার জন্য পল্লীস্থিত সকলেই ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছে। গৃহে গৃহে আমোদ প্রমোদাদিও চলিতেছে। বহুদিন পরে আগত দেখিয়া স্ব-সম্পর্কীয় স্ত্রীলোকেরা নানা প্রকার সুস্বাদু ও সুমিষ্ট ভক্ষ্য ও পেয় প্রস্তুত করিতেছে। চতুর্দ্দিকই উৎসাহপূর্ণ। ধন ধান্য ও শান্তিপূর্ণ গৃহস্থলী। একি, এ যে দেখিতেছি জাগ্রত স্বপ্ন! না—না, ভারতের পূর্ব্ববৈষয়িক অবস্থার বর্ণনা অধিকতর উচ্চাঙ্গের হওয়া বিধেয়।

সে সময়ে ভারতবর্ষ ভূমণ্ডলের বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিদেশীয় সভ্য জাতিরা বলিতেন, "ভারতবর্ষ একটি উপসাগর, উহার গর্ভে যাবতীয় জাতির ধনরাশি ক্রমাগত পতিত হয়, এবং এক-বার গলাধঃকরণ হইলে আর কখনই উদ্গীরিত হয় না" *। ভারতমাতঃ! তোমার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ হইলে অন্তঃকরণে এক অপূর্ব্ব আনন্দময় ভাবের আবির্ভাব হইয়া মন প্রাণ পুলকিত করে, কিন্তু পরক্ষণেই তোমার শোচনীয় দশা দর্শন করিয়া আনন্দভূমি বিষাদক্ষেত্রে পরিণত হয়। আর সে দিন নাই। তোমার জগৎ-ঘোষিত পূর্ব্ব প্রতিভা ঘোর অন্ধকারে পরিণত হইয়াছে। জগৎ-ধনাগার ভারত এক্ষণে ধনশূন্য ও অপর্য্যাপ্ত ঋণ-গ্রস্ত। এক সময়ে তুমি বিদেশী রাজন্যবর্গের হিংসা-স্থল হইয়াছিলে, অদ্য তুমি তাহাদের দয়ার পাত্রী হইয়াছ! যে সকল জাতিরা তোমাকে উপসাগর উপাধি

Hence, in all ages, the trade with India has been the same, ; gold and silver have uniformly been carried thither in order to purchase the same commodities, with which it now supplies all nations ; and from the age of Pliny to the present times, it has been always considered and execrated as a gulf which swallows up the wealth of every other country, that flows incessantly towards it, and from which it never returns.

Robert's Hist. Disq. Con, Anc. India. p. 202.

প্রদান করিয়াছিল, তদ্দেশীয় উদ্যমশীল বাণিজ্যকুশল বণিকেরাই তোমার সহস্র সহস্র বৎসরের সঞ্চিত ধন অল্পদিনের মধ্যেই অধিকার করিয়া লইল। গূঢ়চারী বণিকগণের এক গণ্ডূষেই রত্নপূর্ণ উপসাগর শোষিত হইল *। অগাধ জলধি রূপান্তরিত হইয়া মরুস্থলী রূপ ধারণ করিল। যে পাশ্চাত্য বণিকেরা সামান্য কৃপার জন্য ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া তোমার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিত, যাহারা শুল্ক সম্বন্ধীয় কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ লাভের জন্য লালায়িত হইত, পরে তাহাদেরই নিকটে তুমি দীন হীন বেশে কতই না দয়া প্রার্থনা করিয়াছ! উক্ত বণিকেরা ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল; এবং ভারতমাতঃ! স্বধর্ম্মবিগর্হিত মন্ত্রণা, উৎকোচ প্রদান ও গ্রহণ ইত্যাদি কর্ম্মাভিজ্ঞ তোমারই কতকগুলি অপরিণামদর্শী, নির্ব্বীর্য্য, ধনলোলুপ কুসন্তানেরা জন্মভূমিকে উহাদিগের নিকট বিক্রয় করিল! বণিক কর্ম্মচারীরা এ সুযোগ কোন মতেই পরিত্যাগ করিলেন না। বাস্তবিক এ সুবিধা ত্যাগ করা সাধারণ লোকের কর্ম্ম নয়। তাহাতে আবার

---

* সাগর-শোষণ বণিকের কর্ম্ম নহে। কিন্তু এক্ষণে বোধ হইতেছে যে, যে সকল বণিকদিগের মেরুদণ্ড রাজশক্তিতে শক্তিবান তাঁহারা না করিতে পারেন এমন কার্য্য অতি বিরল। সাগরশোষণ কেবল অস্থি মাংস সম্বলিত মেরুদণ্ডাশ্রিত বণিকের কর্ম্ম নহে। ৭ম টিপ্পনি দেখ।

বণিক! যাহারা ধনের জন্য মহারত্ন জীবনকেও উপেক্ষা করিয়া ভীতিপ্রদ অতল সিন্ধু ও অগ্নিময় মরুভূমির উপর যাতায়াত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। যখন উক্ত বণিকেরা বুঝিতে পারিলেন যে, অকৃতজ্ঞ দেশীয় উচ্চ-পদস্থ প্রধান প্রধান হিন্দু মুসলমানেরা হস্তগত হইয়াছে, তখন কালাপেক্ষা না করিয়া পাণ্ডব বীর চূড়ামণি অর্জ্জুন* স্বসাময়িক কৃষ্ণের † বিশ্বাসঘাতকতা ও শঠতার উপর নির্ভর করিয়া অনায়াসেই লক্ষ্য ভেদ ও দ্রৌপদীকে হস্ত-গত করিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাবণের সীতা হরণ ও অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ দুটিই এক সময়ে ও একই স্থলে অভিনীত হইল! কোথায় যাচক যোগী ও ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, আর কোথায় দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস-রাজ রাবণ ও রাজপুত্র মহাবীর অর্জ্জুন! প্রতাপ, শিবাজি ও রণজিৎ—জননী! এরূপে ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইয়া তোমার যে এ দশা ঘটিবে, তাহা স্বপ্নেরও অগোচর। ঈদৃশ অঘটন-ঘটনা ভূমণ্ডলে অতীব বিরল।

সামান্য বণিকেরা মন্ত্রণাবলে ধনরত্নপূর্ণ ভূখণ্ড

---

* ক্লাইব।

† মুসলমান রাজত্ব উচ্ছেদকারী মুসলমান-কলঙ্ক মীরজাফর।

The courtiers at Murshidabad held Meer Jaffer in such contempt that they called him "Clive's Jackass."

Wheeler's Tales from Indian History p. 141.

করায়ত্ত করিয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইল। আমাদের দেশে একটি কুবের ছিল, এক্ষণে পাশ্চাত্য রাজ্যে শত শত কুবের বিদ্যমান। কুবের-কথার ন্যায় এটি বাচনিক বা উপাখ্যান বর্ণিত নহে, ইহা প্রত্যক্ষ বাস্তবিক ব্যাপার। ভারত-লক্ষ্মী পূর্ব্ব ধাম ত্যাগ করিয়া এক্ষণে পশ্চিম প্রান্তে অধিষ্ঠান করিতেছেন। এ অনুপযুক্ত স্থানে আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না। মা আমাদের গুণগ্রাহী। অধ্যবসায়ী, কর্ম্মিষ্ঠ ও সত্যনিষ্ঠ, কৃতজ্ঞ, সাহসী ও বিশ্বস্ত সন্তানেরা তাঁহার পুত্র নামের উপযুক্ত। আলস্য পরায়ণ, দাসত্ব-লোলুপ, সত্য-পথ-ভ্রস্ট, স্বজাতি-বিরোধী, নস্টমতি ব্যক্তিরা তাঁহার ত্যজ্য পুত্র। ইহাদেরই মুখদর্শন তাঁহার অসহনীয় হওয়ায়, তিনি এক্ষণে সুদূর ভূমিতে অবস্থান করিতেছেন। আহা! কি দারুণ মর্ম্মান্তিক ক্ষোভেই তিনি সন্তপ্ত! কি লাঞ্ছনা ও কতই বিড়ম্বনা!—অমানুষ সন্তানের জন্য দেশত্যাগী! স্বরাজ্য হস্তান্তরিত হইল*, এবং নিজ পুত্রদিগের

* ভারত ত বহুদিন হইতেই পরহস্তগত হইয়াছে, কিন্তু নরপিশাচ নাদের শাহ ও উচ্ছৃঙ্খল আরঙ্গজেবের ন্যায় শাসকগণ ও সর্ব্বগ্রাসী বণিকদিগের হস্ত হইতে যে নিষ্কৃতি পাইয়া মহারাণীর হস্তে আসিয়াছে, ইহা ভারতবাসীর অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। মহারাণীর রাজত্ব কালে আমাদিগের কোন কোন বিষয়ে যে প্রভূত উন্নতি হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সাহস ও শক্তি ক্রমাগত ন্যূন হইতে ন্যূনতর হইতেছে। আর নাই বলিলেও, অত্যুক্তি হয় না।

অমানুষিকতায় গাত্রস্থিত অলঙ্কারগুলি * পরায়ত্ত হইতেছে। মাতৃধন সন্তানের প্রাপ্য, কিন্তু অপরে লইলে উভয়েরই মর্ম্মদাহ উপস্থিত হয়। পাশ্চাত্যবাসীরা! তোমরা ত সর্ব্বস্বই লইয়াছ। ভারতবাসীরা এক সময়ে লইয়াছিল, তোমরাও তাহার পরিশোধ লও, তাহাতে ক্ষতি নাই। ভারতবণিককে স্ব-ইচ্ছায় দিয়াছিলে, কিন্তু তোমরা নানা বলে বলীয়ান ও বাণিজ্যমন্ত্রে সুদীক্ষিত হইয়া ছলে বলে কৌশলে সমস্ত হস্তগত করিয়াছ। ভারতবাসীরা অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়াও স্বশরীর ও স্বজনবর্গের যথোচিত ভরণ পোষণ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছে। যদিও দুই এক জনের যৎকিঞ্চিৎ আছে, কিন্তু তাহাদিগের অবিমৃষ্যকারিতা ও অর্ব্বাচীনতায় তাহা হইতেও ক্রমশঃ বঞ্চিত হইতেছেন †। পরে যে কি হইবে তাহা বিধাতাই বলিতে পারেন। স্ববলানভিজ্ঞ শিশুর ন্যায় ইহাঁরা সময়ে সময়ে ধনমানক্ষয়কর কার্য্য করিয়া, নিজ পরিবারবর্গ ও আপনাদিগকে অকূল সমুদ্রে ভাসাইয়া থাকেন।

সকল দেশে, বিশেষতঃ আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের সংখ্যাই অধিক। স্বদেশীয় প্রথমোক্ত শ্রেণীর অবস্থা এক্ষণে এরূপ যে, তাহাদের সকলই আছে কেবল

---

* স্বর্ণ, রৌপ্য ও হীরকাদি খনিজ দ্রব্য।

† মণিপুর, ঝালওয়ার ইত্যাদি দেশীয় ভূপতিগণ।

পুষ্টিকর ও ক্ষুধাশান্তির দ্রব্য এবং ব্যবহারোপযোগী বস্ত্রেরই অভাব। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, আবশ্যকীয় খাদ্য অধিকাংশ লোকেই সংগ্রহ করিতে অক্ষম। সুতরাং বলিতে হয় যে, প্রায় সকলেই নিজ শরীর ও সন্তান সন্ততিদিগের জন্য বলকারক আহারীয় প্রাপ্ত হয় না। সকল সংসারেই অকুলান *। যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, দেখি বিষাদের ছায়া। পূর্ব্বতন তরুণ বয়স্ক ব্যক্তিদিগের বলিষ্ঠ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত মুখ-মণ্ডলের পরিবর্ত্তে, এক্ষণে কালিমাভ চক্ষুবিশিষ্ট পাণ্ডুবর্ণ স্ফীত-উদর যুবক সম্প্রদায়ের বিষণ্ণ মূর্ত্তি দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ইহার কারণ কি? স্বাস্থ্য-নাশক শিক্ষাপদ্ধতি এবং মহার্ঘতা প্রযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবই ইহার মূলীভূত কারণ। বস্তুতঃ বঙ্গভূমি এক্ষণে একটি সুবিস্তৃত রুগ্ননিবাস হইয়া উঠিয়াছে। কৃষক ও দরিদ্র লোকদিগের বিষয় মনে হইলে কোন রূপেই অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। মধ্যে মধ্যে সহস্র সহস্র শ্রমজীবী নিরীহ কৃষক ও দুঃখী লোক অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া মৃত্যুসখার আশ্রয় লইতেছে।

---

* একেত মধ্যবিত্ত ভদ্র লোকদিগের মধ্যে রীতিমত পরিবারপালনোপ-যোগী অর্থ অতি অল্পলোকেই উপার্জ্জন করিতে সক্ষম। তাহার উপর আবার আয়-কর, শবকণ্ঠে খড়্গাঘাত।

কেহ কেহ ভীষণ জঠরানল শান্ত করিবার নিমিত্ত যে কোনপ্রকার দাসত্ব করিতে বাধ্য হয়; কিন্তু এরূপ দুর্ব্বলাবস্থায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় যে, কর্ত্তব্য কর্ম্মে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া থাকে; সুতরাং নানা প্রকারে তিরস্কৃত ও সময়বিশেষে গুরুতর দণ্ডেও দণ্ডিত হইতে দেখা যায়। দেশের বর্ত্তমান অবস্থা অতীব শোচনীয়। ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষ ও মড়কের দুর্দ্ধর্ষ প্রকোপে দেশ জনশূন্য হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই সকল নরঘাতী রাক্ষসদিগের কঠোর হস্তে, প্রথমে দুঃস্থ লোকেরাই পতিত হয়। একে সামান্য পাঁচ ছয় টাকা বেতনভোগীদিগকে স্ত্রীপুত্র সহ একাশনে বা অর্দ্ধাশনে দিনপাত করিতে হয়, তাহার উপর চিরসহচর ম্যালেরিয়া আপনার প্রসার বিস্তারের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া, স্বশক্তিপ্রভাবে হতভাগ্যদিগের প্লীহা, যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড বা শ্বাসযন্ত্রকে বিকল করে; পরে নানা কারণে প্রকৃতির হতভাগ্য সন্তপ্ত সন্তানদিগের জীবনাভিনয় সমাপ্ত হয়। হে কৃপাময়! হে দীনাশ্রয় দীনবন্ধু! এই সকল দুর্ঘটনার মূলোচ্ছেদ করুন, দৈহিক-যন্ত্র-বিকলকারী ম্যালেরিয়াকে দেশ হইতে বিতাড়িত করুন, প্লীহাযকৃতাদি [illegible] দৃঢ়তর করুন, না হয় একেবারে প্লীহাদিশূন্য ভারতবাসীর সৃজন করুন! হে জ্ঞানময়! দুর্ভিক্ষ-সময়ে যাহাতে অবাধ-বাণিজ্য রহিত

হয় অর্থাৎ অজন্মার সময়ে দেশের শস্য ভিন্ন দেশে প্রেরিত না হয়, এই মনুপ্রোক্ত লোক-হিতকর সারগর্ভ উপদেশটি ভারতেশ্বরী ও তাঁহার সুবিজ্ঞ মন্ত্রী ও প্রতিনিধিগণের হৃদয়ে জাগরূক করুন; দুর্ভিক্ষ-প্রতিষেধক ব্যবস্থা ও তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিতে বলবতী প্রবৃত্তি দান করুন; দীনহীন উপবাসী প্রজাপুঞ্জ রক্ষা করিতে উত্তেজিত করুন। নচেৎ কতক অনাহার ক্লেশে, কতক সংক্রামক রোগে, কতক প্লীহা যকৃতের দোষে ইহলোক হইতে অপসৃত হইলে, ভারতের যে কি দশা হইবে, তাহা চিন্তাশীল লোকের অবিদিত নাই। আহা! দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দরিদ্রদিগের কঙ্কালাবশিষ্ট মূর্ত্তি দেখিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়,—মরুচক্ষেও জলোচ্ছ্বাস হয়। পৈশাচিক পাষাণহৃদয়ও শতধা হইয়া যায়। যাহারা মুষ্টিমেয় চাউল, কণামাত্র লবণ এবং শীত নিবারণার্থ দুই এক খণ্ড জ্বালানি কাষ্ঠ * পাইলেই

* জঙ্গল বিধি দ্বারা কাষ্ঠ সংগ্রহ নিষেধ, নিজ ব্যবহারের জন্যও লবণ প্রস্তুত করিতে নিষেধ ও ইহার আমদানির উপর অসঙ্গত শুল্ক স্থাপন। সচরাচর শত মণ লবণের বাজার দর প্রায়ই পঞ্চাশ কি ষাইট টাকা; কিন্তু প্রতি শত মণের জন্য তিন শত টাকা রাজকর নির্দ্ধারিত আছে। দেশের যেরূপ দশা, তাহাতে কি এইগুলি সমুচিত ব্যবস্থা? এমন যে বিশাল ভারতভূমি ইহারও আয়ে রাজ্যের ব্যয় সংকুলান হয় না; দরিদ্র ভারত দুঃশ্ছেদ্য ঋণজালে জড়িত।

মদ, আফিংফেন, গাঁজা ইত্যাদি মাদক দ্রব্য যাহাতে সাধারণ লোক দ্বারা ব্যবহৃত হয়, এবং উদরাস্ত বাদে সকলেই সহজে প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য পথে পথে, গলিতে গলিতে, পূর্ব্বপশ্চিম উত্তর দক্ষিণ

মহাসন্তুষ্ট, তাহারা তাহা হইতেও বঞ্চিত; ইহা কি সামান্য ক্ষোভের বিষয়? যেস্থানে এরূপ অল্লাশী ব্যক্তিরা অনশনে প্রাণত্যাগ করে, তদ্দেশের শাসন-প্রণালী যে অসম্পূর্ণ ও দোষাশ্রিত সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। সে রাজ্য চালকদিগের কলঙ্ক সমস্ত সাগরজলেও ধৌত হইবার নয়। যেমন অঙ্গারের কৃষ্ণবর্ণত্ব অগ্নি-সংযোগেই নিরাকৃত হয়, সেইরূপ অগ্নির ন্যায় বিচক্ষ

সহরের চতুর্দ্দিকে, বাহিরে ভিতরে, বামে দক্ষিণে সকল স্থানেই, অশেষ দোষাকর মাদক দ্রব্যের বিক্রয়াধিক্যের জন্য সুসজ্জিত আপণশ্রেণী বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাতে যে মানব-চরিত্র কলুষিত হইয়া পাপের স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহা মহানুভব ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করেন। এইজন্য কোন কোন দেশের স্থানবিশেষ হইতে মদ্য বিক্রয় একেবারে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে আশাতিরিক্ত সুফলও ফলিয়াছে **। পশ্চিমাঞ্চলে একটি বীভৎস কাণ্ড ঘটিয়া থাকে, যাহা ব্যক্ত করিতে হইলে ক্ষোভ, দুঃখ ও বিস্ময় যুগপৎ উদয় হইয়া, মন অত্যন্ত ব্যাকুল করে। গয়া জেলায় বিস্তৃত অহিফেন চাস হয়। সেস্থানের অনেক লোক কলিকাতায় চাকুরি করিতে আসে, তাহাদের নিকট শুনিতে পাই যে অহিফেন বিভাগীয় কর্ম্মচারীরা সবলে তাহাদিগকে উহার চাস করিতে বাধ্য করে! (নিশ্চয়ই বোধ হয় যে, এটি হিতাহিতজ্ঞানসম্পন্ন উচ্চতম কর্ম্মচারীদিগের অজ্ঞাত) যে জাতি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী তাহাদের দ্বারা এরূপ রাজ-

** It is no doubt perfectly true that in proportion as you make it difficult to obtain liquor you diminish the amount of liquor drunk.

I am willing to admit that to remove temptation and to make drink more difficult to procure is bound to produce a good effect.

This system (Local Option) have had a very considerable measure of success in Sweden and the town of Gothenburg.

Crime—its Causes and Remedy
by Gordon Rylands.
Page 123—124.

বিশিস্ট রাজপুরুষ দ্বারাই দুর্ভিক্ষাদি মূলক দুর্ঘটনা রহিত হইতে পারে। রাজকোষ পরিপূর্ণ থাকিলে দুর্ভিক্ষ নিবারণ অনায়াসসাধ্য। উত্তমরূপে রাজকার্য্য পরিচালিত হইলেই দেশের সম্পদ বৃদ্ধি হয়; কিন্তু নানা দোষে দুষিত হইলেই রাজ্য ঋণগ্রস্ত ও রাজভাণ্ডার শূন্য হইয়া থাকে*।

নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্য হওয়া কখনই উচিত ও সম্ভবপর নহে। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে রাজপুরুষদিগের পক্ষে ইহা শ্লাঘার বিষয় নহে; প্রত্যুত অতিশয় গর্হিত। হে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী যাজকগণ! এরূপ আদর্শ দর্শাইয়া কি কখন কোন জাতিকে স্বধর্ম্মাবলম্বী করা যায়? বুঝি রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি মিশ্রিত থাকিবার পদার্থ নয়—বাস্তবিক যেন তৈল ও জলের একত্র সংমিলন প্রকৃতিবিরুদ্ধ। বুঝি আধুনিক রাজনীতিজ্ঞ ব্যবস্থাপকেরা অভাব কালে কোন ব্যবস্থা নাই (Necessity has no law) এই মতেরই সমর্থনকারী।

পিতা পুত্রের যে সম্বন্ধ, রাজার সহিত প্রজারও সেই সম্বন্ধ; টাকার অনটন হইলেও প্রজার যাহাতে অনিষ্ট হয় এরূপ কোন কার্য্যে রাজার অনুমোদন করা ন্যায় ধর্ম্মবিগর্হিত। অতএব হে ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি ও মন্ত্রিগণ! উপরোক্ত কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টিপাত করুন এবং যদি ঐ গুলি অবৈধ ও সংস্কারোপযোগী বলিয়া বিবেচনা করেন তাহা হইলে এ শাসন-কলঙ্ক অপনয়ন করিতে অগ্রসর হউন। অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষীদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করুন। আমরা দয়ার পাত্র।

মা ভারতেশ্বরী! আপনার দুঃখী সন্তানদিগের প্রতি একবার কৃপা দৃষ্টি করুন। আমরা নানা ব্যথায় ব্যথিত এবং আপনার ইংলণ্ডস্থ প্রজা অপেক্ষা অনেক বিষয়ে অক্ষম ও দুর্ব্বল; এই কারণেই অধিকতর সাহায্যপ্রার্থী ও কোন কোন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত ও সংশোধিত করাইবার জন্য লালায়িত হইয়া থাকি। স্বদেশের মঙ্গল ভিক্ষা আপনার নিকট না করিয়া আর কাহার নিকট করিব? আমাদের মর্ম্মবেদনা আপনি যদি না জানিতে পারেন, তাহা হইলে কি প্রকারে উহার প্রতিকার হইবে। তবে সকল কথা আপনাকে বিদিত করাই অসাধ্য ব্যাপার।

* এ দেশের আয় নিতান্ত কম নয়। তবে দেশের এরূপ দশা কেন? অবশ্য অতিরিক্ত ব্যয় কিম্বা শাসন বিশৃঙ্খলাই বর্ত্তমান অবস্থার মূলীভূত কারণ।

নানা কারণ বশতঃ এতদ্দেশীয় লোকদিগের এরূপ অধঃপতন ঘটিয়াছে। দেশীয় ভূপতিদিগের পরস্পরের উপর হিংসা, তাঁহাদের বিবাদ বিসম্বাদ হেতু স্বজাতীয়-দিগের বলক্ষয়, বহুবিবাহের জন্য তাঁহাদের গৃহ-বিচ্ছেদ, ব্রাহ্মণ-বেশধারী কপট সূত্রবাহীদিগের উপর অচলা ভক্তি, শত্রুর উপর নীতিবিরুদ্ধ দয়া প্রদর্শন, স্বার্থ-সর্ব্বস্ব যাজকদিগের কুসংস্কারময় আচার ও ধর্ম্ম-প্রচার, বর্ণবিভাগ ও জাতিগত কর্ম্মের বিধি, স্বদেশীয় সর্ব্বসাধারণ লোকদিগকে চিরান্ধকারে রাখিবার জন্য কুঞ্চিতহৃদয় সূত্রধারীদিগের দ্বারা অদ্যাবধিও ভ্রমশিক্ষা প্রদান, এবং কি প্রকারে তাহাদের চিরপ্রভুত্ব রক্ষা হয় তদভিপ্রায়ে, নানা প্রকার হেয় কৌশল উদ্ভাবন ইত্যাদি বহুবিধ বিগর্হিত ব্যাপার যে আমাদিগের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহা জ্ঞানপিপাসু পাঠকদিগের অবিদিত নাই। গতানুশোচনা নিষ্ফল, কিন্তু পূর্ব্বাপর ঘটনা আলোচনা করিলে নানা প্রকার শিক্ষা পাওয়া যায়। বর্ত্তমান পীড়া কিসে আরোগ্য হয়, তাহাই চিন্তা করা আবশ্যক হই-য়াছে। ঔষধের প্রধান উপকরণ, প্রজার চেষ্টা ও রাজার দয়া। এই পুস্তকের উপক্রমণিকায় উক্ত হইয়াছে যে, ব্যবস্থাপক পণ্ডিতেরা যদৃচ্ছা নিয়মাদি করিয়াছেন *।

---

* পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন নিয়মাদি

এক জনের ব্যবস্থা অন্য জনে রহিত ও খণ্ডন করিয়াছেন। বাস্তবিক সকল গুলিই যে সকল সময়ে যোগ্য ও অনুকরণীয় তাহার প্রমাণ কি? নূতন পীড়ায় নূতন ঔষধ আবশ্যক। উৎপত্তির কারণ ও পীড়িত ব্যক্তির অবস্থাভেদে ঔষধের ব্যবস্থা করা বিধেয়। সমুদ্র জলোচ্ছ্বাসে কোন ব্যাধি হইলে যে ঔষধে উপকার দর্শে, প্রচণ্ড উত্তাপ দ্বারা সেই রূপ পীড়া হইলে ভিন্নৌষধের প্রয়োজন। নচেৎ চিকিৎসকের চিকিৎসা নিষ্ফল হইবারই সম্ভাবনা। অতএব এ সময়ে আমাদিগের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক অবস্থা, এবং বাহ্য সম্বন্ধ বিশেষরূপ অনুসন্ধান ও অনুশীলন পূর্ব্বক,

---

প্রস্তুত হইয়াছে। কোন কোন যশোলিপ্সু ব্যবস্থাপকেরা নিজ নিজ মতের বিশেষত্ব রক্ষা করিবার জন্য পূর্ব্বে যাহা করণীয় ছিল, তাঁহার সময়ে ও পরে সেইটি বর্জ্জনীয় বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন। পাঠকগণ বিবেচনা করুন, সত্যযুগের শেষমুহূর্ত্তে যে বিষয় ধর্ম্মসঙ্গত ছিল, ত্রেতার আরম্ভে অর্থাৎ দুই এক মুহূর্ত্তের পরেই তাহা পাপকার্য্যে পরিণত হইল। সেইরূপ এক যুগে যাহা স্বর্গ লাভের হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল, অন্য যুগ পদার্পণ করিতেই তাহা নরক বাসের কারণ হইল! এক সময়ে যে কার্য্য করিয়া এক জনের স্বর্গ বাস হইয়াছে, কিঞ্চিৎকাল ব্যবধানে সেই কার্য্য করিয়া অন্য জনের নরক বাস হইল! এরূপ হাস্যাস্পদ ও অবাস্তবিক বিধি লইয়া যাঁহারা তর্কবিতর্ক করেন ও শাস্ত্র খুলিয়া স্পর্দ্ধা সহকারে, এইটি শাস্ত্রসম্মত এইটি নয় বলিয়া উচিতানুচিত ব্যবস্থা দেন, এবং জ্ঞান ও মনুষ্যত্ব বিরোধী, এবং দেশের অহিতকর হইলেও শাস্ত্রোক্ত বলিয়া তাহাতেই অভিমত প্রকাশ করেন ও তদনুযায়ী ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, তাঁহারাই ধন্য! তাঁহাদের সমজ্ঞানীরা ধন্য! আর কপিলা ব্যবস্থা গ্রাহকেরা ত তাঁহাদের নিকট চিরদিনই ধন্য ও শুচি হইয়া রহিয়াছেন। প্রভুদিগের ব্যবস্থা না শুনিলেই ম্লেচ্ছ, অধার্ম্মিক, নাস্তিক, দাম্ভিক ইত্যাদি আশীর্ব্বাদী বিশেষণে বিশেষিত হইতে হয়।

দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া, বর্ত্তমান সময়োপযোগী বিধি ব্যবস্থা করিতে সচেষ্ট ও উদ্যোগী হওয়া প্রকৃত ভদ্রলোকমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

রামায়ণাদি গ্রন্থ রচনার সময় হিন্দুদিগের যেরূপ অবস্থা ছিল এক্ষণে কি সেইরূপ আছে? কথায় বলে, রামরাজত্বে বাস। তখন পিতৃসম সমধর্ম্মী রাজার আশ্রয়ে ভারত সন্তানেরা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া সুখসচ্ছন্দে দিনপাতিপাত করিত *। সেই হিন্দুদিগের অযোগ্য বংশধরেরা পূর্ব্বপরাজিত (মানসিক ও বৈষয়িক উন্নতি সম্বন্ধে) জাতিদিগের নিকট ন্যূনতা স্বীকার করিয়া শারীরিক ও মানসিক দুঃখে কাল যাপন করিতেছে। এরূপ বিপর্য্যয় অন্য কোন জাতির ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। এরূপ হীন জীবন বহন করা অপেক্ষা ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। না—না—হতাশ্বাস হওয়া উচিত নহে। উচ্চস্থান হইতে পতিত হইলে কি পুনর্ব্বার পূর্ব্বস্থানে উত্থিত হওয়া নিয়মবিরুদ্ধ ও অসম্ভব? কখনই নহে। ইতিহাসজ্ঞ সুকুমারমতি

* Soil of Ancient India, cradle of humanity, hail! hail! Venerable and efficient nurse whom centuries of brutal invasions have not yet buried under the dust of oblivion! hail fatherland of faith, of love, of poetry and of science. May we hail a revival of thy past in our Western future.

M. Louis Jacolliot's Bible in India.

বালকেরাও ইহার উত্তর প্রদানে সক্ষম। কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে কতকগুলি গুণশক্তির প্রয়োজন। আহা! ঐ গুলিরই অভাব। সাহস নাই, বীর্য্য নাই, সত্য পরিচর্য্যা ও বিস্তৃত সরলহৃদয় নাই, দেশহিতৈষিতা ও পরস্পর সহানুভূতি নাই, এবং যেরূপ বিদ্যা শিক্ষা করিলে হৃদয় উচ্চ, উদার ও সত্যপ্রিয় হয়, বিদ্যালয়ে সেরূপ শিক্ষার পদ্ধতি নাই। আছে কেবল দাসত্ব ব্যবসায় শিক্ষা *। কৃষি বাণিজ্যাদি স্বাধীনবৃত্তি এবং সুরীতি ও সুনীতি শিক্ষা যে অত্যাবশ্যক, তাহা বোধ হয় বালক ও বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগের মনে উদয়ই হয় না। আর এক বিষম কণ্টক, কতকগুলি উন্নতি ও সংস্কার বিরোধী সঙ্কীর্ণহৃদয় স্বার্থপরায়ণ সম্প্রদায়। এই সকল লোকেরা প্রাচীন পদ্ধতির ক্রীতদাস, সংস্কার-চন্দ্রের রাহুগ্রহ। যাহা হউক পতন ও উত্থান যে ব্যক্তিগত ও জাতিগত তাহার শত শত দৃষ্টান্ত সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে কি প্রকারে আমাদিগের হীনাবস্থা উন্নত হইতে পারে তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই।

একবার দয়াময় পরমেশ্বরের সৃষ্টির দিকে দৃষ্টিপাত

---

* আহ্লাদের বিষয় যে এক্ষণে শিল্পাদি শিক্ষা দিবার কথা উঠিয়াছে। শেষ রক্ষা হইলেই মঙ্গল।

করি, করিলে যদি কোন প্রকার তত্ত্বোদঘাটন করিতে পারি। এই ভূমণ্ডলই সমগ্র মানবজাতির আদ্য পুস্তক। এই বিশ্বকোষে যাবতীয় শিক্ষা সন্নিবেশিত আছে। ধর্ম্মনীতি, আচারব্যবহারনীতি, প্রাকৃতিক নিয়ম রক্ষণ ও লঙ্ঘনের ফলাফলনীতি ইত্যাদি মানব জাতির সর্ব্বপ্রকার শিক্ষণীয় বিষয় এই ব্রহ্মাণ্ড হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে। তাঁহার সৃষ্টিতে শিক্ষা করিবার অসংখ্য বিষয় বিদ্যমান রহিয়াছে। এই যে, যে দিকে অবলোকন করি, প্রকৃতির অবস্থাভেদ ততই দেখিতে পাই। যে মৃত্তিকা এক দিন সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল তাহাই হিমালয় রূপে গগনভেদ করিয়া উঠিয়াছে। কত শত সমৃদ্ধিশালী গ্রাম নগর প্রোথিত বা মৃত্তিকাস্তূপ হইয়াছে, পুনর্ব্বার তাহাই রাজচক্রবর্ত্তী ও ধনাঢ্যদিগের বাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে। বৃহৎ ও সুস্বাদু ফলবীজজাত বৃক্ষ হইতে অম্লস্বাদ বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলোৎপত্তি হইতে পারে ও হইয়া থাকে। কিন্তু এ সকল পরিবর্ত্তন সেই বিশ্বরচয়িতার বিধিব্যবস্থার অন্তর্গত। উদ্ভিদ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কৃষক এই গুণভেদের কারণ জ্ঞাত হইয়া নিকৃষ্ট ফল বীজ হইতে উৎকৃষ্ট ফলদায়ী বৃক্ষ উৎপাদিত করিতে পারেন। যদি এ সকল তাঁহার বিশ্বরাজ্যে সম্ভবপর ও সংঘটিত হয়, তাহা হইলে এই অধঃপতিত হিন্দু জাতিও সংস্কৃত হইতে পারে। নূতন সক্রেটিস বা

নূতন রামমোহন * বা উহাঁদের ন্যায় উদারপ্রকৃতি ও বিশ্বহিতকাম ব্যক্তির আবশ্যক। যাহাতে সর্ব্বসাধারণের বিদ্যা শিক্ষা হয় † তাহার আয়োজন; আর রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, কৃষক, সূত্রধর ইত্যাদি লোকের সন্তানেরা যাহাতে কোন নির্দ্দিষ্ট বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইতে বাধ্য হয় তাহার জন্য রাজব্যবস্থার প্রয়োজন। এবং এই কার্য্য সিদ্ধির জন্য স্বদেশীয়দিগের ‡ মধ্যে সহানুভূতি ও একতা স্থাপন অত্যাবশ্যক। একতাই জাতীয় শক্তির ভিত্তি। স্বজাতিপ্রিয় পাশ্চাত্য জাতিরা যে অধুনা এতাদৃশ বলবিক্রমে প্রতা-

---

* মহান্তঃকরণ, নিস্বার্থ, দেশহিতৈষী ৺রামমোহন রায় স্বদেশীয় লোকদিগকে কুসংস্কারবিহীন ও উন্নত করিবার মানসে যেরূপ কঠোর ব্রতারম্ভ করিয়াছিলেন, এবং যে জ্ঞানীজনপ্রশংসনীয় ব্রত উদযাপন করিবার জন্য সুদূর ইংলণ্ডভূমিতে অকালে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন, সেইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হইলে মহৎ উদ্দেশ্য সফল হয় না। এই কারণে সময়ে সময়ে ধন, স্বার্থ ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম জীবন পর্য্যন্তও কখন কখন পণ করিতে হয়।

† বিদ্যাচর্চ্চা এ স্থলে জ্ঞান শিক্ষা বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেরূপ বিদ্যাশিক্ষা করিলে কুসংস্কার দূরীভূত হয়, মন সত্যপ্রিয় এবং উন্নত ও বিস্তৃত হয়, সেইরূপ শিক্ষাই প্রয়োজনীয়। কেবল ভাষা ও যোগবিয়োগ শিক্ষা করিলে কি হইতে পারে?

‡ নগর ও পল্লীগ্রামস্থ ধনাঢ্য ব্যক্তিরা, স্ব স্ব ভোগবিলাস চরিতার্থ করিবার জন্য আমোদ প্রমোদাদিতে প্রতিবৎসর যেরূপ অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন তাহার কিয়দংশও যদি শিক্ষা বিষয়ে নিয়োজিত করেন, তাহা হইলে দেশের প্রভূত উপকার হয়। পাঠশালার জন্য একটি পর্ণকুটীর দান ও শিক্ষকের জন্য মাসিক দশ টাকা ব্যয় করিলে পল্লীগ্রামস্থ দরিদ্র ও কৃষক সন্তানদিগের বিস্তর কল্যাণ হয়।

পান্বিত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি পথে ধাবিত হইতেছে, তাহার মূলই একতা এবং সাধারণ শিক্ষা। হে ভারতবাসী ভ্রাতাগণ! স্বদেশীয়দিগের মধ্যে জাতিভেদরূপ হলাহলকে একপার্শ্বে রাখিয়া পরস্পরের ভিতর সদ্ভাব সংস্থাপন কর *। হৃদয় উদ্ঘাটিত করিয়া ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত স্বার্থ ও মর্য্যাদা উপেক্ষা করিয়া, অকপট মনে দেশের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হও। হীনাবস্থাপ্রাপ্ত দেশীয় লোকদিগকে উন্নত করিতে যত্নবান হও, নীচকুলোদ্ভব বলিয়া কাহাকেও ঘৃণা করিও না। শিক্ষিত সম্প্রদায়! যাহাদিগের সাহায্য আবশ্যক, যাহারা সমাজের নিম্নতলে অবস্থিত, তাহাদিগকে উপদেশ দাও, সাহায্য কর এবং উন্নত করিবার চেষ্টা কর। সময় হইলেই বৃক্ষ ফলপুষ্পিত হইবে। মঙ্গলব্রত আরম্ভ কর, কল্যাণময় আমাদিগের কল্যাণ করিবেন।

---

* যত দিন ভারতে বর্ণবিভিন্নতা প্রচলিত থাকিবে, ততদিন কখনই ভারত একতাসূত্রে আবদ্ধ হইবে না। যেমন কণ্টকবীজপূর্ণ ক্ষেত্রে কোন রূপ শস্যোৎপাদন হওয়া অসম্ভব, যেমন পুরাতন বস্ত্রের এক স্থান সংস্কৃত হইতে না হইতে অপর স্থান ছিন্ন হইয়া যায়, যেমন দেহ ভগ্ন হইলে একটি পীড়া আরোগ্য করিবার সময় অন্য পীড়া আসিয়া পড়ে, সেইরূপ বিচ্ছিন্ন হিন্দু সমাজের সর্ব্ব অনর্থের মূল বর্ণবিভিন্নতা থাকিতে, আমাদিগের মঙ্গল সুদূরপরাহত। উহার উচ্ছেদ না হইলে শুভাকাঙ্ক্ষীদিগের শুভ চেষ্টা নিষ্ফল। জাতি-ভেদ প্রবল ঝটিকা আমাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আসিতেছে। হে সর্ব্বশক্তিমান। কতদিনে ইহার শান্তি হইবে? কত দিনে ছত্রভঙ্গ হিন্দু সন্তানেরা পুনর্মিলিত হইবে?

জগতে সময়ে সময়ে এক একটি ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়া, অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য সমাধা করে। জর্ম্মানি রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী বিসমার্কের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা জর্ম্মানি এক্ষণে স্থূল কলেবর ধারণ করিয়াছে। তিনিই জর্ম্মানির সহিত প্রুশিয়া ও অন্যান্য প্রতিবাসী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য মন্ত্রণাবলে একত্রীভূত করিয়া, জগজ্জনের নয়ন ও জ্ঞান বিস্ফারিত করিয়াছেন। এক অশ্ব এক্ষণে শত শত অশ্বের বলে বলীয়ান। একতা থাকিলে কার্য্য সিদ্ধির পথ অতি সন্নিকট। অতএব কোন প্রকার সার্ব্বজনীন কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতে হইলে, একতার প্রয়োজন। সমবেতশক্তির অভাবে প্রায়ই সাধারণ কর্ম্ম নিষ্ফল হয়। কোন প্রকার স্বদেশীয় বিষয় বর্ণনা করিবার সময় নানারূপ আনুষঙ্গিক কথা আসিয়া পড়ে,—বিশেষতঃ আমাদিগের ভগ্নদশার বিষয় ; তজ্জন্যই সময়ে সময়ে ইহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ না বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না। এক্ষণে বাণিজ্য বৃত্তান্ত পুনর্ব্বার আরম্ভ করিতেছি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সার্দ্ধ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মনুসংহিতা রচিত *। ইহলোক, পরলোক, জাতিবিভিন্নতা, নানারূপ আশ্রম ও সংস্কার, ব্যবসায়, বাণিজ্য, রাজনীতি, সমাজ-নীতি, দণ্ডনীতি ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় সম্বন্ধীয় বিধিব্যবস্থা-পূর্ণ উক্ত গ্রন্থ, একটি সুসভ্য বর্দ্ধিষ্ণু মানব-সম্প্রদায়ের ব্যবস্থা পুস্তক। সে সময়ে হিন্দু জাতির কিরূপ সমাজাচার ছিল, তাহাদের গতিবিধিই বা কিরূপ ছিল, তাহা সম্যকরূপে ইহাতে বর্ণিত আছে। গ্রন্থ-প্রণেতা স্বদেশীয় লোকদিগকে নানা প্রকার জীবিকা অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন; তন্মধ্যে সমুদ্রযাত্রা ও দেশদেশান্তরে গমন করিয়া বাণিজ্য-পথ প্রসারণ করিবারও ব্যবস্থা আছে। বণিকদিগকে বিভিন্নজাতির সহিত সম্পর্ক রাখিতে হয়, এই

---

* ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ২য় ভাগের ৭০ পৃষ্ঠা দেখ।

জন্য তিনি তাহাদিগকে নানা প্রকার ভাষা শিক্ষা করিবার আদেশ করিয়াছেন; এবং সামগ্রীর উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার, দেশের গুণাগুণ, পণ্যদ্রব্যের বিক্রয় দ্বারা লাভালাভ, পশুদিগের উৎকর্ষ সাধন, ভৃত্যদিগের ভৃতি, দ্রব্যের স্থান-যোগ অর্থাৎ কি প্রকারে কোন দ্রব্য রাখিলে তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় তদ্বিষয়, ক্রয় বিক্রয়ের রীতি, নিয়মভঙ্গকারী যৌথ-ব্যবসায়ীদিগের উপর কঠোর শাসন, বাণিজ্যদ্রব্যপূর্ণ ও শূন্য দ্রব্যাধারপূর্ণ যান পারাপারের শুল্কের বিভিন্নতা, নদী ও সমুদ্রগামী পোতের ভাটক-নির্দ্ধারণ, নাবিকদিগের দ্বারা যাত্রীদিগের দ্রব্য নষ্ট বা অপহৃত হইলে তাহার ক্ষতিপূরণ ও দৈব ঘটনা দ্বারা কোন সামগ্রী নষ্ট হইলে নাবিকদিগের দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি, দুর্ভিক্ষ সময়ে দেশজাত দ্রব্য অন্য দেশে প্রেরণ ও বিক্রয় নিষেধ, বণিকেরা কোনরূপ কৌশল বা চাতুরি করিলে তাহার দণ্ড বিধান, নির্দ্দিষ্ট তুলামান পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা, যাহাতে বাণিজ্য ব্যবসায়ীর উপর উৎপীড়ন না হয় তাহার বিধি, কূপসমীপস্থ পাত্র হরণ ও পানীয়-গৃহ ভঙ্গের শাস্তি, এক দ্রব্য অন্য দ্রব্যে মিশ্রণ ও অসার দ্রব্য সার বলিয়া বিক্রয় করিবার নিষেধ, বণিকদিগের নিকট শুল্ক গ্রহণের ব্যবস্থা, ঋণ ও কুসীদের নিয়ম এবং যানবাহনস্বামীরা স্বকার্য্যে অবহেলা করিলে বা সর্ত্ত ভঙ্গ করিলে

স্থল পথ ও সমুদ্র পথগামী বণিকেরা বিচার করিয়া যাহা ব্যবস্থা করে তাহাই গ্রাহ্য ইত্যাদি বিষয়ক ব্যবসায় বাণিজ্য সম্বন্ধীয় ভূরি ভূরি উপদেশ ও বিধিব্যবস্থা সন্নিবেশিত করিয়া গ্রন্থের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন *।

যে দেশের কোন বিষয়েরই ধারাবাহিক পুরাবৃত্ত নাই, তথাকার বাণিজ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকিবার সম্ভাবনা কি? তবে বাণিজ্যবৃত্তি যে হিন্দুদিগের প্রিয় ব্যবসায় ছিল, ও তাহারা দেশদেশান্তরে গমনাগমন করিত, আমাদের প্রাচীন গ্রন্থ সমুদায়ে যে তাহার যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শনও পাওয়া যায় এই বিস্তর। বণিকদিগের বৃত্তিরক্ষা ও বাণিজ্য ক্রিয়ার বিধান ও পোষণ করা মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের অঙ্গ ছিল। আর কামন্দকীয় নীতিসারপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বাণিজ্য বিধান বিষয়ে বার্ত্তানামে একখানি গ্রন্থ ছিল, তাহাতে পাশুপাল্যাদি সমস্ত বৈশ্যবৃত্তির নিয়ম থাকিত †। রামায়ণেও উহার উল্লেখ আছে ‡। ইহা অত্যন্ত

---

* ৭ম টিপ্পনী দেখ।

† আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিশ্চ শাশ্বতী।
বিদ্যাশ্চতস্র এবৈতা লোকসংস্থিতিহেতবঃ॥
পাশুপাল্যং কৃষিঃ পণ্যং বার্ত্তা বার্ত্তানুজীবিনাম্।
সম্পন্নো বার্ত্তয়া সাধুর্ন বৃত্তেভয়মৃচ্ছতি॥

কামন্দকীয় নীতিসার দ্বিতীয় সর্গ।

‡ বাল্মীকি রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড শততম সর্গ।

আক্ষেপের বিষয় যে, এক্ষণে ঐ সকল গ্রন্থ নিতান্ত অপ্রাপ্য হইয়াছে। বুঝি, লুপ্ত হইয়া থাকিবে। বিদেশীয় ইতিহাসবেত্তাদিগের পুস্তক ব্যতিরেকে এ বিষয়ের সবিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই।

বহুকালপূর্ব্বে মিশর দেশীয় লোকের সহিত যে ভারত-বর্ষীয় বণিকদিগের বিস্তৃত বাণিজ্য সম্বন্ধ প্রচলিত ছিল, তাহার বিস্তর নিদর্শন পাওয়া যায় *। সেই অতি প্রাচীন সৌভাগ্যশালী সভ্যলোকেরা সার্দ্ধ তিন সহস্র বৎসরেরও পূর্ব্বে ভারতজাত সুভোগ্য সামগ্রী সকল প্রাপ্ত হইয়া ভোগতৃষ্ণা চরিতার্থ করিতেন। তিন সহস্র ছয় শত ছয় বৎসর পূর্ব্বে যখন যুষফ ঐ দেশে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন আরবরাজ্যের ইসমায়েলীয় বণিকেরা তথায় ভারতবর্ষজাত ও ভারত-সমুদ্রবর্ত্তী দ্বীপোৎপন্ন তেজস্কর ভক্ষ্য ও গন্ধ দ্রব্য সমুদায় † বিক্রয়ার্থে লইয়া যাইতেছিল ‡। এবং যখন তিন সহস্র চারি শত

* From many sources we gather, that the products of India reached Greece in the time of Homer, and Egypt, Jerusalem and Persepolis in the days of Joseph, King Solomon and of Queen Esther.

Mrs. Mannig's Ancient and Mediæval India, vol. I, P. 283.

† গরম মশলা। ইহা কেবল ভারতবর্ষে বিশেষতঃ ভারত সমুদ্রবর্ত্তী কতিপয় দ্বীপেই উৎপন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং মিশর দেশীয় লোকদিগের ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য যোগেই উহা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভাবিত।

‡ *Bible, Genesis xxxv, ii, 29.*

বৎসর পূর্ব্বে এবং তাহার কিয়ৎকাল পরে তৃতীয় থোথ্‌নিস্‌, ও তদুত্তর কালবর্ত্তী ফিরাণ নামে নৃপতিদিগের সময়ে * তথায় বৈদূর্য্যমণি প্রভৃতি বিবিধ প্রকার ভারতবর্ষীয় রত্ন এবং নীল † ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার সামগ্রী উপস্থিত হইত, তখন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, ঐ বাণিজ্য বহুকাল ধারাবাহিকরূপে পরিচালিত হইয়াছিল‡। ভারতবর্ষের সহিত যে মিশর দেশের বাণিজ্যঘটিত সম্বন্ধ থাকিবে, তাহা অসম্ভব বা কাল্পনিক নহে। তথাকার বহুতর প্রাচীন সমাধিমন্দিরে অনেক চীনদেশীয় পাত্রও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; তাহাতে চীন অক্ষরে ও চীন ভাষায় শব্দ সকল লিখিত আছে ¶। অতি পূর্ব্বকাল হইতে ভারতের সহিত চীন দেশের নানারূপ সংস্রব ছিল। অতএব ইহাই সম্ভব বলিয়া বোধ হয় যে, মিশরবাসীরা এদেশীয় বাণিজ্য যোগেই ঐ সকল সামগ্রী প্রাপ্ত হইত। কয়েক খানি বাণিজ্যপোত মিশরদেশ হইতে

---

* মিশর দেশাধিপতি তৃতীয় থোথনিস্‌ খৃঃ পূঃ ১৪৯৫ অব্দে রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

† মিশর দেশজাত বস্ত্রের প্রান্তভাগ নীলবর্ণে রঞ্জিত হইত। তিন সহস্র ছয় শতাধিক বৎসরেরও পূর্ব্বে তথায় ঐরূপ বস্ত্র প্রস্তুত হইত। ইহাতে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের প্রাচীনত্ব আরও বৃদ্ধি হয়।

Wilkinson's Ancient Egyptians Vol. 3. p. p. 123—125.

‡ *Wilkinson's Ancient Egyptians Vol. 3. p. p. 126—217.*

¶ *Ibid pp. 107—109.*

যাত্রা করিয়া মুসিরিস * বন্দরে উপনীত হইত, এবং তথায় ভারত ও ভারতসমুদ্রবর্ত্তী দ্বীপজাত বিবিধ প্রকার পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া পুনর্যাত্রা করিত। কিন্তু ঐ সকল সামগ্রী ভারতবর্ষীয় নৌকা দ্বারা দ্বীপদ্বীপান্তর হইতে আনীত হইয়া মুসিরিস বন্দরে উপস্থিত হইত। বহুদিন পর্য্যন্ত মিশর ও রোমীয় বণিকেরা ভারত বণিক-দিগের নিকট হইতে এই ভাবেই পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিত; দূরসমুদ্রান্তর্গত অজ্ঞাত স্থানে পোত চালনা করিতে সাহসী হইত না †।

আরব্যোপসাগর ও পশ্চিম ভারতের বাণিজ্য কার্য্য কিছুকাল মিশরবাসীদিগের দ্বারা চালিত হইয়াছিল। এই বাণিজ্য দ্বারা যে তাহাদের সুখসৌভাগ্যের বিশিষ্টরূপ উন্নতি হইয়াছিল তাহার সংশয় নাই। বিবিধ প্রকার পণ্যদ্রব্য ভারতবর্ষ হইতে আরব্যোপসাগরে নীত হইয়া স্থলপথে নীল নদী সমীপে উপস্থিত হইত, এবং বণিকেরা তথা হইতে উক্ত নদী যোগে ভূমধ্য সাগরে প্রেরণ করিত। এই সমস্ত প্রামাণিক ঘটনাবলী দ্বারা কেবল ভারত-বর্ষের বাণিজ্যমাত্রের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ হইতেছে না; ইহাতে সার্দ্ধ তিন সহস্র বৎসরেরও পূর্ব্বে হিন্দুদিগের

---

* এক্ষণে ভারতের যে স্থানটিকে মালবর উপকূল কহে, মুসিরিস বন্দর ঐ স্থানেই বিদ্যমান ছিল।

† *Robertson's America pp. 28-29.*

সভ্যতা ও সৌভাগ্যের * উন্নতিও সূচিত হইতেছে। যাহারা শারীরিক শোভার্থে রত্ন ব্যবহার করিত, যাহাদের মধ্যে খনিখনক ও মণিকারের ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, যাহারা বস্ত্র রঞ্জনার্থে নীলাদি প্রস্তুত করিত †, যাহারা ভারতসমুদ্রস্থ দ্বীপবাসী লোকের নিকট হইতে নানাবিধ গন্ধ দ্রব্য আহরণ করিয়া দেশদেশান্তরীয় বণিকদিগকে বিক্রয় করিয়া ধনাগমের পথ বিস্তৃত করিত, তাহারা কখনই নির্ধন ও অসভ্য ছিল না।

প্রাচীন কাল হইতেই আরবীয় বণিকেরা যে হিন্দু-দিগের নিকট হইতে বিবিধ প্রকার পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া মিশরদেশে বিক্রয়ার্থ লইয়া যাইত, তাহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে। যদিও হিন্দুদিগের ন্যূনাধিক দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মিশরদেশে গমনাগমন করিবার ইতিহাস আছে; এবং এক আরবীয় গ্রন্থকর্ত্তার প্রামাণিক লিপি অনুসারে, দ্বাদশ শত শক পর্য্যন্তও হিন্দুরা সমুদ্র পথে আরবদেশে উত্তীর্ণ হইয়া ‡ পরে স্থলপথে মিশরদেশে

---

* ৮ম টিপ্পনী দেখ।

† Much praise (to the Indians) for having so many thousands of years before discovered means by which colorable matter of the plant might be extracted oxygenated and precipitated from all other matters combined with it.
Bankrofts Works on Colors.

নীলাদির বিষয় ৯ম টিপ্পনীতে দেখ।

‡ তাহারা (হিন্দুরা) আরবের পূর্ব্বভাগে সমুদ্রতীরস্থ অয়দাব নামক স্থানে উত্তীর্ণ হইত, এবং তথা হইতে পশ্চিম দিকে মরুভূমি দিয়া মিশর দেশে গমন করিত।

গমন করিতেন *, কিন্তু তিন সহস্র চারি শত বা তিন সহস্র পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা এইরূপে যাতায়াত করিতেন কি না, তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। আর ফিনিসিয়াদেশীয় মহোৎসাহী বণিকদিগের দ্বারাও ঐ সকল ভারতীয় পণ্য সামগ্রী মিশর রাজ্যে প্রেরিত হইবার প্রমাণাভাব নাই †। অতএব অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে যখন উক্ত রাজ্য গ্রীক ও রোমানদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, তৎকালের, ভারতবর্ষীয়, বাণিজ্য বিবৃত করিবার পূর্ব্বে ফিনিসিয়ার বণিকদিগের সহিত হিন্দুদিগের কিরূপ ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

ফিনিসিয়াদেশবাসীদিগের প্রাচীন বাণিজ্য ব্যবসায় ও সমুদ্রযাত্রার ইতিহাস সুস্পস্টরূপে প্রকাশিত আছে। মিশরদেশীয় প্রাচীন বাণিজ্য ‡ বিবরণের কোন কোন অংশ যেরূপ সন্দেহপূর্ণ, ফিনিসিয়ার সেরূপ নহে। বাস্তবিক শেষোক্ত স্থানবাসীদিগের বাসভূমি ও তাহা-

---

* *Heeren's Historical Researches. Egyptians. chapr IV Note 70.*

† হিরোডোটাসের গ্রন্থ ও বাইবেল পুস্তকের প্রমাণানুসারে নিশ্চিত অবগত হওয়া যায় যে, ফিনিসিয়ার সহিত মিশর দেশের বিশিষ্ট রূপ বাণিজ্য প্রচলিত ছিল।

Heeren's Phænecians. Chapter IV.

‡ গ্রীশ দেশীয় সম্রাটদিগের মিশরাধিকারের পূর্ব্ব কালের বাণিজ্য।

দের জাতীয় অবস্থা বাণিজ্য কার্য্য প্রসরণ করিবার সম্যক উপযোগী ছিল। এই দেশটি না বৃহৎ না উর্ব্বরা। স্থানীয় লোকদিগের সুবিখ্যাত ধনৈশ্বর্য্য ও প্রভূত ক্ষমতা কেবল বাণিজ্য যোগেই লভ্য হইয়াছিল। সে সময়ে ভূমণ্ডলের অন্য কোন জাতি বাণিজ্য বিষয়ে তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। তাহারা বিভিন্ন দেশীয় লোক-দিগের সহিত বাণিজ্য কার্য্য সম্পাদন করিত, এবং তজ্জন্য তাহাদিগকে স্থলপথ ও সমুদ্র পথ অতিক্রম করিয়া দেশ দেশান্তর পর্য্যটন করিতে হইত। এই ফিনিসিয়া বাসী ভুবনবিখ্যাত মহোৎসাহী বণিকেরা এককালে ভারত-বর্ষেও গমনাগমন করিত। তাহাদের সমুদ্র-পোতের ধ্বজা, পশ্চিমে ব্রিটন দ্বীপ ও পূর্ব্বে ভারত সন্নিহিত মহাসাগরে এক কালেই উড্ডীয়মান থাকিত। এ প্রকার লিখিত আছে যে, ন্যূনাধিক দুই হাজার নয় শত বৎসর পূর্ব্বে হিরাম ও সলমন রাজার অনুমত্যনুসারে ভারত-বর্ষের সহিত নিয়মিত বাণিজ্য স্থাপনার্থে ফিনিসীয় ও ইজ-রেল জাতীয় বণিকেরা লোহিত সাগর দিয়া ওফর দেশে অর্থাৎ গুজরাটের নিকটবর্ত্তী সুপারদেশে আগমন করে *

---

* এ প্রকার লিপি আছে যে, ফিনিসীয় ও ইজরেল জাতীয়েরা ওফর-দেশে আসিয়াছিল। নানাগ্রন্থে ঐ স্থানের "সোফির" "সোফর" প্রভৃতি তদনু-রূপ নানা প্রকার নাম লিখিত আছে। আফ্রিকার পূর্ব্বাংশে সোফালা নামে

এবং তথা হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, রত্ন, চন্দন, হস্তিদন্ত, বানর ও ময়ূর ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। এ সমস্তই ভারতবর্ষীয় দ্রব্য এবং ঐ বৃত্তান্তে তাহাদের ভারতবর্ষীয় নামই লিখিত আছে। যদিও ইহুদিদিগের পুস্তকে এই বাণিজ্য অতি প্রশংসনীয় ও মহোপকারী বলিয়া বর্ণিত আছে, কিন্তু ফিনিসীয় বণিকেরা তাহারও পূর্ব্বে স্থলমার্গে তদপেক্ষা প্রবলতর রূপে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিল।

সীডন্ ও টায়র নিবাসী ফিনিসীয়েরাই পূর্ণ উদ্যমে বাণিজ্য ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল; এবং তাহাদের কার্য্যকুশলতা ও সাহসিকতায় উহা চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়া বাণিজ্যলিপ্ত ব্যক্তিদিগকে ধনমানে বিভূষিত করিয়াছিল। তাহাদের কার্য্য প্রণালী ও রীতি আধুনিক সুসভ্য বাণিজ্যব্যবসায়ীদিগের অপেক্ষা কোন অংশেই

এক দেশ আছে, এবং টলেমি নামক মিশর দেশীয় পণ্ডিত সপ্ফর নামে এক দেশ আরবের অন্তঃপাতী ও সুপার নামে এক স্থান ভারতবর্ষের পশ্চিম খণ্ডে গুজরাটের দক্ষিণস্থ কম্বোজ সাগরের তীরস্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে পুরাবৃত্ত বিদ্যাবিশারদ হিরেন ও হম্বোল্ট সাহেবেরা উভয়েই ওফর দেশীয় বাণিজ্যকে আফরিকাবধি ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত নানা স্থানের বাণিজ্য বলিয়া অনুমান করেন†। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সমুদায় ভারতবর্ষে উৎপন্ন হওয়াতে ও হিব্রুগ্রন্থে তাহাদের ভারতবর্ষীয় নাম লিখিত থাকাতে ইহা এক প্রকার নিশ্চিত বলিতে হয় যে, সলমন্ ও হিরাম রাজার প্রেরিত বণিকেরা ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশেই আসিয়াছিল।

† *Heeren's Historical Researches Phœnicians Chapter III, and Humboldt's Cosmos by Sabine, Note 181.*

বিশৃঙ্খল বা কদর্য্য ছিল না; প্রত্যুত বিষয়বিশেষে তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত উত্তমই বলা যাইতে পারে। যদিও এই যশস্বী বণিকেরা নানাদেশের নানা স্থানে বাণিজ্য শাখা স্থাপিত করিয়া কর্ম্মকার্য্যের সমধিক বিস্তার করিয়াছিল, কিন্তু ভারতীয় বাণিজ্য যেরূপ বিস্তৃত ও লাভজনক হইয়া উঠিয়াছিল, অন্য কোন দেশীয় ব্যবসায় সেরূপ হয় নাই। ভূমধ্যসাগরের নিকট বাস ও তৎকালে সমুদ্র যাত্রায় বিশেষরূপ পারদর্শী না থাকায়, ভারতবর্ষের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল না। এই বাণিজ্যোৎসাহী বণিকেরা অর্জ্জনস্পৃহায় বিমুগ্ধ হইয়া ইডুমিয়া * বাসীদিগের নিকট হইতে আরব্যোপসাগরের তটবর্ত্তী কতকগুলি প্রশস্ত বন্দর সবলে হস্তগত করিয়া, একদিকে ভারতবর্ষ ও অন্য দিকে আফ্রিকার পূর্ব্ব ও দক্ষিণাংশের সহিত নিয়মিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল। আরব্যোপসাগর হইতে টায়র নগর বহুদূর। স্থলযান দ্বারা শেষোক্ত স্থানে পণদ্রব্য প্রেরণ করা কষ্টকর ও ব্যয়সাপেক্ষ। এই প্রতিবন্ধক উচ্ছেদ করিবার জন্য তাহারা ব্রাইনোকোলিউরা নামক একটী বন্দর অধিকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বন্দরটি আরব্যোপসাগরের

* এই বাইবেলপ্রোক্ত স্থানটি দক্ষিণ পালেস্‌টাইন ও লোহিত সাগরের মধ্যে অবস্থিত ছিল। এলাম্‌ ও ইজিয়ানজেবার নামে দুইটি বন্দর উহারই অন্তর্গত।

অনতিদূরে ও ভূমধ্যসাগরের তটস্থিত। এইস্থান হইতে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যলব্ধ সামগ্রী সকল জলপথে টায়র নগরে প্রেরণ করিবার অত্যন্ত সুবিধা হইয়াছিল; পণ্যদ্রব্য গুলি এই ভাবে আরব্যোপসাগর হইতে রাইনোকোলিউরা বন্দরে উপস্থিত হইয়া টায়র নগরে পৌঁছছিত, এবং তথা হইতে নানা দেশদেশান্তরে চালিত হইত।

বহুদিবস পর্য্যন্ত ফিনিসীয় বণিকেরা উপরোক্ত পথ দ্বারা ভারতের সহিত বাণিজ্যকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিল। পথটি এরূপ সুগম ও বাণিজ্যোপযোগী হইয়াছিল যে, উহারা অন্যান্য দেশীয় বণিকদিগের অপেক্ষা ভারতবর্ষীয় দ্রব্য সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতে সমর্থ হইত। বস্তুতঃ কিছুকালের জন্য তাহারা ভারতবাণিজ্য স্বায়ত্ত করিয়া রাখিয়াছিল। ইহাতে ফিনিসীয় প্রধান প্রধান বণিকেরা এত অধিক ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিল যে তাহারা রাজা বা রাজপুত্র বলিয়া অভিহিত হইত; এবং তাহাদের সহিত যাহারা ব্যবসায়বাণিজ্যঘটিত সম্বন্ধ রাখিত, তাহারা মাননীয় ও মহাশয় ব্যক্তি বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। বণিকদিগের অবস্থোন্নতির সহিত স্বজাতীয় সাম্রাজ্যেরও এরূপ প্রভাব ও শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, উহার সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতিরেকে উক্ত বাণিজ্য কার্য্য এক

হস্ত-ভুক্ত হওয়া বা থাকা কোনরূপেই সম্ভব হইত না।

আরব দেশ ও পারসীক সমুদ্রবর্ত্তী দেদান দ্বীপের যোগে ভারতবর্ষীয় লোকের সহিত যে ফিনিসীয় বণিকদিগের পণ্যকার্য্য সম্পাদিত হইত,তাহাও বাইবেল প্রমাণে সুন্দররূপে জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে *। তাহারা আরবীয় বণিকদিগের নিকট দারুচিনি, ত্বচ, † নানাবিধ রত্ন, ভক্ষণীয় তেজস্কর গন্ধদ্রব্য, ও কুন্দুরু (লোবান) ক্রয় করিত। কিন্তু প্রায় ইহার সমুদায়ই ভারতবর্ষীয় দ্রব্য ‡। অতএব যখন বাইশ শত ও তেইশ শত বৎসর পূর্ব্বকার গ্রীক গ্রন্থকারদিগের § লিপি অনুসারে স্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, দারুচিনি, এলাচি, জটামাংসী প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য ভারতবর্ষ হইতে আরবদেশে আমদানি হইত ¶,

---

* *Ezekiel xxvii. 15 and 19—24.*

† দারুচিনির জাতি বিশেষ, চলিত ভাষায় ইহাকে তজ বলে। ইংরাজি Cassia.

‡ কেবল ভারত সমুদ্রবর্ত্তী দ্বীপ সমুদায়ে তেজস্কর ভক্ষ্য গন্ধ দ্রব্য সকল উৎপন্ন হয়, অতএব ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য যোগেই তৎসমুদায় প্রাপ্ত হওয়া সম্ভাবিত ছিল। লোবান আরবদেশে ও ভারতবর্ষে জন্মে কিন্তু দারুচিনি সিংহল দাক্ষিণাত্য ও ভারত সমুদ্রস্থ কতিপয় দ্বীপ ভিন্ন, আর কুত্রাপি উৎপন্ন হয় না। তন্মধ্যে সিংহল দ্বীপের দারুচিনিই সর্ব্বোত্তম।

§ থিয়োফ্রাষ্টস্ ও হিরোডোটস্।

¶ থিয়োফ্রাষ্টস্ স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে, দারুচিনি, এলাচি, জটামাংসী ও অন্যান্য তেজস্কর গন্ধ দ্রব্য ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হয়।

এবং যখন অন্যূন দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বকার গ্রীকগ্রন্থের* প্রমাণানুসারে আরবস্থানের দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী লোকেরা বাণিজ্যার্থ ভারতবর্ষে গমনাগমন ও বসবাস করিত †; এবং যখন ন্যূনাধিক আঠার শত বৎসর পূর্ব্বের গ্রন্থেও‡ ভারতবর্ষের সহিত তাহাদের তদনুরূপ বাণিজ্য ব্যাপারের বিষয় বর্ণিত আছে, তখন যে তাহারা দুই সহস্র বৎসরেরও বহুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত পণ্য দ্রব্য আহরণ করিয়া স্বদেশে লইয়া যাইত, এবং- আরব-দেশীয়, বিশেষতঃ তাহার উত্তর খণ্ডস্থ স্থলপথগামী বণিকেরা ফিনিসীয়ার বাণিজ্যবিশারদ ব্যবসায়ীদিগকে তৎ-সমুদায় বিক্রয় করিত, তাহা বাইবেল গ্রন্থের সহিত উক্ত বৃত্তান্তের ঐক্য করিয়া সম্যক্ সম্ভাবিত বোধ হইতেছে§।

এই শেষোক্ত বীর্য্যবন্ত মহোৎসাহী বণিকেরা ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া পারসীক সমুদ্রে আসিয়া বসতি করিয়াছিলেন ¶, এবং তথায় বাহুল্যরূপে বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহারা স্বয়ং তরণিযোগে ভারত-

---

* আগাথর্চ্চাইডিস নামক গ্রীক গ্রন্থকর্ত্তার পুস্তক। ইনি খ্রীষ্টাব্দের ১৬০ বৎসর পূর্ব্বে—সুতরাং এক্ষণকার দুই সহস্র বাইট বৎসরের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

† *Vincent's Commerce of the Ancients, Vol. 2. p. 328.*

‡ *Periplus of the Erythrean Sea.*

§ *Heeren. Phœnicians. Chap. 4.*

¶ তাহারা যে পারসীক সমুদ্রে আসিয়া বসতি করিয়াছিল, অদ্যাপি তথাকার গোয়া নগরের নিকটে তাহার বিস্তর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বর্ষে আগমন করিতেন অথবা ভারতবর্ষীয় পোত বণিকেরা তথায় গমন করিয়া পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করিয়া আসিত। বাইবেল শাস্ত্রে টায়র* নগর সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি আছে, যথা "দেদান সন্তানেরা তোমার বাণিজ্য নির্ব্বাহক ছিল, দূরবর্ত্তী ভূমিতে তোমার হস্তের পণ্য দ্রব্য সকল গমন করিত, তাহারা তোমার পণ্যের সহিত বিনিময়ার্থ তোমার নিকট শৃঙ্গ, হস্তিদন্ত ও কন্দু (আবলুশ কাষ্ঠ) আনয়ন করিত"†। এ সমুদায়ই ভারতবর্ষীয় দ্রব্য, এবং যদিও আফ্রিকা খণ্ডে হস্তী জন্মে, তথাপি পারসীক সমুদ্রে থাকিয়া কেবল ভারতবর্ষ হইতেই এ সমস্ত সামগ্রী পাওয়া সঙ্গত বোধ হয়, এবং ঐ সকল দূরবর্ত্তী ভূমি কেবল ভারতভূমিই হইতে পারে ‡।

ফিনিসীয়ার লোকেরা যেরূপ বাণিজ্যোৎসাহী, তাহাতে পারসীক দেশে থাকিয়া তাহাদের ভারতবর্ষে যাতায়াত করা অবশ্যই সম্ভব §, তাহারা বাণিজ্যকার্য্যের সুবিধার্থ নানা স্থানে উপনিবেশও স্থাপন করিয়াছিলেন, প্রত্যুতঃ বাণিজ্যপথ সুগম কবিবার জন্য আয়োজন আড়ম্বরের কোনই ক্রটি করিত না। সে সময়ে টায়র নগরের ঐশ্ব-

---

* ফিনিসীয়ার রাজধানী টায়র নগর।

† *Esekiel xxxii. 15.*

‡ *Heeren. Phœnicians. Chap, 4.*

§ *Heeren. Babylonians. Chap. 2.*

র্য্যের সীমা ছিল না। মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডারও ইহার সমৃদ্ধি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, এবং কি উপায়ে সমুদ্রোপরি আধিপত্য স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষে আসিতে পারেন তাহারই অনুসন্ধানে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। এরূপ প্রাধান্য লাভের ফল কি তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যে দেশের প্রজারা বণিগ্‌বৃত্তি অবলম্বন করে সে রাজ্য যে কতদূর শ্রীযুক্ত ও প্রতাপান্বিত হয়, তাহা প্রাচীন ফিনিসীয়া দেশের বৃত্তান্ত পাঠ করিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন ফিনিসীয়া! তুমি জগজ্জনের হৃদয়-মন্দির আলোকিত করিয়াছ। তুমি মানব জাতিকে শিক্ষা দিয়াছ যে, বাণিজ্য-ব্যবসায়ী জাতি কিরূপ শক্তিশালী, ধনবান ও বরণীয় হইতে পারে, তাহাদের দ্বারা কিরূপ দুরূহ ও অসমসাহসিক কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, এবং তাহাদের আয়োজন শক্তিই বা কি প্রকার ও তাহার ক্ষেত্রই বা কতদূর বিস্তৃত! এ বিষয়ে তুমিই যে জগতের শিক্ষা-গুরু তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইয়াছে, তোমার দৃষ্টান্ত দেখিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী সামান্য জাতিরা পৃথিবীর মধ্যে মহা-প্রতাপশালী ও ধনমানে গৌরবান্বিত হইয়াছে; কেহ কেহ শ্রীবৃদ্ধির চরম সীমায় উত্থিত হইয়াছে। অনতিপূর্ব্বে যে জাতি অতি তুচ্ছ বলিয়া বিবেচিত হইত, ইদানীং সেই জাতি বাণিজ্য সাহায্যে অসাধ্য সাধন ও অঘটন ঘটন করিয়া বিপরীত অবস্থায় অবস্থিত হইয়াছে। ধন্য বাণিজ্যশক্তি!

তোমাকে শত সহস্র ধন্যবাদ ও নমস্কার করি। তোমারই প্রভাবে আজি ক্ষুদ্র ইংরাজজাতি ভারতেশ্বর! কৃপাময়ি! তোমারই কৃপায় দুর্ব্বল জাতিকেও অসীম বলে বলীয়ান হইতে দেখা যায়। তোমাকে তাচ্ছিল্য করিয়াই আমরা শ্রীভ্রষ্ট ও হতমান হইয়াছি। মাতঃ! অনাদর প্রাপ্ত হইয়া অভিমানভরে তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছ এবং তজ্জন্য আমরা লোকসমাজে হেয় ও এরূপ দুর্দ্দশা-পন্ন হইয়াছি। অভিমান ত্যাগ করুন, অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে আমাদের হৃদয়ে থাকিয়া আমাদিগকে উত্তেজিত করুন। আর দূর দেশে থাকিবেন না। আমরা যথোচিত শিক্ষা পাইয়াছি। কর্ম্মফল আমাদিগকে নিষ্পীড়ন করিতেছে; দেশময় ত্রাহি ত্রাহি শব্দ উঠিয়াছে।

যদিও এক্ষণে হিন্দুরা নিতান্ত নির্বীর্য্য ও নিরুদ্যম হইয়াছেন, এবং তদনুরূপ শাস্ত্র সকল কল্পিত হওয়াতে, তাঁহাদের সমুদ্র গমন ও বিদেশ যাত্রা রহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বে তাঁহাদের কখনই এরূপ শাস্ত্র বা ব্যবহার ছিল না। অতএব ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য বিষয়ক ইতিহাসের মধ্যে এ বিষয়ের বিবরণ করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে যে হিন্দুদিগের দেশদেশান্তরে গমনাগমন ছিল, বেদ, রামায়ণ, মনুসংহিতা, মিতাক্ষরা, কাব্য, নাটকাদি বিস্তর গ্রন্থে তাহার নিদর্শন আছে এবং যতই অনু-সন্ধান করা যায়, ততই এ বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যখন ঋগ্বেদ সংহিতায় সমুদ্রযান ও সমুদ্র

যাত্রার উল্লেখ আছে, তখন অন্ততঃ তিন চারি সহস্র বৎসরেরও পূর্ব্বে আমাদিগের সমুদ্র পথে গমনাগমন আরব্ধ হইয়াছিল *। মনু সামুদ্রিক ও দূরদেশবাসী বণিকদিগের বিষয়ে যেরূপ সাদর বচন উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এই পুস্তকান্তর্গত পরিশিষ্টাংশের সপ্তমসংখ্যক টিপ্পনীতে উক্ত হইয়াছে। রামায়ণের নানা স্থানে সমুদ্রযাত্রার নিদর্শন পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে কতিপয় পরম কৌতূহলজনক বচন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহাতে এইরূপ আদেশ আছে যে, "সমুদ্রান্তর্গত নগর ও পর্ব্বত সমুদায়ে গমন করিবে †।" কোষকারদিগের দেশে অর্থাৎ চীন দেশে যাত্রা করিবে ‡।" যবন দ্বীপ ও সুবর্ণ দ্বীপেও

---

* শ্রীমান কোলব্রুক সাহেব নানারূপ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে, খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বেদ সংগ্রহ হয়। এক্ষণে তদ্বিষয়ের যতই তত্ত্ব লওয়া হইতেছে, ততই তাঁহার মতের প্রামাণিকত্ব স্থাপিত হইতেছে।

† সমুদ্রমবগাঢ়াংশ্চ পর্ব্বতান্ পত্তনানি চ।
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ৪০ সর্গে ২৫ শ্লোক।

টীকাকার লেখেন যে "সমুদ্রমবগাঢ়ান্ সমুদ্রান্তর্গতান্।"
"সমুদ্রমবগাঢ় শব্দের অর্থ সমুদ্রান্তর্গত।"

আর এ স্থলে "পত্তনানি সমুদ্র দ্বীপবর্ত্তীনি" পত্তন শব্দের তাৎপর্য্যার্থ সমুদ্রদ্বীপবর্ত্তী নগর।"

‡ ভূমিঞ্চ কোষকারাণাং ভূমিঞ্চ রজতাকরাং।
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ৪০ সর্গে ২৩ শ্লোক।

টীকাকার এইরূপে অর্থ করেন, যে "কোষকারাণাং ভূমিং কৌষের তন্তুৎপাদক জন্তুৎপত্তিস্থানভূতানাং ভূমিং।"
"কোষকারদিগের ভূমি এ বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে কৌষের বস্ত্রের

গমন করিবে এবং লোহিত সাগরেও গমন করিবে *।" উপরোক্ত দুইটি দ্বীপ, ভারত সমুদ্রবর্ত্তী যব ও সুমিত্রা দ্বীপ বলিয়া অনুমান হয় †।

তন্তুৎপাদক যে জন্তু তাহার উৎপত্তি স্থান।" অতি পূর্ব্বকালাবধি চীন দেশের কোষের বস্ত্র বিশিষ্টরূপ বিখ্যাত আছে, এবং তদনুসারে সংস্কৃত গ্রন্থকারেরাও তাহা চীনাংশুক ও চীন চেলক (চেলির কাপড়) নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা;—

গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিবকেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥

শকুন্তলা—প্রথমাঙ্ক।

সর্ব্ব ঙ্গমনুলিপোচ্চ চন্দনেন্দুমৃদুদ্রবৈঃ।
সুগন্ধিমাল্যাভরণৈশ্চীনচেলৈঃ সুশোভনৈঃ ॥
চামরৈশ্চ জলাভৈশ্চ শীতলৈর্ব্যজনৈস্তথা।
বীজয়েৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সুভদ্রাং বলমেব চ ॥

রঘুনন্দন কৃত যাত্রাতত্ত্ব।

অতএব কোষকারদিগের ভূমি, এবাক্য চীন দেশেরই প্রতিপাদক বোধ হইতেছে।

* ততো রক্তজলং ভীমং লোহিতং নাম সাগরম্।
গত্বা ....

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৪০ সর্গে ৩৯ শ্লোক।

পরে ভীষণ রক্তবর্ণ লোহিত সাগরে গমন করিয়া.......... ....

† কারণ টলেমি জাবা দ্বীপের সংস্কৃত নাম যবদ্বীপ লিখিয়া পরে তৎপ্রতিপাদক গ্রীক্ শব্দে তাহার অর্থ করিয়াছেন; ইংরেজী গ্রন্থকর্ত্তারা (Barley Island) বলিয়া সেই শব্দের অনুবাদ করেন (*Humboldt's Cosmos. Note 297.*) আর অল বিরুণি নামে এক আরবি গ্রন্থকর্ত্তা তৎপ্রদেশীয় কতিপয় উপদ্বীপের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, হিন্দুরা ঐ সকল দ্বীপকে সুরন্ দিব বলে, এবং ফরাশীশ জাতীয় এক পুরাবৃত্তবেত্তা (Reinaud) ঐ শব্দ জাবা ও সুমাত্রা উভয় দ্বীপেরই প্রতিপাদক বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। (Journal Asiatique. Tome IV. IVe serie. p. 265.) কিন্তু রামায়ণে যবদ্বীপ ও সুবর্ণ দ্বীপের পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ আছে। যাহা হউক, এই সমুদায় বচনে পূর্ব্বকালে হিন্দুদিগের চীন দেশ এবং জাবা ও সুমাত্রাদি দ্বীপ গমনের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

বাল্মীকি রামায়ণে এই সকল দ্বীপের নাম ও তথায় গমন প্রসঙ্গ থাকাতে অতি পূর্ব্বকালে তথায় হিন্দুদিগের গমনাগমন থাকা সূচিত হইতেছে। মহাভারতে অর্জ্জুন ও নকুলের দিগ্বিজয়ার্থ সাগরান্তর্গত বহুতর দ্বীপ ও ভারতবর্ষের বহির্ভূত অন্যান্য বিবিধ দেশ যাত্রা ও রঘু-বংশে রঘু রাজার পারসীকাদি পশ্চিম রাজ্য জয় করিবার যে সকল বর্ণনা আছে *, তথায় গমনাগমনের বিধি না থাকিলে তৎ সমুদায় কাব্যগ্রন্থেও উল্লিখিত হইত না। বরাহ পুরাণে এইরূপ এক উপাখ্যান আছে, যে গোকর্ণ নামে নিঃসন্তান বণিক বাণিজ্যার্থ সমুদ্রে গমন করিয়া-ছিল, পথমধ্যে প্রচণ্ড ঝড় উপস্থিত হইয়া তাহার পোত ভগ্নপ্রায় হয় †। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় সমুদ্রগামী বণিক্-দিগের ঋণদানের ব্যবস্থা আছে ‡। রত্নাবলী নাটকে সমুদ্র যাত্রা প্রসঙ্গ এবং সমুদ্র মধ্যে সিংহল-রাজপুত্রী রত্নাবলীর পোতভঙ্গ ও কৌশাম্বী নগরীবাসী বণিগ্‌বিশে-ষের তথা হইতে প্রত্যাগমন কালে তাহাকে আনয়ন করা § এই সমস্ত বর্ণনায় এ বিষয়ের ভূরি ভূরি নিদর্শন

---

* সভাপর্ব্বের অন্তর্গত দিগ্বিজয় পর্ব্বে ও রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে।

† দ্বিতীয় ভাগে গোকর্ণ মাহাত্ম্য নামক অধ্যায়ে।

‡ যে সমুদ্রগা বৃদ্ধ্যা ধনং গৃহীত্বা অধিলাভার্থং প্রাণধনবিনাশশঙ্কাস্থানং সমুদ্রংগচ্ছন্তি তে বিংশং শতকং মাসি মাসি দদ্যুঃ।

মিতাক্ষরা—ব্যবহারাধ্যায়, ঋণাদান প্রকরণ।

§ এই নাটকে রত্নাবলী সিংহলাধিপতি বিক্রম বাহুর কন্যা বলিয়া উক্ত

লক্ষিত হইতেছে। তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষের অনেকানেক উপকথা মধ্যেও হিন্দুদিগের সমুদ্র যাত্রা থাকিবার বিস্তর চিহ্ন আছে; যথা কথাসরিৎসাগরে অলঙ্কারবতী নামক নবম লম্বকের প্রথম তরঙ্গে পৃথ্বীরাজ ভূপাল ও তৎ-প্রেরিত চিত্রকরের সমুদ্রপোত সহকারে মুক্তিপুর দ্বীপে গমন, দ্বিতীয় তরঙ্গে এক বণিকের বাণিজ্যার্থ ভার্য্যাসহ সুবর্ণভূমি দ্বীপে যাত্রা ও পথমধ্যে ঝঞ্ঝাবাতে তরণি ভঙ্গ হইয়া তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটন, চতুর্থ তরঙ্গে সমুদ্রশূর ও অন্য এক বণিকের বাণিজ্যার্থ সুবর্ণ দ্বীপে যাত্রা ও নৌকা ভঙ্গ, ষষ্ঠ তরঙ্গে চন্দ্রস্বামীর স্বপুত্রানুসন্ধানার্থ অনেকানেক পোত-বণিকের সমুদ্র-যান আরোহণ করিয়া সিংহলাদি বহুতর দ্বীপে গমন, এবং চতুর্দ্দারিক নামক পঞ্চম লম্বকে শক্তিদেবের উপাখ্যানে সমুদ্র মধ্যে এক পোত-বণিকের তরণিভঙ্গ, এক কাষ্ঠ ফলক অবলম্বন পূর্ব্বক আর এক নৌকায় তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎকার, ও সেই নৌকায় পিতাপুত্রের স্বদেশ প্রত্যাগমন, দশকুমার চরিতের পূর্ব্বপীঠিকায় রত্নভব বণিকের কালযবন দ্বীপে

হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের মহাবংশে এইরূপ ইতিহাস আছে যে, সিংহল দ্বীপে বিজয়বাহু নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ৯৯৩ শকে রাজ্যাভিষিক্ত হন, তাঁহার রত্নাবলী নামে এক কন্যা ছিল এবং বিক্রমবাহু নামে এক পুত্র ছিল। এই উভয় বৃত্তান্তের পরস্পর যত অনৈক্য থাকুক, কিন্তু কিয়দংশে যে ঐক্য হইতেছে. ইহা ঐ উপাখ্যানের মূল নিরূপণ বিষয়ে যথেষ্ট উপকারী বলিতে হয়। মহাবংশে ৫৯ অধ্যায়।

গমন, এবং তথায় এক বণিক্ কন্যাকে বিবাহ করিয়া তৎসমভিব্যাহারে প্রত্যাগমন কালে সমুদ্রগর্ভে তরণি প্রবেশ, এবং তাহার উত্তরপীঠিকায় মিত্র গুপ্তের যবন পোত আরোহণ পূর্ব্বক প্রবল বায়ুবেগে বিপথগামী হইয়া দ্বীপান্তরে অবতরণ *, আর কবিকঙ্কণোক্ত বঙ্গদেশীয় ধনপতি সওদাগর ও শ্রীমন্ত সওদাগরের সিংহল যাত্রা ও স্ত্রীলোকদের অমাবস্যা ব্রতের কথায় চাঁদ সওদাগরের উপাখ্যান, অভিজ্ঞান শকুন্তলা গ্রন্থে ধনবৃদ্ধি নামক বণিকের বিবরণ, হিতোপদেশে কন্দর্প কেতুর আখ্যান ও অনতি প্রাচীন পুরাণ গ্রন্থে সমুদ্রযাত্রা নিষেধক বচন। এই সমস্ত বেদ. পুরাণ, কাব্য, নাটক, ইতিহাস, সংহিতা, কথা ও উপকথাদির মধ্যে হিন্দুদিগের বাণিজ্য ও সমুদ্র যাত্রার যথেষ্ট প্রমাণ-প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

সুপ্রাচীন সুশ্রুতাদি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যে সকল ঔষধ প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে জায়ফল, জয়িত্রী, দারুচিনি প্রভৃতি নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্যের আবশ্যক হয়। ভারত সমুদ্রস্থিত কতিপয় দ্বীপ ঐ সকল দ্রব্যের উৎপত্তি স্থান। সুতরাং সমুদ্রযাত্রা স্বীকার না

---

* কাব্যান্তর্গত কল্পিত বর্ণনাও যে প্রকৃত ব্যবহারমূলক তাহা এই উপাখ্যানে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, আরবীয় ও পারসীক বণিকেরা ভারতবর্ষে গমনাগমন করিত, যবন পোতের প্রসঙ্গে তাহারই নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

করিলে ঐ সকল ঔষধোপকরণ প্রাপ্ত হওয়া কখনই সম্ভব নহে।

ভারত সমুদ্রস্থ দ্বীপপুঞ্জের পুরাবৃত্তে হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বিদেশ গমনের নানা প্রকার প্রমাণ আছে। তাঁহারা ভারত সমুদ্র অতিক্রম পূর্ব্বক বালী ও যবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া তথায় হিন্দুশাস্ত্র, হিন্দুধর্ম্ম ও বিশেষতঃ শিবের উপাসনা প্রচার করেন। ঐ যবদ্বীপে ইদানীং মুসলমান ধর্ম্ম প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বে যে তথায় হিন্দুধর্ম্ম প্রচারিত ছিল, তাহার ভূরি ভূরি অখণ্ড নিদর্শন অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় প্রম্বনন নামে একটি স্থান আছে, তাহার কোন কোন স্থলে দুই শত অপেক্ষা অধিক সংখ্যক দেব মন্দির এবং শিব, দুর্গা, গণেশ, সূর্য্য প্রভৃতির পাষাণময়ী ও পিত্তলময়ী প্রতিমূর্ত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। মুসলমান হইয়াও অনেকে সেই সকল দেব প্রতিমূর্ত্তিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত *। ঐ যবদ্বীপে যখন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে, তখন তথাকার কতকগুলি হিন্দু বালী

---

* এক ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া অন্য ধর্ম্মে বিশ্বাস করা অজ্ঞানীর পক্ষে আশ্চর্য্য নয়। এ দেশস্থ অনেক ব্যক্তি শাক্ত বা বৈষ্ণব হইয়া, এবং স্বজাতীয়দিগের অসংখ্য দেবদেবী থাকিতেও মুসলমানের দেবতাকে সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া মানেন ও রোগশান্তি, ধনপ্রাপ্তি, মামলা মকর্দ্দমায় জয় ও অন্য প্রকার শুভলাভের উদ্দেশে মানসিক করেন এবং মুসলমান ধর্ম্মোচিত অন্যান্য ব্যবহারও করিয়া থাকেন।

নামক একটি নিকটস্থ ক্ষুদ্র দ্বীপে গিয়া আশ্রয় লয়। তাহারা অদ্যাবধি সেই স্থানে অবস্থিত থাকিয়া হিন্দুধর্ম্মের যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে। তাহারা প্রাচীন হিন্দুদিগের ন্যায় চারি বর্ণে বিভক্ত—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বক্ষঃ হইতে ক্ষত্রিয়, নাভির অধোভাগ হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্রবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে, এ কথাটিও তথায় প্রচলিত আছে। সেখানে চাণ্ডালবর্ণও দৃষ্ট হইয়া থাকে *। তাহারা গ্রামের প্রান্তভাগে বাস করে, এবং চর্ম্ম ও মদিরার ব্যবসায় প্রভৃতি হীনবৃত্তি দ্বারা সংসার নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

ঐ বালী দ্বীপে অদ্যাপি হিন্দু রাজারা রাজত্ব করেন, এবং হিন্দুদিগের পূর্ব্বকালীন রাজনীতি অনুসারে ব্রাহ্মণেরা বিচারকের কার্য্য করিয়া থাকেন। তবে ব্রাহ্মণ প্রাড়্বিবাকের সংখ্যা অধিক নয়; অন্য অন্য অনেক বর্ণকেও বিচারকের পদ দেওয়া হইয়া থাকে †। তথাকার ব্রাহ্মণেরা নিরামিষভোজী; মৎস্য মাংস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল যব, তণ্ডুল ও ফল মূলাদি ভক্ষণ করিয়া শরীর রক্ষা করেন। তথায় শবদাহ ও সহমরণের

---

* তাহারা সেখানে চাণ্ডাল নামেই খ্যাত আছে।

† বালির ন্যায় লম্বক দ্বীপও হিন্দুরাজার অধীন, এবং সেখানেও প্রাড়বিবাকাদির ঐরূপ ব্যবস্থা আছে।

রীতিও প্রচলিত আছে। ভার্য্যা যদি স্বামীর চিতা-রোহণ করে, তবে তাহাকে "সত্য" বলে। আর উপ-পত্নী বা দাসী অথবা পরিবারস্থ অন্য কোন স্ত্রীলোক সহমৃতা হইলে তাহাকে "বেল" বলিয়া থাকে। তথায় উদ্বাহ বিষয়ে এ দেশীয় স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থানুগত অনু-লোম ও বিলোমের বিষয় বিবেচনা করা প্রচলিত আছে। উৎকৃষ্ট বর্ণের লোকে নিকৃষ্ট বর্ণের স্ত্রী-লোককে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু নিকৃষ্ট বর্ণের লোকে উৎকৃষ্ট বর্ণের কন্যা গ্রহণে অধিকারী নয় *। বাস্তবিক যেন তথায় এক দল সেকালের হিন্দু বর্ত্তমান। এই বালী দ্বীপে বেদ পুরাণাদি হিন্দু শাস্ত্রও বিদ্যমান আছে। যব-দ্বীপ ও বালী-দ্বীপস্থ হিন্দুদিগের মধ্যে এইরূপ একটি জনশ্রুতি আছে এবং উঁহাদের গ্রন্থেও এইরূপ লিখিত আছে যে, তাহারা ভারতবর্ষের অন্তর্গত কলিঙ্গ দেশ হইতে তথায় আগমন করে †। বোর্ণিয়ো দ্বীপে সরাবকা নামে একটি প্রদেশ আছে, তথাকার লোকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চারি বর্ণে বিভক্ত। যদিও তাহারা হিন্দুধর্ম্ম-বিরুদ্ধ § নানা প্রকার অনুষ্ঠান করিয়া

* ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, শৈব সম্প্রদায়ের ১৩শ হইতে ১৫শ পৃষ্ঠা।

† ঐ ঐ ১৬ ও ১৭র পৃষ্ঠা।

§ ভারতীয় হিন্দুদিগের মধ্যেও স্থান বিশেষে, ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও আচার ব্যবহারের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। অদ্যাপি রাজপুতানা ও কাশ্মীর অঞ্চলে কুক্কুটাদির ব্যবহার আছে। বঙ্গদেশেও আছে, কিন্তু কিঞ্চিৎ প্রচ্ছন্ন ভাবে।

থাকে, তথাপি তাহারা যে যথার্থ হিন্দু বা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী তাহার আর সন্দেহ নাই।

বৌদ্ধদিগের গ্রন্থেও বেদাবলম্বী হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রার বিস্তর বিবরণ আছে। মহাবংশ নামক সিংহলীয় ইতিহাসে প্রায় চব্বিশ শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশীয় বিজয় নামক রাজকুমারের ও তাঁহার বয়স্যদিগের সিংহলাদি দ্বীপে গমনপূর্ব্বক বসতিকরণ, সিংহল দ্বীপ হইতে দাক্ষিণাত্যে লোক প্রেরণ ও তত্রত্য রাজবংশীয় ও অন্যান্য ভদ্রবংশজাত কন্যাদিগের সহিত তাঁহাদের ও উত্তরকালবর্ত্তী অন্য অন্য ব্যক্তিদিগের পাণিগ্রহণ, ভারতবর্ষ হইতে বিজয় রাজার ভ্রাতা সুমিত্রকে সিংহলে লইয়া যাইবার জন্য দূত প্রেরণ ও সুমিত্রানন্দন পাণ্ডু বাসুদেবের তথায় গমন পূর্ব্বক রাজ্যাভিষেক ইত্যাদি পরম কৌতূহলজনক ব্যাপার সমুদায়ের বিবরণ আছে *। বৌদ্ধদিগের বিনয় শাস্ত্রে এই প্রকার একটি আখ্যান আছে যে, গৌতম বুদ্ধের সময়ে অর্থাৎ ন্যূনাধিক দুই সহস্র চারি শত বৎসর পূর্ব্বে †, পূর্ণনামে এক হিন্দু বণিক ছয়বার সমুদ্রযাত্রা

---

* মহাবংশের ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও উনষষ্টি অধ্যায়।

† মহাবংশ নামক প্রামাণিক সিংহলেতিহাসানুসারে খৃষ্টাব্দের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে গৌতম বুদ্ধের পরলোক প্রাপ্তি হয়।

ও সামুদ্রিক বাণিজ্য সম্পন্ন করিয়া সপ্তমবারে শ্রাবস্তি * নগরবাসী কতকগুলি বৌদ্ধমতাবলম্বী লোকের সমভি-ব্যাহারে সমুদ্রে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে প্রাতঃ ও সায়ংকালে তাঁহাদের শাস্ত্রপাঠাদি শ্রবণ করিয়া সাতিশয় শ্রদ্ধাবিষ্ট হইলেন, এবং শ্রাবস্তি নগরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্ম আশ্রয় করিলেন †। উক্ত বিনয় শাস্ত্রানুসারে পূর্ণ যতকাল হিন্দুধর্ম্মাক্রান্ত ছিলেন, তন্মধ্যে সাতবার সমুদ্রযাত্রা স্বীকার করেন।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সহিত চীনরাজ্যের বাণিজ্য ও ধর্ম্মঘটিত নানারূপ সংস্রব ছিল। পঁয়ষট্টি খৃষ্টাব্দে চীনদেশাধিপতি সম্রাট মিংতির রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্ম রাজধর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত হয় ‡। যদিও ঐ সময়ের পূর্ব্বে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল, কিন্তু দেশীয় রাজপরিবারসমূহ তৎকালে উহা স্বীকার করেন নাই। ধর্ম্ম ও বাণিজ্যোপলক্ষে চীন ও ভারতবর্ষের লোকেরা যে পরস্পরের দেশে গমনাগমন করিত তাহারও অল্পবিস্তর

---

* এক্ষণে যে স্থানে ফয়জাবাদ নগর পূর্ব্বে সেই স্থানে অথবা তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে শ্রাবস্তি নগর ছিল।

† *Journal of the American Oriental Society Vol.* I. *P. 284.*

‡ It was not however till the year 65 A. D. that Budhism was officially recognized by the emperor Mingti as a third state religion in China.

MaxMuller's Chips from a German Workshop Vol.I.p: 258.

বিবরণ পাওয়া যায়। চীনভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত এদেশে দেখিতে পাওয়া যায় না; অতএব চীনগ্রন্থে স্থানীয় লোক-দিগের সহিত হিন্দুদিগের কিরূপ ধর্ম্ম ও বিষয়কার্য্য ঘটিত বিবরণ আছে তাহা জ্ঞাত হওয়া দুষ্কর। কিন্তু কোন কোন তত্ত্বপিপাসু পণ্ডিতবর উক্ত ভাষার দ্বারোদ্ঘাটন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, লিখিত মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন। আসিয়াটিক সোসাইটি নামক সভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীমান লেডলি চীনদেশীয় কৌফকি গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে যে, ফাহিয়ন্ নামে একজন চীনদেশীয় পরিব্রাজক তীর্থযাত্রা উপলক্ষে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন *। তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র সংগ্রহ করিবার জন্য চীন তাতার ও তিব্বতাদি দেশে পর্য্যটন পূর্ব্বক হিমালয়ের দক্ষিণ অংশে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং তথা হইতে সিন্ধুনদী উত্তীর্ণ হইয়া পঞ্জাব, দীল্লি, মথুরা, প্রয়াগ, বৈসলি, রোহিলখণ্ড, অযোধ্যাদি নানাদেশ পরিদর্শন করিয়া মগধে আসিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তমলুক † যাত্রা করেন, এবং তথায় প্রায় দুই বৎসর অবস্থিতি করিয়া বৌদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি ও বৌদ্ধশাস্ত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক অর্ণবযান আরোহণ

---

* ফাহিয়ন্ খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। *Pilgrimage of Fahian, P. P. 99. and 102.*

† ৮ম টিপ্পনী দেখ।

করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। চৌদ্দদিন সমুদ্রোপরি অতিবাহিত হইলে, তিনি সিংহল রাজ্যে অবতীর্ণ হইলেন। তমলুকবাসী সহযাত্রীদিগের নিকট হইতে জ্ঞাত হইলেন যে, এই স্থান তাহাদের দেশ হইতে সাত শত যোজন দূরে অবস্থিত, এবং ইহা পূর্ব্ব পশ্চিমে পঞ্চাশ যোজন দীর্ঘ ও উত্তর দক্ষিণে ত্রিশ যোজন প্রশস্ত। * উহার বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে একশত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদ্বীপ আছে। এইগুলি প্রধান উপদ্বীপের অধীন এবং তথায় মণিমুক্তাদি বিবিধ প্রকার রত্ন উৎপন্ন হয়। তিনি সিংহলেও প্রায় দুই বৎসর বাস করেন, এবং মিশাশি † প্রোক্ত গ্রন্থ ও দীর্ঘ আহন ও বহুবিধ আহমু নামক পুস্তকও সংগ্রহ করেন।

এই সকল গ্রন্থ পালি ভাষায় রচিত। সংগৃহীত পুস্তকাদি লইয়া তিনি এইস্থান হইতে এক বৃহৎ নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক স্বদেশ যাত্রা করিলেন। পোতখানি দুই শত যাত্রী লইবার উপযোগী, এবং ইহার পশ্চাদ্‌ভাগে একখানি জীবন-পোতও ‡ রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ ছিল। যাত্রা

---

* সিংহল দ্বীপের পরিমাণ লিখিতে ফাহিয়নের ভ্রম হইয়াছে। উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ ও পূর্ব্বপশ্চিম প্রস্থ, এইরূপ লিখিত হইলেই শুদ্ধ হইত।

† একজন বৌদ্ধ ঋষি।

‡ অদ্যাপিও বৃহৎ বৃহৎ দেশীয় পোতে ঐরূপ এক এক খানি ক্ষুদ্র নৌকা বা জেলেডিঙ্গি সংলগ্ন থাকে। পাশ্চাত্য সামুদ্রিক পোতেও দুই চারিখানি ঐরূপ নৌকা থাকে; ঐগুলিকে জীবন-পোত (Life boat) বলা যায়।

করিবার দুই দিবস পরে সমুদ্র মধ্যে হঠাৎ একটি প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইয়া তরণীতে জল উঠিতে আরম্ভ হইল। আরোহিগণ সকলেই উক্ত জীবনপোতের আশ্রয় লইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইল। কিন্তু সকলেই উহাতে আরোহণ করিলে, নিশ্চয়ই ঐ ক্ষুদ্র জলযান জলমগ্ন হইবে বলিয়া নাবিকেরা তাহার বন্ধনরজ্জু বিমুক্ত করিল। যাত্রীরা এরূপ ভীত হইয়াছিল যে, পোত রক্ষার জন্য আপনআপন সমস্ত গুরুভার দ্রব্য গুলি জলসাৎ করিতে বাধ্য হইল। নাবিকদিগের সহিত ফাহিয়ন্‌ও জলসেচনে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং পাছে সহযাত্রী বণিকেরা তাঁহার সর্ব্বস্ব-ধন বৌদ্ধপ্রতিমা ও বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত গ্রন্থাদি সাগরগর্ভে নিক্ষেপ করে, এই ভয়ে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। পোত রক্ষার জন্য তিনি ইষ্টদেবতার নিকট প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এবং যাহাতে ধর্ম্ম-বেত্তারা চীন দেশে প্রত্যাগমন করে তাহার জন্য কোয়ান্ শিয়ান্ * দেবের ভজনা করিতে আরম্ভ করিলেন †। তিনি কহিলেন "আমি ধর্ম্মশাস্ত্র সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত দূর দেশে আসিয়াছি, অতএব প্রার্থনা করি যে, দেবতারা

---

* বুদ্ধদেবের চীন দেশীয় নাম।

† উক্ত মর্ম্মে বোধ হইতেছে যে, নৌকায় আরও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

পোত রক্ষা করিয়া আমার কামনা পূর্ণ করুন।” ত্রয়োদশ দিবস অতিবাহিত হইলে ঝটিকার উপশম হইল। এই অবসরে তাহারা কোন উপদ্বীপ তটে অবতরণ করিয়া নৌকার ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইল এবং উহার সংস্কার হইলে পুনর্ব্বার পোতারোহণ পূর্ব্বক সাগর মার্গে যাত্রা করিল। একে এই ভীষণ অকূল জলধির পূর্ব্ব পশ্চিম দিক্ তাহাদের অজ্ঞাত, তাহাতে জলদস্যুতে পরিপূর্ণ, এবং এই মানবশত্রুদিগের কঠোর হস্তে পতিত হইলে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর; এইরূপ বহুবিধ অনর্থপাত চিন্তা করিয়া তাহারা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। ক্রমশঃ দিবাবসান হইয়া বিভীষিকাময়ী রজনী আগতা হইল। চতুর্দ্দিক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। পোতখানি যে কোন্ দিকে ভাসিয়া যাইতেছে তাহারও কোন স্থিরতা নাই। কেবল তরঙ্গধ্বনি কর্ণগোচর হইতেছে; এবং মধ্যে মধ্যে বিদ্যুজ্জ্যোতি আবির্ভূত হওয়ায় তরঙ্গসংগ্রাম, জলজন্তুর আস্ফালন ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার অদ্ভুত দৃশ্য তাহাদের নয়নগোচর হইতে লাগিল। এইরূপে নিরাশ্রয় ভাবে তাহারা সমুদ্রোপরি নিশা যাপন করিল। পরে যখন আকাশ মেঘশূন্য হইল তখন তাহারা জ্যোতিষ্ক সাহায্যে পূর্ব্বাভিমুখে নৌকাচালন করিয়া নয় দিবস পরে যবদ্বীপে অবতীর্ণ হইল। এই দেশে ফাহিয়ন্ বহু-ব্রাহ্মণের বাস দেখিয়াছিলেন। তথায় দশ মাস অব-

স্থিতি করিয়া চতুর্থ চন্দ্রের ষোড়শ দিবসে * দুইশত আরোহীর উপযুক্ত একখানি অর্ণবযান সংগ্রহপূর্ব্বক কতকগুলি বণিক সহযাত্রীর সহিত উত্তরপূর্ব্বে কোয়াঙ্গুণ† নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাত্রীরা আপনাদিগের সহিত পঞ্চাশ দিনোপযোগী খাদ্যসামগ্রী লইয়া পোতারোহণ করিল। একমাস পরে তাহারা পুনর্ব্বার এক ভয়ানক ঝটিকায় পতিত হইল! তরণিস্থ সকলেই অতিশয় ভীত ও উদ্বিগ্ন হইল। এই সময়ে ফাহিয়ন ও অন্যান্য হান্ দেশীয় ‡ ধর্ম্মবেত্তারা দৈবোপদ্রব শান্তির জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পোতস্থ ব্রাহ্মণেরা যুক্তি করিয়া প্রকাশ করিলেন যে, এই শ্রমণের সংসর্গেই সকলের এরূপ দুর্দ্দৈব ঘটিয়াছে; অতএব ইহাকে কোন উপদ্বীপে পরিত্যাগ করা বিধেয়। ব্রাহ্মণদের ঐরূপ মন্তব্য শুনিয়া ফাহিয়নের কোন বন্ধু ব্যক্ত করিলেন যে. "যদ্যপি তোমরা উঁহাকে কোন স্থানে ত্যাগ কর, তাহা হইলে হান্ দেশে উপস্থিত হইয়া তোমাদের বিপক্ষে অভিযোগ করিব। ঐ দেশের সম্রাট স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, তিনি শ্রমণদিগকে বিশেষ সমাদর করিয়া

---

* চীন দেশীয় চান্দ্র বৎসরের চতুর্থ মাস।

† এই নগরের ইংরাজী নাম ক্যাণ্টন্।

‡ পূর্ব্বে হান্ বংশীয় রাজারা চীন দেশে রাজত্ব করায়, উহা হান্ দেশ নামে খ্যাত হয়।

থাকেন।” এইকথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য যাত্রীরা ভীত ও নিরস্ত হইল।

আকাশের ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নাবিকেরাও অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়াছিল। তাহারা কি যে করিবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, পরস্পরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। কি প্রকারে যে এই বিপদ হইতে রক্ষা হয়, সেই চিন্তাতে সকলেই মগ্ন। সত্তর দিবস সমুদ্রে অতিবাহিত হইল, ভক্ষ্যাদিও প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিল। সমুদ্রজলে পাকাদি হইতেছিল, কিন্তু পানীয় জল সামান্য থাকাতে পরিমাণানুসারে সকলে বণ্টন করিয়া লইল। প্রত্যেক ব্যক্তি দুই সিং * পানীয় প্রাপ্ত হইল। যখন অবশিষ্ট জলও প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিল, তখন বণিকেরা পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত করিল যে, পঞ্চাশ দিনে কোয়াঞ্চুতে যাওয়া যায়, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক দিন গত হইয়াছে, খাদ্যদ্রব্যাদিরও অভাব হইয়াছে, অতএব উত্তর পশ্চিম দিকে পোত চালন করিয়া স্থল প্রাপ্তির চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে

---

* এক লক্ষ বিংশতি সহস্র ‘চীনা’ ধারণোপযোগী পাত্র বিশেষ। ‘চীনা’ এক প্রকার ঘাসের বীজ, আকার সর্ষপ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ। বোধ হয় প্রথমে চীন দেশ হইতে এই শস্য ভারতে আনীত হয়, তজ্জন্য উহা ‘চীনা’ নামে পশ্চিমাঞ্চলে আখ্যাত হইয়াছে। ঐ দেশের লোকেরা উহা তণ্ডুলের ন্যায় সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করে।

বিধেয়। এইভাবে দ্বাদশ দিবস অতীত হইবার পর, লাও পর্ব্বত তাহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। কিন্তু উহা চীন সাম্রাজ্য ভুক্ত কি না তাহা জানিতে পারিল না। যাহা হউক স্থানটির পরিচয় প্রাপ্তির জন্য তাহারা উক্ত পর্ব্বতসমীপে উত্তীর্ণ হইয়া একখানি জীবনপোতে আরোহণ পূর্ব্বক যেমন নদীমুখে প্রবেশ করিতেছিল, সেই সময় দুইজন ব্যাধের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। ফাহিয়ন্ উহাদের দ্বারা জ্ঞাত হইলেন যে, তাহারা ফো মতাবলম্বী এবং স্থানটির নাম ৎসিং-চিউ ও ইহা চীন দেশের অন্তর্গত লিও বংশাধিকৃত ছাং কোএং কিউং নামক রাজ্য ভুক্ত। এই কথা শ্রবণমাত্র বণিকেরা পূর্ব্ব বিপদ বিস্মৃত হইল, এবং পুলকিত চিত্তে রাজ্যমধ্যে প্রবিস্ট হইয়া আপন আপন ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইল।

উপরোক্ত বিবরণ স্পষ্ট ব্যক্ত করিতেছে যে, প্রায় সার্দ্ধাধিক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি হিন্দুসন্তানগণ বৌদ্ধদিগের * সহিত একাদিক্রমে তিন চারি মাস সমুদ্র-যাত্রা করিয়াও নিন্দনীয় বা জাতিভ্রষ্ট হইত না।

বিদ্যোৎসাহী শ্রীমান মেকেন্‌জি দাক্ষিণাত্যের অন্তঃ-

---

* ইউরোপবাসীর ন্যায় বৌদ্ধেরাও শুকরাদির মাংস ভক্ষণ করে ও জাতিভেদ অস্বীকার করিয়া থাকে।

পাতী নানা দেশ ভ্রমণ পূর্ব্বক যে সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করেন, তন্মধ্যে চোল পূর্ব্বপতয়ম নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তৎকালে বীর চোলন রাজা দাক্ষিণাত্যের অন্তঃপাতী ত্রিশিরপল্লিতে গমন করিয়া শালবাহনকে বধ করেন; তখন তৎসংক্রান্ত কতকগুলি লোক দুর্গ হইতে নির্গত হইয়া সমুদ্রতটে গমন পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিল *। অন্য একখানি গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা আছে যে, পূর্ব্বে পঞ্চবিধ শিল্পী রাজ অত্যাচারে পীড়িত হইয়া সমুদ্রপোত আরোহণ পূর্ব্বক চীনদেশে পলায়ন করে। †

পূর্ব্বকালে হিন্দুরা যে স্থলপথে ও জলপথে দূরদেশ যাত্রা করিতেন গ্রীক্, রোমীয় ও অন্যান্য দেশীয় গ্রন্থ-কর্ত্তাদিগের পুস্তকেও তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জোনরস ‡ নামক গ্রন্থকর্ত্তা কহিয়াছেন যে, ন্যূনাধিক ২৫২০ বৎসর পূর্ব্বে কয়কযুস্ ¶ নামক মীডিয়া রাজ্যাধিপতির সহিত আসীরিয়ার লোকের অসৌহৃদ্য উপস্থিত হইলে হিন্দুরাজা তাঁহাদের মাধ্যস্থ

---

* *A. S. Journal. Vol. 7. p. 376.*

† *Ibid. p. 411.*

‡ *Zonaras.*

¶ (Cyaxares) খৃষ্টাব্দের ছয় শত পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এবং তদনুসারে এক্ষণকার ২৫২৫ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার রাজ্যাভিষেক হয়।

স্বীকার করিয়া মীডিয়ার রাজাকে পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং অন্য এক হিন্দুরাজা তাহার কিঞ্চিৎকাল পরে কয়থুসরৌ * নামক পারসীক সম্রাটের নিকটে কতিপয় দূত ও তাঁহার ব্যয়ার্থে কতকগুলি মুদ্রা প্রেরণ করিয়াছিলেন †।

এইরূপ লিপি আছে যে, ন্যূনাধিক ২৩৮০ বৎসর পূর্ব্বে যখন জর্কসেস্ নামক পারসীক সম্রাট গ্রীসরাজ্য আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তখন হিন্দু সৈন্যেরা কার্পাসবস্ত্র পরিধান ও ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছিল ‡। যৎকালে গ্রীক্ সম্রাট আলেগ্জাণ্ডরের সহিত পারসীক রাজা দরায়ুযের যুদ্ধ হয়, তখন হিন্দু যোদ্ধারা তাঁহার সৈন্য ছিল ¶। এক হিন্দু রাজা ** সিরিয়া রাজ্যের আন্তিয়োকস্ §

---

* *Cyrus.*

† *Universal History from the earliest account of time. London. 1748. A. D. Vol. XX. chapt. 31. p. 89.*

‡ *Herodotus translated by Cary. London. 1848. p. 434.*
কার্পাস বস্ত্র পরিধান ও ধনুর্ব্বাণ ধারণ ভারতবর্ষীয় লোকের লক্ষণ বটে।

¶ *Arrian's History of Alexander's expedition by Rooke. Book 3rd-chapt. 11th and 13th.*

** তাঁহার নাম (Amitrochates) অমিট্রচেটিস বলিয়া লিখিত আছে। এ শব্দ অমিত্রজিতের অপভ্রংশ হইতে পারে; পুরাণে রাজা বিশেষের এরূপ নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

§ *Antiochus.*

নামক রাজাকে কিঞ্চিৎ মিস্ট সুরা, কতকগুলি শুষ্ক উডুম্বর ও এক গ্রীক্ পণ্ডিত পাঠাইতে লিখিয়াছিলেন। আন্তিয়োকস্‌ও তাহার এইরূপ প্রত্যুত্তর লেখেন যে, "আমি যথেষ্ট সুরা ও উডুম্বর পাঠাইতে পারি, কিন্তু গ্রীক্ পণ্ডিত বিক্রয় করিবার বিধি নাই * ।"

সীরিয়া দেশের অন্তঃপাতী হায়েরপোলিস নগরে এক দেবীপ্রতিমা ছিল; হিন্দুরা তাঁহাকে নানাবিধ [illegible]র প্রদান করিতেন। তত্রত্য দেব-মূর্ত্তি সমুদায়ের আকৃতির বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে হিন্দুদিগের উপহার প্রদান কখনই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। ঐ দেবীর সন্নিধানে এক দেব ও এক দেবীর প্রতিমূর্ত্তি ছিল, তন্মধ্যে দেব বৃষারূঢ় ও দেবী সিংহবাহিনী † ।

এ প্রকার লিখিত আছে যে, খৃস্টাব্দ আরম্ভের পূর্ব্বে কতকগুলি হিন্দু স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর্ম্মানি দেশে গিয়া বসতি করেন ও তথায় পিত্তলময় দেব প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করেন। তত্রত্য খৃষ্টানদিগের সহিত তাঁহাদের ঘোরতর সংগ্রাম হয়। পরিশেষে তাঁহারাই পরাস্ত হন; দুই পক্ষের ১০৩৯ জন রণভূমিতে প্রাণত্যাগ করে,

---

* *Atheneus, cited in the Universal History Vol. XX. chapt. 31. p. 100.*

† *Lucian cited in the Universal History Vol. II. p 284.*

তাহাদের সমাধিস্তম্ভে ত্রিবিধ অক্ষরে এই যুদ্ধের তাৎপর্য্যার্থ লিখিত হয়, খৃষ্টানেরা হিন্দুদের দেবালয় সমুদায় ভগ্ন করিয়া ভূমিসাৎ করে, ছয় জন ব্রাহ্মণ তাহা নিবারণ করিতে গিয়া সেই স্থানেই হত হয়, সেণ্ট্ গ্রিগরি নামক ধর্ম্মাধ্যক্ষ এইরূপ বল প্রকাশ করিয়া এক দিবসে আবালবৃদ্ধ ৫০৫০ পুরুষকে খৃস্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, এবং কতকগুলি ব্রাহ্মণ সপরিবারে স্বধর্ম্মরক্ষার্থ প্রতিজ্ঞারূঢ় হওয়ায় তথাকার এক রাজা তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া মস্তকমুণ্ডন করিয়া দেন *।

পাণ্ড্য রাজ্যের এক রাজা রোম সম্রাট আগস্টসের সহিত মিত্রতা সম্পাদনার্থ দুইবার দূত প্রেরণ করেন। ১৯২৬ বৎসর পূর্ব্বে প্রথমকার দূতেরা স্পেইনদেশে উপনীত হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করে এবং তাহার ছয় বৎসর পরে দ্বিতীয়বারের দূতেরা সেমস দ্বীপে † গিয়া তাঁহার দর্শন পায়। পথে আসিতে আসিতে তাহাদের কয়েকজন পরলোক প্রাপ্ত হয়। সীরিয়া দেশের অন্তঃপাতী দমিস্ক ‡ নগরবাসী নিকোলস নামক সুপণ্ডিত ইতিহাসবেত্তা তাহাদের তিন জনের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, হিন্দুরাজা দূতগণের

* *Jourual of the Asiatic Society of Bengal. Vol. V. p. 331—339.*

† *Samos.*

‡ *Damascus.*

সমভিব্যাহারে গ্রীক ভাষায় লিখিত এক পত্র প্রেরণ করেন; তাহার এই প্রকার মর্ম্ম, যথা—"আমি ছয় শত রাজার অধীশ্বর, আপনার সহিত সখ্যস্থাপন আমার পরম প্রার্থনীয়; আমি সর্ব্বপ্রকার যুক্তিসিদ্ধ বিষয়ে যথাসাধ্য আপনার কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি।" আটজন হিন্দু ভৃত্য গাত্রে গন্ধদ্রব্য লেপন করিয়া মহারাজ আগষ্টসের নিকট উপহার দ্রব্য উপস্থিত করিল। ঐ সমস্ত অসামান্য সামগ্রীর বিবরণ মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ জরায়ুজ সর্প, ও দশ হস্তাধিক দীর্ঘ এক অণ্ডজ সর্প, অন্যূন তিন হস্ত দীর্ঘ এক নদী-জাত কচ্ছপ, এবং গৃধ্র অপেক্ষা বৃহৎ এক তিত্তির পক্ষীর উল্লেখ আছে। দূতগণের মধ্যে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি এথেন্স নগরে অগ্নি-মৃত্যু স্বীকার করিয়া পরলোক যাত্রা করেন। তাঁহার সমাধি স্থানে এই প্রকার শিল্প লিপি ছিল, যে "বার্গোসাবাসী জর্ম্ম-নোচাগস * নামক হিন্দু এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন; তিনি স্বদেশীয় লোকের রীত্যনুসারে স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিয়াছেন †।"

---

* এই ব্রাহ্মণের নাম (Zarmanochagas) জর্ম্মণোচাগস বলিয়া লিখিত আছে। ইহা শর্ম্মণাচার্য্য বা তদনুরূপ কোন শব্দের অপভ্রংশ হইতে পারে।

† *Strabo cited in the Universal History vol. xx. p. 101. 102. Journal of the R.A. Society. No. VI. p. 200.*

এই শেষোক্ত বৃত্তান্ত ও পূর্ব্বোক্ত আন্তিয়োকসের নিকট গ্রীক্ পণ্ডিত আনয়নার্থ পত্র প্রেরণ ইত্যাদি ভূরি ভূরি কারণে এরূপ প্রতীতি হয় যে, পূর্ব্বতন হিন্দুরা গ্রীক্ ভাষা শিক্ষা করিতেন।

ট্রেজন*নামক রোমীয় সম্রাট্ নানা দেশ জয় করিলে, হিন্দুরাজারা তদ্বিষয়ে অভিনন্দন প্রদানার্থ তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন †। অরিলিয়ন্ ‡ নামক রোমীয় সম্রাট তাতমোর ¶ দেশ জয় করিলে হিন্দুরা তাঁহার নিকট রাজদূত ও বহুমূল্য উপহার দ্রব্য প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং যৎকালে তিনি মহা আড়ম্বর সহকারে পরম শোভাকর বিজয়োৎসাহ-সজ্জা করিয়া রাজধানী প্রবেশ করেন, তখন হিন্দুরা আনন্দোৎসাহ প্রকাশার্থ তথায় উপস্থিত ছিলেন §।

এরূপ আভাস পাওয়া যায় যে, ভারতবর্ষের দুইজন মণ্ডলেশ্বর ডায়োক্লীসিয়ন ও মেক্সিমিয়ন ** নামক রোমীয় ভূপালদিগের আশ্রয় লইয়াছিলেন ; †† এবং এ

---

* *Trajan.*

† *Universal History vol.* XX. *p. 104.*

‡ *Aurelian.*

¶ *Tadmor or Palmyra.*

§ *Vopiscus cited in the Universal History Vol.* XX. *p. 104. 105.*

** *Dioxlesian and Maximion.*

†† *Universal History, vol.* XX. *p. 105.*

প্রকার প্রামাণিক ইতিহাস আছে যে, সিংহলের রাজা ক্লাডিয়স নামক রোমীয় চক্রবর্ত্তীর নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। যে সকল ভূপাল কনষ্টাণ্টইন * নামক রোমীয় রাজ্যেশ্বরের সহিত মিত্রতা সম্পাদনার্থ তাঁহার সমীপে রাজদূত সহকারে বহুমুল্য উপঢৌকন দ্রব্য প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে হিন্দু রাজারাও ছিলেন। তদ্ভিন্ন এ প্রকার আর এক লিপি আছে যে, কোন ভারতবর্ষীয় রাজা তাঁহাকে বিস্তর আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য সামগ্রী উপহার দিয়াছিলেন †। তদ্ব্যতিরেকে অনেকে জ্ঞাত থাকিতে পারেন যে, ভারতবর্ষীয় ভূপতিসকল এণ্টনাইনস পায়স, থিয়োডোসিয়স, হিরাক্লাইয়স ও জষ্টিনিয়ন ‡ নামক রোমীয় সম্রাটদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন ¶, এবং খৃস্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে ভারতবর্ষীয় ফলিত জ্যোতিষবেত্তা পণ্ডিতেরা রোম নগরে অবস্থিতি করিয়া ফলাফল গণনার্থ নিযুক্ত থাকিতেন §।

এইরূপ বিক্রমাদিত্য সম্বতের প্রথম শতাব্দী অবধি ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দুরা যে রোম রাজ্যে গমনাগমন করিতেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রামাণিক ইতিহাস প্রাপ্ত

---

* *Constantine.*

† *Universal History. vol.* XX. *p.* 105.

‡ *Antoninus Pius, Theodosius, Heraclius, Justinian.*

¶ *Universal History. vol.* XX. *p.* 104 *and* 107.

§ *Juvenal's Satire Sat.* 6.

হওয়া যাইতেছে। তদ্ভিন্ন২১০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে আফ্রিকা-খণ্ডে কার্থেজ দেশে তাঁহাদের যাতায়াত ও তদ্দেশীয় লোকের সহিত তাঁহাদের বাণিজ্য-ব্যবসায় প্রচলিত থাকিবার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। খৃস্টাব্দের ২৫২ বৎসর পূর্ব্বে সিসিলি দ্বীপে রোমীয় সেনাপতি মেটেলস সিলর * ও কার্থেজীয় সেনাপতি অসড্রুবাল † উভয়ে ঘোরতর সংগ্রাম হইলে কার্থেজীয় লোকের বিস্তর ক্ষতি হয়, এবং তন্মধ্যে তাহাদের কতকগুলি ভারতবর্ষীয় হস্তী ও হিন্দু হস্তিপ মৃত ও ধৃত হয়। অতএব হিন্দু মাহুতেরা যে আফ্রিকা ও ইউরোপ খণ্ডে গিয়া অবস্থিতি করিত তাহার সন্দেহ নাই ‡। পরে প্লীনি নামক রোমীয় পণ্ডিত স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, কার্থেজীয়

---

* *Metelus Celer.*

† *Asdrubal.*

‡ এইরূপ বর্ণনা আছে, যে কার্থেজীয় লোকেরা যুদ্ধকালে হস্তিপৃষ্ঠে কাষ্ঠময় আমারি স্থাপন করিত, এবং প্রত্যেক হস্তীর উপরে ২২ জন করিয়া যোদ্ধা ও এক এক জন হিন্দু হস্তিপ উপবিষ্ট থাকিত। হিন্দুরা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সজ্জা করিয়া বিপক্ষদলের ভয়োৎপাদন করিত, এবং যৎপরোনাস্তি উগ্রভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অত্যন্ত নৈপুণ্য প্রকাশ পূর্ব্বক স্বকর্ম্ম সমাধা করিত। ন্যূনাধিক ২০৬৫ বৎসর পূর্ব্বে অন্তিয়োকস্ ইউপেটর (Antiochus Eupator) নামে সীরিয়া দেশের এক রাজা য়িহুদিদিগের সহিত সংগ্রামকালে আমারি সম্বলিত কতকগুলি ভারতবর্ষীয় হস্তী লইয়া গিয়াছিলেন, প্রত্যেক হস্তীতে ৩২ জন করিয়া যোদ্ধা ও এক জন হিন্দু হস্তিপ ছিল। অনেকে অনুমান করেন, যে লাটিন ভাষায় হস্তীর বারস, বারিটস প্রভৃতি যে সকল তদনুরূপ নাম আছে, তাহা সংস্কৃত বারণ শব্দের অপভ্রংশ হইতে পারে। *Universal History. Vol. Xvii. p. 551 and 552.*

লোকেরা ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যযোগে ভূরি ভূরি অমূল্য পদ্মরাগ মণি প্রাপ্ত হইতেন *।

এ বিষয়ে আর এক পরমাশ্চর্য্য ইতিহাস আছে। খৃষ্টাব্দের ৬০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ এক্ষণকার ১৯৬০ বৎসর পূর্ব্বে কতকগুলি হিন্দু বণিক্ সমুদ্র যান আরোহণ পূর্ব্বক ইউরোপ খণ্ডের অন্তঃপাতী জর্ম্মণীয় সাগরে উপস্থিত হয়, এবং তথায় ভগ্নতরণি হইয়া জর্ম্মণি দেশে সমুদ্রতটে উপনীত হয়, ও স্বয়েবিয়া দেশের রাজা তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া রোমীয় রাজপ্রতিনিধিকে প্রদান করেন। ভূমণ্ডলের অন্য কোন প্রাচীন জাতীয় লোক পোতারূঢ় হইয়া এরূপ দীর্ঘ পথ গমন করে নাই। ফিনিসিয়ার জগদ্বিখ্যাত দুঃসাহসিক পোত-বণিকেরাও স্বদেশ হইতে এ প্রকার দূরতর দেশ গমন করে নাই। এই পরম প্রয়োজনীয় ইতিহাসের প্রামাণ্য বিষয়ে এপর্য্যন্ত কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই। অতএব তাঁহাদের উত্তমাশা অন্তরীপ বা উত্তর মহাসাগর গমন পূর্ব্বক রুষ তাতার বেষ্টন করিয়া তথায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভাবিত কি না, এবং এই সকল মহাসাহসিক হিন্দু বণিকেরা ভুবনবিখ্যাত কলম্বস্ ও বাস্কডিগামার ন্যায় অতুল যশোভাজন হইতে পারেন কিনা, তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন †।

---

* *Universel History. vol. xvii p. 529 and Note. y.*

† এই অদ্ভুত ব্যাপার ভারতবর্ষীয় লোকের সমুদ্র যাত্রা ও বাণিজ্যোৎ-

কর্ণেল উইলফোর্ড এই সমুদায় প্রমাণের অনেক ভাগ ও অন্যান্য প্রমাণও সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি যে বহু অধ্যয়ন ও ভূরি দর্শন করিয়া বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। অতএব যখন পূর্ব্বোক্ত প্রমাণগুলির সমূলত্ব স্থাপিত হইল, তখন অবশিষ্ট কয়েকটিও পশ্চাদুদ্ধৃত হইল। খৃষ্টাব্দের তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতবর্ষীয় বিস্তর লোক

সাহ বিষয়ে পরম প্রয়োজনীয়, অতএব ইংরেজী গ্রন্থ হইতে তদ্বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

Pliny the elder relates the fact, after Cornelius Nepos, who, in his account of a voyage to the North, says, that in the consulship of Quintus Metellus Celer, and Lucius Afranius (A U. C. 694, before Christ 60), certain Indians, who had embarked on a commercial voyage, were cast away on the coast of Germany, and given as a present, by the king of Seuvians to Metellus, who was at that time proconsular governor of Gaul. "Cornelius Nepos de septentrionali circuitu tradit, Quinto Metello Celari, Lucii Afranii in consulatu collegæ, sed tum galliæ proconsuli, Indos a rege Suevorum dono datos, qui ex India comercii causa navigantes, tempestatibus essent in Germanium Abrepti' Pliny. lib. ii,s, 67. The work of Cornelius Nepos has not come down to us; and Pliny, as it seems, has abridged too much. The whole tract would have furnished a considerable event in the history of navigation. At present we are left to conjecture, whether the Indian adventurers sailed round the cape of Good Hope, through the Atlantic Ocean, and thence into the Northern seas; or whether they made a voyage still, more extraordinary passing the island of Japan, the coast of Siberia, Kamschatska, Zembla in the Frozen Ocean, and thence round Lapland and Norway, either into the Baltic or German Ocean.—*Tacitus translated by Murphy. Philadelphia. 1836. p. 606 Note 2.*

মিশর রাজ্যের রাজধানীতে * গিয়া অবস্থিতি করিত। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে সেবেরস † নামে এক বিদ্যা-বিশারদ রোমীয় পণ্ডিত পূর্ব্বোক্ত স্থানে স্বকীয় গৃহে বহুতর ব্রাহ্মণের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, ও তাঁহা-দিগের প্রতি যথেষ্ট সৌজন্য ও সম্মান প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। তণ্ডুল ও খর্জ্জুর তাঁহাদের খাদ্য ও জলমাত্র তাঁহাদের পানীয় ছিল। তাঁহাদের ব্যবহার বিষয়ে এই রূপ এক পরম কৌতুকজনক আখ্যান আছে যে, তাঁহারা নগরের পরম শোভাকর অট্টালিকাদি দর্শনার্থ প্রার্থিত হইয়াও তাহা দৃষ্টি করেন নাই ‡। নোনস নামে এক মিসর দেশীয় কবি ¶ স্বকৃত কাব্য মধ্যে কথা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রায় বহু অভ্যাস আছে, এবং স্থলযুদ্ধ অপেক্ষা সামুদ্রিক যুদ্ধে তাঁহাদের অতিশয় বিক্রম বৃদ্ধি হয়। বিদ্যাবিশারদ সুবিচক্ষণ উইলসন্ সাহেবও এই বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন যে, খৃস্টাব্দের প্রথম ভাগে আরবি ও হিন্দু নাবিকদিগের পোত দ্বারা মিসর দেশের

* আলেগ্জাণ্ড্রিয়া নগরে।

† *Severus.*

‡ *Ptolemy & Damascius cited in the Asiatic Researches vol. X, p. 111 and 113.*

¶ ইনি খৃষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

সহিত ভারতবর্ষের অত্যন্ত যোগাযোগ ছিল, তাহার সংশয় নাই *। আর অতি পূর্ব্বকালাবধি হিন্দুরা যে আফ্রিকাখণ্ডের পূর্ব্বাংশে জোকতরদিউ অর্থাৎ সুখ-তরদ্বীপে বাস করিয়া আছে, তাহা অনেকেই বিদিত আছেন। এ প্রকার লিপি আছে যে ২০৮৯ বৎসর পূর্ব্বে এক হিন্দু হস্তিপ বৃহৎ ফ্রিজিয়ার † প্রান্তবর্ত্তী কোন নদীতে পতিত হইয়াছিল, এ প্রযুক্ত সেই নদীর হিন্দু নাম হয়। তাহার কিছুকাল পূর্ব্বে গ্রীশ দেশে সচরাচর হিন্দু দাস দাসী প্রাপ্ত হওয়া যাইত। কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণসাগরের মধ্যবর্ত্তী কলচিস দেশে অদ্যাপি হিন্দু-দিগের বাস আছে। আর হেসিচিয়স্ নামে এক গ্রন্থকর্ত্তা লেখেন যে, থ্রেস দেশের সিন্ধি নামক লোকেরা ভারতবর্ষ হইতে গমন করিয়া তথায় বাস করে ‡।

ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রাধ্যাপনার্থ হিন্দু পণ্ডিতেরা যে আরবি ভূপালদিগের সভায় গমন করিয়াছিলেন, ও তথায় অবস্থিতি করিয়া উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার স্পষ্ট ইতিহাস আছে ¶। সেই পূর্ব্ব রীত্যনুসারে

---

* *Asiatic Researches, vol.* XVII. *p. 619 and 620.*

† *In Asia minor.*

‡ *Several Greek authors cited in the A. Researches. vol.* X. *p. 107.*

¶ এক প্রধান ফরাসি গণিতবেত্তার মতে ইউরোপীয় লোকেরা আরবীদিগেরও পূর্ব্বে হিন্দুদিগের দশগুণোত্তর সংখ্যার রীতি অবগত ছিলেন। Humboldt's Cosmos by Sabine, 1848. p, 226.

অদ্যাপি অনেকানেক হিন্দু ভ্রমণোৎসাহ পরবশ হইয়া দেশদেশান্তর গমন করেন। কিঞ্চিদূন দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাণপুরী নামক ঊর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসী পূর্ব্ব ও দক্ষিণে মালয় দেশে ও সিংহলদ্বীপে এবং পশ্চিম ও উত্তর দিকে হিংলাজ, পারসীক, খরক দ্বীপ, আরব, তুর্কী, বোখারা, রুষ তাতারের অন্তঃপাতী অস্ত্রাকান, ও ইউরোপীয় রুষিয়ার অন্তঃপাতী মস্কো নগর পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়াছিলেন এবং তিনি বলিয়া গিয়াছেন, যে বসোরা নগরে গোবিন্দরাও ও কল্যাণরাও নামক দুই বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপিত আছে, এবং বসোরা, মস্কট, খরক, বোখারা ও অস্ত্রাকানে বিস্তর হিন্দুবসতি আছে *। এইরূপ এক্ষণকার পর্য্যটকদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে, অদ্যাপি ভারতবর্ষের বহির্ভূত পারসীক আরব প্রভৃতি বহুতর দূরদেশে হিন্দুদিগের গমনাগমন ও বসবাস আছে †। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশীয় বণিক্ ও নাবিকেরা যে সমুদ্রপথে যাতায়াত করে, তাহা সর্ব্বসাধারণেই বিশিষ্টরূপ জ্ঞাত আছেন। আর আমেরিক্কা খণ্ডের অন্তঃপাতী পিরুবিয়াদেশীয় রাজারা যে আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া থাকেন, এবং তাহাদের

---

* *Asiatic Researhces. vol. V.*

† *Ibid 1c8 & 111.*

এক প্রধান ধর্ম্মোৎসব যে রমসিতোয়া নামে প্রসিদ্ধ আছে *, ও কিছুদিন পূর্ব্বে, আমেরিকাখণ্ডে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার দ্বারা তত্রত্য লোকদিগের সৌভাগ্য ও সভ্যতা সঞ্চার বিষয়ে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল †, যদিও এ সমুদায়ের সুচারু মীমাংসা করা দুঃসাধ্য,তথাপি তাহাও বিবেচনার যোগ্য বলিতে হইবে। ফলতঃ ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা যে স্বধর্ম্ম প্রচারার্থ ও হিন্দুদিগের অত্যাচারে সিংহল, চীন, ভোট, তাতার প্রভৃতি নানা-দেশে গমন ও বাস করিয়াছিল, তাহার বাস্তব ইতি-হাসই আছে; ও এক্ষণে আসিয়াখণ্ডের বহু ভাগেই তাহাদের বসতি আছে, কিন্তু তাহার বিবরণ করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে।

গ্রীক ও লাটিন ভাষায় লিখিত যাবৎ গ্রন্থে হিন্দু-দিগের বিদেশ যাত্রার প্রসঙ্গ আছে, তাহাতে কেবল ভারতবর্ষীয় লোক বলিয়া তাঁহাদের নাম লিখিত আছে; তাহারা হিন্দু কি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী তাহার নিরূপণ নাই, কিন্তু যে যে স্থানে তদ্বিষয় বর্ণনার অনুষঙ্গে অন্যান্য কথার উল্লেখ আছে, তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। মিডিয়া রাজ্যাধিপতি কয়কয়ুসের সময়ে ও তৎপূর্ব্বে যে সকল ভারতবর্ষীয় লোক মীডিয়া ও

---

* *Ibid vol. 1. p.* V.

† *Journal of the American Oriental society vol 1. p. 333.*

পারসীক দেশে যাতায়াত করিত, তাহারা অবশ্যই হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, কারণ তখন সুনির্দ্দিষ্ট বৌদ্ধ ধর্ম্মের সৃষ্টি হয় নাই। পারসীক সম্রাট জর্কসেসের সময়ে তাঁহার সৈন্য স্বরূপ হইয়া যে সকল হিন্দুর গ্রীস রাজ্যে গমন করিবার প্রসঙ্গ আছে, তাহাদিগকেও বৌদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না; কারণ তৎকালেও বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিশেষ প্রচার হয় নাই। তৎকালে যে সকল পঞ্জাব দেশীয় লোক আলেগ্‌জাণ্ডরের সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছিল, তাহাদিগকেও হিন্দু বলিয়া বোধ হয়, কারণ তাঁহার অমাত্যেরা যে সমস্ত পঞ্জাবী উদাসীনের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা, বার্ত্তা, ভাব, ভঙ্গিতে হিন্দু ধর্ম্মেরই চিহ্ন প্রকাশ পায়, এবং তৎকালে হিন্দু ধর্ম্ম প্রবল থাকাই সম্ভব *। বিশেষতঃ যে উদাসীন তাঁহার সঙ্গে যাইতে যাইতে পারসীক দেশে অগ্নিমৃত্যু স্বীকার করেন, তিনি অবশ্যই হিন্দু ছিলেন, কারণ হিন্দু শাস্ত্রেই অগ্নিমৃত্যুর ব্যবস্থা আছে। তদনুসারে যে ব্রাহ্মণ এথেন্স নগরে চিতারোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন, তিনি এবং বোধ হয় তাঁহার সমভিব্যাহারী অন্যান্য দূতেরাও হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। যাহারা সীরিয়া দেশস্থ দেবী-প্রতিমা সন্নিধানে উপহার প্রদানার্থ গমন করিত ও যাহারা আর্ম্মানিদেশে

---

* *Elphinstone's India vol. 1. Greek Accounts of India. Journal Asiatique, 4th Series Tom 8. p. 287.*

বাস করিয়া দেবপ্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহারা নিশ্চয়ই হিন্দু। যাহা হউক, পূর্ব্বকালীন হিন্দুদিগের বিদেশযাত্রা বিষয়ে যে সকল উদাহরণ প্রদান করা গেল, তাহার অধিকাংশই যে প্রামাণিক তাহার সন্দেহ নাই; এবং হিন্দুশাস্ত্রের সহিত এই সমস্ত ইতিহাসের ঐক্য করিয়া ইহা নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইল যে, পূর্ব্বকালে অপ্রতিহতচিত্ত মহোৎসাহী হিন্দুরা স্থলপথে ও জলপথে ভারতবর্ষের বহির্ভূত নানাদেশে গমনাগমন করিতেন ও তথায় বহুকাল প্রবাসী থাকিতেন।

যখন হিন্দুরা সমুদ্র-যাত্রী ও সামুদ্রিক বণিক্ ছিল, তখন তাহারা পোত-নির্ম্মাতা কারুকরও ছিল তাহার সংশয় নাই। নিষ্পাদ যানোদ্দেশ গ্রন্থে নানাবিধ নৌকা-নির্ম্মাণ, তদীয় লক্ষণ, ও গুণাদির যে সবিস্তর বিবরণ আছে, তন্মধ্যে সমুদ্র যানেরও নির্দ্দেশ আছে। তৎপাঠে প্রতীতি হয় যে, উক্ত গ্রন্থ রচনার পূর্ব্বেও ভোজ ও অন্যান্য মুনিপ্রণীত বলিয়া তদ্বিষয়ক অনেকানেক গ্রন্থ প্রচলিত ছিল *। চতুরঙ্গ ক্রীড়াতে নৌকাবলের প্রয়োগ দেখিয়া অবশ্যই এরূপ অনুমান হইতে পারে যে, পূর্ব্বে হিন্দুদিগের নৌকাবল ছিল, এবং সট্রেবো স্পষ্টই লিখিয়াছেন হিন্দুরা যুদ্ধার্থ পোতবল ব্যবহার

* শব্দকল্পদ্রুমের নৌকাশব্দ দৃষ্টি করিবেন।

করিয়া থাকে *। ইহা নিতান্ত সম্ভব যে, হিন্দু শিল্প-কারেরাই ঐ সমস্ত পোত নির্ম্মাণ করিত, এবং বিশেষতঃ যৎকালে গ্রীক জাতীয় মিগাস্থেনিস তদ্দেশীয় এক জন ভূপতির দৌত্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় আগমন করিয়াছিলেন, তখন সমুদ্র-যান-নির্ম্মাণ জাতিবিশেষের নিরূপিত বৃত্তি ছিল †। রামায়ণেও নৌযুদ্ধের আভাস পাওয়া যায় ‡। মনুসংহিতাতেও রাজাদিগের জলযুদ্ধ করিবার বিধি আছে ¶।

---

* *Elphinstone's India vol. 1. p, 459.*

† *Arrian's History of India, chap. 12th.*

‡ তিষ্ঠন্তু সর্ব্বদাশাশ্চ গঙ্গামন্বাশ্রিতা নদীম্
বলযুক্তা নদীরক্ষা মাংস-মূল-ফলাশনাঃ ॥
নাবাং শতানাং পঞ্চানাং কৈবর্ত্তানাং শতং শতম্
সন্নদ্ধানাং তথা যূনাস্তিষ্ঠন্বিত্যভ্যচোদয়ৎ ॥
যদা তুষ্টস্তু ভরতো রামস্যেহ ভবিষ্যতি।
ইয়ং স্বস্তিমতী সেনা গঙ্গামদ্য তরিষ্যতি ॥

বাল্মীকি রামায়ণ-অযোধ্যাকাণ্ড-৮৪সর্গ-ও ৭৮র শ্লোক।

বলবান্ দাসেরা মাংস ও ফল মূল লইয়া ভরতের নদী পার হইবার পথে বিঘ্ন আচরণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া থাকুক। বহুসংখ্য কৈবর্ত্তযুবা পাঁচ শত নৌকায় আরোহণ করিয়া স্থিতি করুক। যদি ভরত রামসংক্রান্ত কোন অসৎ সংকল্প সাধনের অভিসন্ধি করিয়া না থাকেন, তাহা হইলে ইহাঁর সৈন্য অদ্য নির্ব্বিঘ্নে গঙ্গা পার হইতে পারিবে। উননব্বই স্বর্গে পতাকা ও ক্ষেপণীযুক্ত স্বস্তিকা নামক সুদৃঢ় নৌকা সকলের উল্লেখ আছে।

¶ স্যন্দনাশ্বৈঃ সমে যুধ্যেদনূপে নৌদ্বিপৈস্তথা।
বৃক্ষগুল্মাবৃতে চাপৈরসিচর্ম্মায়ুধৈঃ স্থলে ॥

মনু-৭-১৯২

সমান স্থলে অশ্বরথে, জলমধ্যে নৌকা অথবা হস্তী দ্বারা, বৃক্ষলতাদিবৃত স্থলে ধনুর্ব্বাণে, গর্ত্ত কণ্টক পাষাণাদি রহিত স্থলে, সঙ্গকালকুন্তাদি দ্বারা (রাজা) যুদ্ধ করিবেন।

সাতষট্টি বৎসর পূর্ব্বে জন্ এডাই* সাহেব ইদানীন্তন দাক্ষিণাত্য ও সৈংহল পোত সমুদায়ের যেরূপ বিবরণ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সুবিচক্ষণ মাল্কোম সাহেব † লিখিয়াছেন যে, ঐ সকল সমুদ্র যান এবং তদীয় প্রয়োজন সাধারণের সম্যক্‌রূপ উপযোগী; ইউরোপীয় শিল্পকারেরা এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই উন্নতি করিতে পারেন নাই, আর অতি পূর্ব্বকালেও হিন্দুদিগের পোত নির্ম্মাণ বিদ্যা এইরূপই ছিল ‡।

সর্ব্বসাধারণ লোকের এই প্রকার হৃদয়ঙ্গম আছে যে, হিন্দুরা চিরকালই বিদেশযাত্রাবিমুখ; তাহারা স্থলপথে বা জলপথে কখনই কোন দেশে গমন করে নাই। এই কুসংস্কারের নিরাকরণার্থ এ বিষয়ের সবিস্তর বিবরণ করা হইল, এবং হিন্দুরা যে চীনরাজ্যাদি পূর্ব্ব প্রদেশীয় লোকের সহিত বাণিজ্যাদি করিবার জন্য তত্তৎ স্থানে গমন করিত, তাহারও কতক প্রমাণ ফা-হিয়নের ভ্রমণ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা গিয়াছে।

---

* *John Edye.*

† *John Malcolm.*

‡ Many of the vessels of which he give us an account, illustrated by correct drawings of their construction, are so admirably adapted to the purpose for which they are required, that notwithstanding their superior science, Europeans have been unable, during an intercourse with India of two centuries, to suggest, or at least to bring into successful practice one improvement.

Journal of the Royal Asiatic Society No. 1st art 1st.

যখন খৃষ্টাব্দ আরম্ভের ছয় শত বৎসরেরও পূর্ব্বে হিন্দুরা পারস্যাদি পশ্চিম দেশে গমনাগমন করিত, এবং তৎপরেও ঐ সকল দেশে তাহাদের সচরাচর গতায়াত ছিল, তখন ভারতবর্ষীয় বণিক্‌দিগের স্থলপথে পারসীক সমুদ্রের কূলে গিয়া ফিনিসিয়ার লোকদিগকে পণ্য বিক্রয় করা কোন ক্রমে অসঙ্গত বোধ হয় না। বিশেষতঃ কাবুল-স্থান-বাসী হিন্দুদের তথায় গমন করা অত্যল্প আয়াস-সাধ্য। যদিও এত কাল পূর্ব্বে তাহাদের সমুদ্রমার্গে তৎপ্রদেশে যাতায়াত করিবার স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কিন্তু যাহারা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময়ে আট্‌লাণ্টিক বা উত্তর মহাসাগর অতিক্রম করিয়া জর্ম্মণি দেশে উপনীত হইয়াছিল, এবং যাহারা খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বা কিছুকাল পূর্ব্বে আফ্রিকাখণ্ডের পূর্ব্ববর্ত্তী সুখতর দ্বীপে বাস করিয়াছিল ও যাহাদের মন্বাদি সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্রেই সমুদ্র যাত্রার বিধান আছে, তাহাদের বিক্রমাদিত্যের বহু শতাব্দ পূর্ব্বেও পোতারূঢ় হইয়া পারসীক ও আরব রাজ্যে গমন করা কখনই অসম্ভাবিত নহে *। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে,

* আরবি বণিকদিগের সমুদ্র মার্গে ভারতবর্ষে গমনাগমন বিষয়ে আগা-র্চ্চাইডিস নামক গ্রন্থকর্ত্তার প্রমাণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাঁহার গ্রন্থে ইহাও লিখিত আছে যে, অনেকানেক পোত ভারতবর্ষ হইতে আরবরাজ্যে গতায়াত করিত। তৎসমুদায় যে কেবলই আরবি নাবিকদিগের পোত এমন নিশ্চয় করা যায় না, যখন তাহার কিছু কাল পরেই আফ্রিকা খণ্ডের

গ্রীক ও রোমীয় ইতিহাসবেত্তাদিগের পুস্তকে আরবি নাবিকদিগের ভারতবর্ষে আসিবার যেমন সবিশেষ বৃত্তান্ত আছে, হিন্দু পোতবণিক্‌দিগের আরব রাজ্যে সতত গতায়াত করিবার সেরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব তদনুসারে আরবীয় লোকেরা ঐ সকল পুস্তক রচনার পূর্ব্বেও সচরাচর ভারতবর্ষের গুর্জর-সৌরাষ্ট্রাদি পশ্চিম প্রদেশের আপণ সমুদায়ে আগমন পূর্ব্বক পণ্য সামগ্রী সমস্ত ক্রয় করিয়া তাহাদের পশ্চিমোত্তর দেশীয় বণিক্‌দিগকে যে বিক্রয় করিত, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে স্থলপথের বাণিজ্যই প্রবল ছিল; এবং ভারতবর্ষীয় পণ্য সমুদায় কাবুলস্থান ও পারসীক দেশ দিয়া তৎ পশ্চিমে প্রেরিত হইত; বাবিলন দেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য বিবরণ করিবার সময়ে তদ্বিষয় প্রতিপন্ন করা যাইবে।

যে কালে ভারত-ভূমি স্ব-সন্তান স্বরূপ হিন্দু ভূপাল-গণ দ্বারা প্রতিপালিত হইতেন, যে কালে অত্রত্য বীর্য্য-বান্ লোক সকল বহুতর দূরদেশে গমনাগমন করিয়া দুঃসাধ্য কর্ম্ম সমুদায় সম্পন্ন করিতেন, যে কালে হিন্দু বণিকেরা স্বদেশীয় বিপণিসমূহে নানাজাতীয় নানাবর্ণ বিচিত্র পরিচ্ছদধারী বণিকদিগের সহিত নানা ভাষায়

পূর্ব্বাংশে হিন্দুদের বাস করিবার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তখন ঐ সমস্ত সমুদ্র যানের কতক হিন্দুদিগেরও হইতে পারে।

কথোপকথন করিতেন, সে কাল আমাদের পক্ষে কি মহোৎসাহের—কি পরম সৌভাগ্যের কালই ছিল! সে সময়কে কি আমাদের সত্যযুগ বা স্বর্ণযুগ বলা যায় না? তৎকালীন দৃঢ়ব্রত মহাবীর্য্য হিন্দুদিগের সহিত ইদানীন্তন নিরুদ্যম, নিরুৎসাহ, আলস্যপরবশ হিন্দুদিগের তুলনা করিলে আমাদিগকে হিন্দু সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতেও লজ্জা হয়! আমরা এমন নির্ব্বীর্য্য ও এমন ক্ষুদ্রাশয় হইয়াছি যে, সমুদ্র-যাত্রা ও বিদেশ গমন শাস্ত্র-নিষিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। কেবল বিদ্যা প্রচারই এ রোগের একমাত্র ঔষধ। যদিও তমসাচ্ছন্ন ভারতভূমে সময়ে সময়ে বিদ্যুজ্জ্যোতি চমকিত হয়, কিন্তু হায়! পরক্ষণেই কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ মেঘ আসিয়া ভারতকে ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। লোকের "আলো আঁধারি" লাগিয়া যায়।

অতি পূর্ব্বকালে মিসর ও ফিনিসিয়া দেশের সহিত যে ভারতবর্ষের বাহুল্যরূপ বাণিজ্য ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, তাহা পূর্ব্বে একপ্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিম দিকে তদপেক্ষা নিকটবর্ত্তী অনেকানেক দেশ আছে, এবং তাহাতেও কালে কালে ধন-পূর্ণ সুখ-সম্পন্ন প্রধান প্রধান সাম্রাজ্য উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব বহু কালাবধি তত্রত্য বণিকদিগের সহিত ভারতবর্ষীয় লোকের বিশেষতঃ পাশ্চাত্য হিন্দুদিগের যে বাণিজ্য-

ঘটিত সংস্রব ছিল এক্ষণে তাহাই আলোচিত হইবে। গ্রীক ও পারসীক গ্রন্থকর্ত্তাদিগের পুস্তকে সেমিরামি নামে আসিরিয়ার রাজ্ঞী, এবং ফরেদূন্, মনোচহর, রুস্তম্, অফ্রাসিয়াব্, ফরামুর্জ্জ প্রভৃতি পারসীক দেশীয় নরপতি ও বীরগণের ভারতবর্ষ আক্রমণ ও তাহাদিগের সহিত হিন্দু রাজাদিগের যুদ্ধ বিগ্রহ ও জয় পরাজয় ইত্যাদি বহুতর ব্যাপারের বর্ণনা আছে *। এই সমস্ত উপাখ্যান যে কতদূর প্রামাণিক এবং তাহার যথার্থ তাৎপর্য্যার্থই বা কি, তাহা নিরূপণ দুষ্কর; কিন্তু এই সমস্ত পুরা প্রচলিত আখ্যান দ্বারা অন্ততঃ ইহাও সম্ভাবিত বোধ হয় যে, অতি পূর্ব্বে আসীরিয়া ও পারসীক প্রভৃতি পশ্চিম দেশের সহিত ভারতবর্ষের কোন না কোন প্রকারে যোগাযোগ ছিল। বিশেষতঃ ম্লেচ্ছদিগের দ্বারা কাশ্মীর রাজ্যে পুনঃ পুনঃ উপদ্রব ঘটনা, তদ্দেশীয় জনক রাজার পারসীক রাজ্য জয় করণার্থ নিজ পুত্র প্রেরণের আখ্যান †, ও ভারতবর্ষীয় ভূপতি বিশেষের মাদ ‡ ও আসীরিয়ার রাজাদিগের মাধ্যস্থ স্বীকার করিয়া তৎসন্নিধানে দূত প্রেরণ, এবং কয়কায়ুস্ নামক পারসীক মহীপতির ভারতবর্ষীয়

---

* *Rajatrangini traduite et commentee par. M. A. Troyes. Tome II. p. 438—443.*

† *Asiatic Researches. vol. 15th p. 19.*

‡ মীডিয়া।

রাজার নিকট কিছু মুদ্রা প্রার্থনা করিয়া লোক প্রেরণ এই সমস্ত পুরাবৃত্ত পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ের সম্যক্ পোষক বলিতে হইবে।

রাজাদিগের ন্যায় বণিক্‌দিগেরও লোভ অত্যন্ত প্রবল। তাহারা সমধিক ধন লোভে অতিপূর্ব্বেই বন, পর্ব্বত, মরুভূমি ও সমুদ্র তরঙ্গ অতিক্রম করিয়াছিল। পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, মহাভারতীয় সভাপর্ব্বে নানা জাতীয় নৃপতিদিগের মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বিবিধ প্রকার সুভোগ্য সামগ্রী উপহার দিবার যেরূপ সবিশেষ বর্ণনা আছে, তাহাতেই স্পষ্ট বোধ হয়, ঐ বর্ণনার সময়ে এবং তাহারও পূর্ব্বে পশ্চিম ও উত্তর প্রদেশীয় লোকের সহিত হিন্দুদিগের বাণিজ্যঘটিত সংস্রব ছিল।

প্রাচীন আসীরিক, বাবিলনীক ও পারসীক রাজাদিগের রাজত্ব কালে তত্তৎ রাজ্যে, ও তদ্দ্বারা অন্যান্য দেশে, ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য প্রবল থাকিবার বিস্তর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় †। বাবিলন দেশীয় বাণিজ্য উপলক্ষ করিয়া তাহার স্বরূপ ও প্রকার নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

বাবিলন দেশীয় বণিকেরা যে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিল তাহার সন্দেহ নাই। তত্রত্য লোক অত্যন্ত

Xenophon's works. Philadelphia. 1836. p. 33 &c. 46
Journal Asiatique Ive serie Tome VIII. p. 131.

শোভাপ্রিয়, ভোগাসক্ত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিল। তাহাদের যে প্রকার বাহুল্যরূপ বিষয় ভোগের বর্ণনা আছে, তাহা বাণিজ্য ব্যতিরেকে কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না। টিসিয়স্ নামক গ্রীক্ পণ্ডিত লিখিত গ্রন্থ প্রমাণে প্রতীতি হয় যে, তৎকালে ভারতবর্ষের সহিত বিশেষতঃ তন্মধ্যে কাশ্মীর ও তাহার উত্তর ও পশ্চিম পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য দেশীয় লোকের সহিত পারসীক প্রভৃতি পশ্চিম দেশীয় লোকের প্রবল বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। তৎকালে ভুবনবিখ্যাত পরম সুন্দর কাশ্মীরিশাল ও বৈদূর্য্যাদি বিচিত্র বহুমূল্য রত্ন সকল পারসীক ও বাবিলনবাসীদিগের অন্তঃপুরের অতুল ঐশ্বর্য্য ও সুচারু শোভা সম্পাদন করিত। বোধ হয়, ঐ সকল রত্ন দাক্ষিণাত্যের ঘাট পর্ব্বতে ও কাশ্মীরের পূর্ব্বোত্তর পার্শ্বস্থ পর্ব্বত সমুদায়ে উৎপন্ন হইত, এবং তথা হইতে সংগৃহীত হইয়া নানাদেশে প্রেরিত হইত *।

ঐ প্রাচীন পুস্তকে লাক্ষা, কক্কুর, স্বর্ণাদি অন্যান্য বহুবিধ বস্তুবিষয়ক বাণিজ্যেরও প্রসঙ্গ আছে। ভারতবর্ষীয় কুক্কুরের প্রতি পূর্ব্বোক্ত পশ্চিম প্রদেশীয় লোকদিগের সাতিশয় আদর অনুরাগ ছিল। তত্রত্য মৃগয়ানুরাগী ধনাঢ্য লোক-সকল তাহাদিগকে সাতিশয় যত্ন সহকারে পালন করিতেন, এবং বিদেশ যাত্রা কালে সঙ্গে

---

* *Heeren. Babylonians chap. II.*

লইয়া গমন করিতেন। ইস্ফন্দিয়ার * নামক পারসীক সম্রাট্ তাঁহার সুবিখ্যাত যুদ্ধ-যাত্রা কালে বিস্তর ভারতবর্ষীয় কুক্কুর সমভিব্যাহারে লইয়াছিলেন, এবং বাবিলন নগরের কোন ক্ষত্রপা † ভারতবর্ষীয় কক্কুরের ভরণ পোষণার্থ নগর চতুস্টয়ের সমুদায় উপস্বত্ব সমর্পণ করিয়াছিলেন ‡। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ প্রমাণে প্রতীতি হয় যে, কাশ্মীরের পূর্ব্বোত্তর অংশে ঐ সকল কুক্কুর উৎপন্ন হইত এবং বাল্মীকি রামায়ণ ও ন্যূনাধিক ছয় শত বৎসর পূর্ব্বকার এক পর্য্যটকের ¶ লিপি অনুসারে তাহা সম্পূর্ণ প্রামাণিক বোধ হয়। দশরথ তনয় ভরত যৎকালে কেকয় দেশ হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করেন, তখন কেকয়রাজ তাঁহাকে কম্বল, অজিন, কুথ, বহুমূল্য বস্ত্র, রুক্ম, নিষ্কাদি অন্যান্য দ্রব্যের সহিত কতকগুলি হৃষ্ট পুস্ট মহাবল পরাক্রান্ত কুক্কুরও প্রদান করেন। টিসিয়স্ লিখিয়াছেন, তৎ প্রদেশীয় হিন্দুরা পশুপালন করে, তথায় অত্যুৎকৃস্ট হৃস্ট পুষ্ট মেষ জন্মে, ও সুরাগরঞ্জিত পরম সুন্দর পরিধেয় প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই বাক্যের সহিত কেকয়রাজের কম্বল অজিনাদি উপহার প্রদানের সুচারু-

---

* *Xerxes.*

† পূর্ব্বকালে পারসীক সম্রাটেরা স্বীয় রাজ্যের অন্তঃপাতী কোন প্রদেশের শাসনকার্য্যে যাঁহাকে নিযুক্ত করিতেন তাহার নাম ক্ষত্রপা।

‡ *Herodotus 1. 192. and* VII. 187.

¶ *Marco Polo*

রূপ সংগতি হইতেছে। কেকয়দেশ অবশ্যই কাশ্মীরের অনতিদূরবর্ত্তী তাহার সন্দেহ নাই *। অতএব বাল্মীকি রামায়ণে ও টিসিয়সের গ্রন্থে যে সম্পূর্ণ ঐক্য হইতেছে, তাহা পরম কৌতূহলের বিষয় ; এবং তদনুসারে কাশ্মীর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য স্থানের শিল্পজ ও স্বভাবজ বহুতর বস্তু যে বিক্রয়ার্থ পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরিত হইত, এবং তথা হইতে ভূমধ্যসাগরতটে পোতারূঢ় হইয়া আফ্রিকা ও ইউরোপবাসীদিগের ভোগতৃষ্ণা চরিতার্থ করিত, তাহার সন্দেহ নাই। এরূপ লিখন আছে, মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সময়ে গঙ্গাতীরস্থ পাটলিপুত্র † হইতে লাহোর নগর হইয়া পঞ্জাবের পশ্চিমোত্তর ভাগে তক্ষশিলা নগরী পর্য্যন্ত এক সুদীর্ঘ প্রশস্ত পথ ছিল। আলেগজাণ্ডার যেরূপ অবলীলাক্রমে ভারতবর্ষ

---

* রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড অনুসারে ভরতকে অযোধ্যাপুরীতে আনয়ন জন্য প্রেরিত দূতগণ পঞ্চনদের অন্তঃস্থ বাহিকদেশ এবং শতদ্রু ও বিপাশা নদী উত্তীর্ণ হইয়া কৈকয় নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পঞ্জাবের অন্তর্ব্বর্ত্তী বিপাশা নদীর কিয়দ্দূর পশ্চিমে পর্ব্বতময় দেশে কৈকেয়দিগের বসতি ছিল। অযোধ্যাকাণ্ডে ৬৮ অধ্যায়।

রামায়ণেও তথায় গো, অশ্ব, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ থাকিবার প্রমাণ আছে।

অযোধ্যাকাণ্ডে ৭১ অধ্যায়।

† পাটনা। প্রাচীনকালে ইহা একটি প্রধান নগর ও বাণিজ্যস্থল ছিল। কনৌজও একটি প্রাচীন বাণিজ্যস্থান, ইহাতে এক সুপারিরই দোকান ত্রিশ হাজার ছিল।

Tods' Rajasthan Vol. 1. p. 32.

প্রবেশ ও পঞ্জাবদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন *। রামায়ণ ও মহাভারতে হিন্দুদিগের রথারোহণ পুরঃসর দেশবিদেশ গমনাগমনের যেরূপ বাহুল্য বর্ণনা আছে, তাহাতে ঐ প্রসিদ্ধ পথ বহুপূর্ব্বাবধি প্রচলিত থাকা এবং তদ্দ্বারা হিন্দুস্থান ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য দেশীয় পণ্যসামগ্রী সকল কাশ্মীর প্রদেশীয় দ্রব্যজাত সহকারে ভারত বহির্ভূত পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন রাজ্য সমুদায়ে প্রেরিত হওয়া সম্ভাবিত বোধ হয়। ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমা হইতে কাবুলস্থানের অভ্যন্তর ও পারসীক মরুভূমির উত্তরাংশ দিয়া ভূমধ্যস্থ সাগর পর্য্যন্ত যে প্রসিদ্ধ পথ ও তাহার নানা শাখা ছিল, তদ্দ্বারাই ঐ সমুদায় ভারতীয় দ্রব্য সঞ্চালিত হইত।

মনুষ্যের স্বভাব ও চেষ্টা, ভূমি ও অবস্থা বিশেষের উপর নির্ভর করে। পূর্ব্বোক্ত পথে একাকী পর্য্যটন করা কোনক্রমেই সুসাধ্য নহে, মধ্যে মধ্যে উচ্চ পর্ব্বত, দুর্গম অরণ্য ও বিস্তৃত প্রান্তর অতিক্রম করিতে হয়, এবং তৎসমীপবর্ত্তী বর্ব্বর অসভ্য লোকেরা পঙ্গপালের ন্যায় দলে দলে ভ্রমণ করে ও সুযোগ পাইলেই পথিকের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া পলায়ন করে। এই জন্য ও অন্যান্য বিষয়ে পরস্পরের সহায়তার নিমিত্ত

* *Heeren. Indians. chapt,* II.

বণিক্‌দিগের দলবদ্ধ হইয়া যাত্রা করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এ প্রকার সুদীর্ঘ দুর্গম পথে পণ্য সামগ্রী সহ গমন করা অল্প ক্লেশ ও সামান্য সঙ্কটের বিষয় নয়, কিন্তু মনুষ্যের ধন লালসা ও ভোগ তৃষ্ণা সকল প্রতিবন্ধকই নিরাকরণ ও সকল বিপদই অতিক্রম করিতে পারে। বিশেষতঃ তত্তৎ প্রদেশে উষ্ট্র না থাকিলে পণ্য দ্রব্য সহ মরুভূমি ও দুর্গম পথ অতিক্রম পূর্ব্বক দূর দেশ পর্য্যটন, এক প্রকার অসাধ্য হইত*।

বণিক্‌দিগের যুগপৎ যাত্রা ও পশুযান দ্বারা পণ্য বাহন ব্যতিরেকে তাহাদের শ্রম লাঘবের আরও এক উপায় অবধারিত হয়। অতি পূর্ব্বাবধি আসিয়া খণ্ডের দক্ষিণ ভাগে বাবিলনীক পারসীক প্রভৃতি অতি প্রশস্ত সাম্রাজ্য সমুদায় সংস্থাপিত হইয়াছিল, এবং তদীয় ভূপাল সকল স্বাজ্যের সর্ব্বাংশে গতায়াত ও যোগাযোগ সাধনার্থ বহু-ধনসাধিত উত্তমোত্তম রাজমার্গ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দীর্ঘ পথ পর্য্যটন করিতে হইলে স্থানে স্থানে বিশ্রাম-স্থানের প্রয়োজন হয়, তজ্জন্য ঐ সকল পথে বহুকালাবধি

---

* উষ্ট্রেরা ষোড়শ মন ভার গ্রহণ পূর্ব্বক অনশন বা কণ্টক ভোজন করিয়া প্রতিদিন ১০ বা ১৮ ক্রোশ চলিয়া থাকে, কিন্তু এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কোন কোন উষ্ট্র প্রতিদিবস শত ক্রোশের অধিক গমন করিয়াছিল। ইহাদের এরূপ অসামান্য ঘ্রাণ শক্তি আছে যে, দেড় ক্রোশ অন্তর হইতে জলাশয়ের সত্তা উপলব্ধি করিতে পারে।

ভূরি ভূরি পান্থশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যদিও মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারের পর পান্থশালার বিশিষ্টরূপ বাহুল্য হইয়াছে,* কিন্তু বাইবেল পুস্তক ও হিরোডোটসের গ্রন্থ প্রমাণে নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইতেছে যে, অতি পূর্ব্বেও মধ্যে মধ্যে পথিকদিগের নিবাসোপযোগী এই প্রকার অনেকানেক স্থান ছিল †। অতএব দেশ-ব্যবস্থা, ভূমির গুণ ও মনুষ্যের স্বভাব এই তিনের যোগে, আসিয়া খণ্ডের স্থলপথ-বাণিজ্য যেরূপ হওয়া সম্ভব, বাস্তবিক সেইরূপই হইয়াছে।

যে রূপ স্থলপথ দ্বারা ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর ভাগের সহিত পারস্য ও বাবিলন দেশ প্রভৃতির বাণিজ্য ঘটিত সংশ্রব ছিল, সেইরূপ সমুদ্র-পথ দ্বারা দাক্ষিণাত্যের-ও সহিত তত্তৎদেশের যোগাযোগ ছিল। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, ফিনিশিয়া দেশীয় বাণিজ্যোৎসাহী বণিকেরা পারসীক সমুদ্রে আসিয়া বসতি করিয়াছিলেন, এবং তথা হইতে ভারতবর্ষের সহিত বাহুল্যরূপ বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তদ্ভিন্ন হিব্রু ও গ্রীক গ্রন্থকারদিগের‡ লিপিপ্রমাণে নিশ্চয় অবগত হওয়া যাইতেছে যে, বাবিলনীক লোকদিগের সমুদ্র যাত্রা ছিল। তাহারা পারসীক

---

* কারণ কোরাণে পান্থশালা প্রতিষ্ঠার বিধান আছে।

† *Macpherson's annals of commerce. vol. 1st. p. 9. &ca.*

‡ *Isaich. Æschylus, Agatharchides &ca.*

সমুদ্রের বেলাভূমিতে গেরা নামক স্থানে আসিয়া বাস করিয়াছিল। ঐ গেরা ও তৎ সন্নিহিত কতিপয় দ্বীপ তাহাদের গঞ্জ স্বরূপ ছিল, এবং বণিকেরা তথা হইতে দ্রব্য সমুদায় ক্রয় করিয়া বাবিলন নগরে, এবং তথা হইতে অন্যান্য স্থানে প্রেরণ করিত। আলেক্জাণ্ডরের পোতাধ্যক্ষ নিয়ার্কসের লিপি প্রমাণে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, তৎকালে সিংহলোৎপন্ন মুক্তার বিষয় পারস্যাদি দেশে বিশিষ্টরূপ প্রসিদ্ধ ছিল, এবং পারস্যোপসাগরের মোহানায় দারুচিনি ও তদনুরূপ অন্যান্য পণ্য বস্তুর এক গঞ্জ ছিল। পূর্ব্বেও প্রতিপন্ন করা গিয়াছে যে, ফিনিসিয়ার বণিকেরা পারসীক সমুদ্রে অবস্থিতি করিয়া স্বদেশে দারুচিনি প্রভৃতি প্রেরণ করিত। অতএব এই সমস্ত বিবিধ বৃত্তান্তের পরস্পর সমন্বয় করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই প্রকাশ পায় যে, বাবিলনীক রাজ্যের প্রাদুর্ভাব কালে এবং তৎপরেও, প্রথমকার পারসীক সম্রাট্‌দিগের সময়ে সমুদ্র পথে তত্তদ্দেশীয় লোকদিগের সহিত দাক্ষিণাত্য ও সিংহলবাসী বণিক্‌দিগের বিস্তৃতরূপ বাণিজ্যযোগে ভারতবর্ষ হইতে মুক্তা, গজদন্ত, আবলুষকাষ্ঠ, দারুচিনি ও অন্যান্য তেজস্কর ভক্ষ্য গন্ধদ্রব্য পূর্ব্বোক্ত দেশ সমুদায়ে প্রেরিত হইত *। কোন্ কোন্ জাতীয় লোক এই

* *Heeren. Babylonians*

বাণিজ্যের পণ্যবাহক ছিল, এই পরিচ্ছেদেই তাহার বিবরণ করা গিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় পণ্য সামগ্রী সমুদায় কাবুল ও বাখতর্ নগর দিয়া আসিয়া খণ্ডের মধ্য ভাগে প্রেরিত হইত। এক্ষণে বোখারা যেরূপ প্রকৃষ্ট বাণিজ্য স্থান, পূর্ব্বে বাখ্‌তর্ নগর সেইরূপ ছিল। যখন হিরোডোটস্ কাস্পীয় সাগরের পূর্ব্ববর্ত্তী দেশ সমুদায় অবগত ছিলেন, ও তাঁহার সময়ে কাস্পীয় সাগরে সমুদ্রপোতের গমনাগমন ছিল, এবং তাহার পরে আলেক্‌জাণ্ডরের পারস্য ও ভারতবর্ষ আক্রমণ কালে ভারতবর্ষীয় বস্তু সমুদায় চক্ষুস্ নদী দিয়া কাস্পীয় সাগরে এবং তথা হইতে কৃষ্ণসাগরের তটে প্রেরিত হইত, তখন ইহা এক প্রকার নির্দ্ধারিত বলিতে হয় যে, হিরোডোটসেরও বহু পূর্ব্বে এই প্রকার বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষীয় দ্রব্যজাত প্রথমে বাখতর্ ও সমরকন্দে প্রেরিত হইত এবং তথা হইতে ক্রমে ক্রমে উত্তরে তাতার দেশ ও পশ্চিমে কাস্পীয় সাগর দিয়া কৃষ্ণ সাগরের তীরস্থ অনেকানেক নগরে, এবং পূর্ব্বদিকে কবি নামক মরুভূমির সমীপদেশ দিয়া চীন রাজ্যে প্রেরিত হইত *। এক্ষণে যেরূপ হিন্দু বণিকেরা বোখারা দেশে অবস্থিতি করিয়া বাণিজ্য

---

* *Heeren. Scythians &ca.*

ব্যবসায় নির্ব্বাহ করে, সেইরূপ অতি পূর্ব্বেও তাহাদের তৎপ্রদেশ হইতে নানাদেশদেশান্তরে স্বকীয় পণ্য সামগ্রী প্রেরণ করা, এবং যে সকল ভারতবর্ষীয় লোকে মধ্য আসিয়ার স্থানে স্থানে বসবাস করিয়াছিল, তাহাদেরও তথায় বাণিজ্যার্থে যাত্রা করা সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত বোধ হয়।

এ পর্য্যন্ত অতি পূর্ব্বকালীন বাণিজ্য বিষয় কথিত হইল, পরে যখন গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডর নানা দেশ জয় করিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন ইউরোপীয় লোক সকল তাঁহার সমভিব্যাহারী বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের দ্বারা ভারতবর্ষীয় আচার ব্যবহার বিদ্যাদি নানা বিষয় অবগত হইয়াছিলেন, এবং তৎসহকারে ভারতবর্ষের ধান্য, কার্পাস, শর্কর, তিলতৈল, লাক্ষা, শাল, আঘ্রেয় গন্ধদ্রব্য, ভক্ষ্য গন্ধদ্রব্য, পৈষ্টীসুরা, তাল মদ্য ইত্যাদি শিল্পজ ও স্বভাবজ বিবিধ সামগ্রীর সবিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হন। এই সময়ে বা ইহারও পূর্ব্বে ব্রীহি, শর্কর, কার্পাস, জটামাংসী প্রভৃতি কতিপয় দ্রব্যের সংস্কৃত নাম অবিকল বা ঈষৎ অপভ্রংষ্ট হইয়া গ্রীক ও পারসীকাদি ভাষায় মিশ্রিত হইয়াছে *। গ্রীক সম্রাটের অমাত্যেরা

* গ্রীকেরা ভারতবর্ষ হইতে প্রথমে শর্কর লইয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে শর্কর যে কি দ্রব্য তাহা ইয়ুরোপবাসীরা জানিত না।

Mrs. Mannings Ancient and Medaeval India vol. I. p. 106.

ভারতবর্ষের উদ্ভিদশোভা সন্দর্শনে মোহিত হইয়াছিলেন, এবং পরম আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক তাহার সুচারু বর্ণনা ও সবিস্তর বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন। তৎপরে ইয়ুরোপীয় লোকে সেই সমস্ত বস্তুর সবিশেষ বিবরণ অবগত হইয়া বাণিজ্য যোগে তৎ সমুদায় আহরণার্থ যত্নবান হইল *।

আলেক্‌জাণ্ডর অতি বিস্তৃত সাম্রাজ্যের সম্রাট হইয়া সুপ্রণালীক্রমে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য সংস্থাপনের মানস করিয়াছিলেন। তুমুল সংগ্রাম ও জয়োল্লাসের মধ্যেও তিনি বাণিজ্য বিষয় চিন্তা করিতে বিরত ছিলেন না। টায়র নগরের বাণিজ্য সম্ভূত অতুল সমৃদ্ধি ও প্রভূত শক্তি তাঁহার মনে সর্ব্বদাই জাগরূক ছিল। সমুদ্রের উপর

লাটিন ও গ্রীক ভাষার শর্করকে শথার, পারসীক ভাষায় শকর, আরবীতে শখ্যর বা অশখ্যর স্পানিস ভাষার অজুকর, ইটালী ভাষায় জুক্যারো, ফরাসীতে সুকরি, জর্ম্মান ভাষায় জুখার এবং ইংরাজিতে সুগর কহে। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ইয়ুরোপবাসীরা ইক্ষুর চাস ও চিনি প্রস্তুত করিবার প্রণালী জ্ঞাত হইয়া আপন আপন দেশে উহা উৎপাদিত করে।

সংস্কৃত	গ্রীক	হিব্রু	ইংরাজি
কার্পাস	কার্পাসস (Karpasos)	কার্পস	কটন।
পিপ্পলি	পিপারি (Peperi)	—	—
চন্দন	সান্টানন (Santanon)	—	সানডাল। ও লাটিন ভাষায় ,, চন্দনকে সান্ডালম বলে।
নলদ	নারদস্ (Nardos)	—	—
জটামাংসী	নারদস্ জটামাংসী (Nardos Jatamansi)		

* *Humboldt's Cosmos by Sabine page 108. No. 165.*

শক্তি সঞ্চার না করিতে পারিলে স্বদেশের সহিত ভারতের যোগাযোগ, এবং উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য সংস্থাপন ও তাহার অবাধ চালনা কালব্যাপী হওয়া সম্ভবপর নহে, এই সারগর্ভ যুক্তিটি তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হওয়ায় তিনি সামুদ্রিক বলের আয়োজন করিতে সচেষ্ট হইলেন। স্বদেশীয় লোকদিগকে বিস্তৃতরূপে বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত, এবং দেশ দেশান্তরে তাহাদের পক্ষ সমর্থন বা পৃষ্ঠপোষণ, ও ধন প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত জলে স্থলে রাজশক্তি প্রকাশ যে অপরিহার্য্য, ইহা তাঁহার সম্যকরূপ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। ঐশ্বর্য্যশালী জগৎধনাগার ভারতে তখন সকল সামগ্রীই সুপ্রতুল। কি ধন, কি খাদ্যসামগ্রী, কি সুখসম্ভোগদায়ক ভোগবিলাসের দ্রব্য, কি যুদ্ধোপকরণ সকল পদার্থই তখন ভারতে প্রচুর, অপর্য্যাপ্ত, রাশীকৃত।

রাজনীতি ও সমরনীতি বিশারদ রাজচক্রবর্ত্তী আলেকজাণ্ডর ভারতবর্ষে অবস্থিতি কালীন তথায় সমুদ্রপোত সংগ্রহ সুলভ বিবেচনা করিয়া, নিয়ারকস নামক তাঁহার একজন বিচক্ষণ সেনাপতিকে একদল সমুদ্রযান আয়োজন করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহার এই আজ্ঞা প্রতিপালিত হইলে তিনি সেনানীপ্রবরকে কহিলেন যে, "পোত সমূহ সিন্ধুনদের মধ্য দিয়া সাগর সঙ্গমে লইয়া যাইবে এবং তথা হইতে

পারস্যোপসাগরে চালিত করিবে।” ইহাতে বোধ হয় যে, ভারত ও তাঁহার মধ্য সম্রাজ্যের যোগাযোগ পথ সুগম করিবার অভিপ্রায়ে তিনি এরূপ আদেশ দিয়াদিলেন।

মহাবীর উক্ত সেনাপতিকে এই মহৎকার্য্যের ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলেন না; আপনিও তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিলেন। এই বিপুল আয়োজন এরূপ হইয়াছিল যে,আলেকজাণ্ডারের ন্যায় সম্রাটের দ্বারা পরিচালিত হইবারই উপযোগী। প্রায় দুই সহস্র অর্ণবযান, এক লক্ষ বিংশতি সহস্র লোক এবং দুই শত হস্তী ঐ প্রকাণ্ড সজ্জার উপকরণ হইয়াছিল। সেনাদলের এক তৃতীয়াংশ পোতারোহণে যাত্রা করিল, এবং অবশিষ্ট সৈন্য নদীর উভয় পার্শ্ব দিয়া হস্ত্যশ্ব ও পদব্রজে গমন করিতে লাগিল। পথে নানা জাতির সহিত যুদ্ধ ও সতর্কতার সহিত ধীরে ধীরে নৌদল চালনা করায় সমুদ্রে পঁহুছিতে প্রায় নয় মাসাধিক কাল অতিবাহিত হইয়াছিল। সমুদ্র সঙ্গম পর্য্যন্ত আগমন করিয়া তিনি নিয়ারকসকে সমুদ্রযাত্রার ভারার্পণ করিলেন এবং স্বয়ং কতকগুলি সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে স্থলপথে পারস্য দেশে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীদ্বয়ের বদ্ধ মোহানাগুলি উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। পূর্ব্বে পারসীক সম্রাটেরা ধর্ম্ম ও অন্যান্য কারণে দেশীয় নদী সমূহের মুখ গুলি আবদ্ধ

রাখিয়া প্রজাগণের সমুদ্র যাত্রার মহা বিঘ্নোৎপাদন করিয়াছিলেন, এক্ষণে নব গ্রীক সম্রাট তাহা নিরাকরণ করিলেন। আলেকজাণ্ডরের সঙ্কল্প ছিল যে, ভারতীয় পণ্য সামগ্রী পারস্যোপসাগর হইয়া পারস্যে আসিবে, ও তথা হইতে তাহার পশ্চিমস্থ নানা দিগদেশান্তরে পরিচালিত হইবে। তিনি এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। ভারতীয় বাণিজ্য স্বায়ত্তাধীন করিবার জন্য তিনি এক্ষণে বিশেষরূপে মনোযোগী হইলেন। যাহাতে বণিকদিগের পক্ষে টায়র নগর অপেক্ষা অধিকতর সুবিধাজনক একটি বাণিজ্যস্থান স্থাপিত করিতে পারেন, তজ্জন্য স্বাধিকৃত মিশরদেশে নীলনদের মোহানায় একটি নগর স্থাপন করিলেন। নিজ নামে নগরটির নামকরণ হইল। ইহার নাম হইল আলেকজাণ্ড্রিয়া। স্থানটি এরূপ নির্ব্বাচিত হইয়াছিল যে, উহাকে ইয়ুরোপ, এসিয়া ও আফ্রিকা তিনটি মহাদেশের সংযোগস্থল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ক্রমশঃ আলেক্জাণ্ড্রিয়া প্রাচীন ভূমণ্ডলের বাণিজ্য কেন্দ্র হইয়া উঠিল। মহাযোগীর ভবিষ্য দর্শন পূর্ণমাত্রায় সফল হইল। বলিহারী গণনা শক্তি! কতবার মিশররাজ্যে বিপ্লব ঘটিল, কত কাণ্ড কত পরিবর্ত্তনই বা না হইল, তথাচ একাদিক্রমে অষ্টাদশ শত বৎসর উহা ভারতীয় বাণিজ্যের প্রধান স্থল হইয়াছিল *।

* *Robertson's History of America vol. 1. p. ৪০.*

জগতের নিয়ম, একজন মৃত্তিকা কর্ষণ বীজ রোপণ সার প্রদান ও জলসেচন করিয়া বৃক্ষ বর্দ্ধিত করে, আর একজন তাহার ফল পুষ্প ভোগ করে। সুদূরদর্শী মহাবীর আলেকজাণ্ডার যে বাণিজ্য বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবন কালে তাহা না বর্দ্ধিত না ফলপুষ্পিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারীরা উক্ত বৃক্ষজাত সুমধুর ফলের আস্বাদ পাইয়াছিলেন। তাঁহার অমাত্য বিশেষের বংশোদ্ভব টলেমি নামক বহুগুণ সম্পন্ন ভূপতিগণ মিশর রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া সাতিশয় যত্ন ও উৎসাহ সহকারে এই বাণিজ্যের সূত্রপাত করেন। টায়র লক্ষ্মী আলেকজাণ্ড্রিয়ায় আসিয়া অধিষ্ঠান করিলেন। বিভিন্ন বেশধারী নানা জাতীয় মানব সমাগম, ভারত পণ্য পূর্ণ সুদৃশ্য গঞ্জ, সুসজ্জিত ঘোটকাদি যোজিত নানা যানপূর্ণ সুবিস্তৃত রাজমার্গ, মধ্যে মধ্যে তরুলতাদি বিবিধ জাতীয় উদ্ভিদ সমাচ্ছাদিত শোভনোদ্যান, গগনস্পর্শী চূড়াসম্বলিত মনোমুগ্ধকর অট্টালিকা শ্রেণী, কোথায় কোলাহল, কোথায় নৃত্যগীতাদি আমোদ প্রমোদ, কোথায় সুন্দর সুন্দরী বালকবালিকাগণের কণ্ঠবিনিস্থত সুমধুর ধ্বনি, কোথায় বা রথের ঘর্ঘর শব্দ ও অশ্বের হ্রেষা রব ইত্যাদি বহুবিধ শোভন ব্যাপার আলেকজাণ্ডর ও আলেক জাণ্ড্রিয়ার মহিমা কীর্ত্তন করিত। প্রত্যুত সে সময়ে

ইহার ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না। তিনটি মহাদেশের সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য স্থল ও বহুসংখ্যক ধনাঢ্য ব্যক্তি-দিগের বাসস্থান হইলে যেরূপ হওয়া সম্ভব আলেক-জাণ্ড্রিয়া সেই রূপই হইয়া উঠিয়াছিল। ল্যাগস পুত্র টলেমি মিশর দেশ অধিকার করিয়াই আলেকজাণ্ড্রিয়াতে রাজধানী স্থাপন করিলেন। সুপ্রণালীরূপে রাজকর্ম্ম চালাইবার ব্যবস্থা করিয়া তিনি সামুদ্রিক কার্য্যে মনো-নিবেশ করিলেন। আলেকজাণ্ড্রিয়ার সম্মুখে ফারস্ নামক দ্বীপে তিনি একটী দীপবাটিকা নির্ম্মাণ করিলেন। এই কার্য্য এরূপ পরিপাটি সহ নির্ব্বাহিত হইয়াছিল যে, ইহাকে পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য্য সামগ্রীর মধ্যে গণ্য করা যায়। এই গুণবান সম্রাটের পুত্র টলেমি ফিলাডেলফস্ পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, যাহাতে ভারতবাণিজ্য আলেক্জাণ্ড্রিয়াতে সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় তাহারই নিমিত্ত উদ্যোগী হইলেন। লোহিত সাগরকূলস্থিত আর-সিনো * নামক স্থান হইতে নীল নদের পূর্ব্বশাখা পর্য্যন্ত শত হস্ত প্রস্থ ও ত্রিশ হস্ত গভীর একটি সুদীর্ঘ কৃত্রিম নদী খনন করিতে মনস্থ করিলেন। এই উপায়ে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য সমূহ কেবল জলপথ যোগেই আলেক্-জাণ্ড্রিয়াতে পঁহুছিতে পারিত। কিন্তু কোনরূপ বিপদা-শঙ্কায় হউক বা অন্য কোন কারণবশতঃই হউক এই

* নীল নদের পশ্চিমদিকস্থ মুরিস হ্রদের নিকটবর্ত্তী।

শুভ কার্য্যটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যক্ত হইল, এপর্য্যন্ত তাহার আর সমাধা হইল না। তিনি ভারতের সহিত মিশরের যোগাযোগ রাখিবার জন্য লোহিতসাগরের পশ্চিম উপকূলে বেরিণিস নামে একটি নগর বসাইলেন; এই নবপ্রতিষ্ঠিত স্থানে নানাবিধ ভারতীয় দ্রব্যের আমদানি হইতে লাগিল। বণিকেরা তথা হইতে ঐ সকল সামগ্রী কপ্‌টস * নগরে প্রেরণ করিত; পরে এইস্থান হইতে একটি কৃত্রিম নদীযোগে নীলনদে আসিয়া ঐ গুলি আলেকজাণ্ড্রিয়াতে উপস্থিত হইত। এই শেষোক্ত স্থান হইতেই ঐ সকল দ্রব্য ইউরোপের নানা রাজ্যে পরিচালিত হইত। এই প্রকারে প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর কাল প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশের বাণিজ্য ব্যবসায় চলিয়াছিল।

ভারতোন্মুখ বাণিজ্যপোত সকল প্রথমে বেরেণিস্ হইতে যাত্রা করিয়া, সাময়িক প্রথানুসারে আরবস্থানের

---

* কপ্‌টস নগর নীল নদ হইতে দেড় ক্রোশ ও আলেকজাণ্ড্রিয়া হইতে দেড় শত ক্রোশ দূরে একটি খালের ধারে অবস্থিত। খালটি নীল নদের সহিত মিলিত ছিল। ইহার চিহ্নাবশেষ অদ্যাবধিও দেখিতে পাওয়া যায়। প্লীনির লেখনী হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, বেরিণিস হইতে কপ্‌টস্ প্রায় ঊন আশি ক্রোশ এবং এই স্থানদ্বয়ের মধ্যস্থিত পথ থিবেশ নামক মরুভূমির অন্তর্গত। সম্রাট্ টলেমি ফিলাডেলফস পর্য্যটকদিগের শ্রম লাঘবার্থ মধ্যে মধ্যে পান্থশালা সংস্থাপন করিয়াছিলেন †।

Strabo, lib. XVII. P. 1157. D. 1169.

বেলাভূমির নিকট দিয়া পোত চালনা করিয়া সিয়াগ্রস* উপত্যকায় উপস্থিত হইত। সে সময়ে নাবিকেরা সমুদ্রকূলের অনতিদূরে থাকিয়া পোতবাহন করিত, সাগরতট দৃষ্টিপথের বহির্ভূত করিতে সাহসী হইত না। ঐ সকল নৌকা সিয়াগ্রস হইতে যাত্রা করিয়া পারস্য উপকূল অতিক্রম পূর্ব্বক ভারতবর্ষস্থ টাটা† নামক স্থানে উপনীত হইত, অথবা পশ্চিম ভারতের অন্য কোন বন্দরে গমন করিয়া বাণিজ্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হইত। ভারতের পশ্চিমকূল অবধি তাহাদের গমনাগমন ছিল, অধিক দূরস্থ পূর্ব্বরাজ্য সমূহে যাতায়াত ছিল না। ফলতঃ তৎকালীন মিশর বণিকদিগের সমুদ্রযাত্রা পশ্চিম ভারত পর্য্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল।

মিশর সম্রাটেরা সামুদ্রিক কার্য্যে মনোযোগী থাকিয়া, মহাবল সম্পন্ন কতকগুলি সামরিক পোত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা তদ্দেশীয় লোকদিগের সমুদ্রোপরি এরূপ প্রভুত্ব হইয়াছিল যে, ভিন্নদেশীয় লোকেরা ভারত বাণিজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে অনায়াসেই তাহাদিগকে পদদলিত করিতে সমর্থ হইত। বহুদিন পর্য্যন্ত মিশরবাসীরা সমুদ্রযোগে ভারত বাণিজ্য স্বায়ত্ত করিয়া রাখিয়াছিল। ইহাতে তাহাদের বিপুল ধনসম্পত্তি ও

* আধুনিক রাসালগেট অন্তরীপ (Cape Rasalgate)।

† এই স্থানটি সিন্ধু নদীর মুখে অবস্থিত। ইহার আর একটি নাম পাটল।

অদ্বিতীয় জাতীয়শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছিল। মিশরের সহিত ভারতবর্ষের অত্যন্ত যোগাযোগ হইল। ভারতীয় উত্তমোত্তম সুখদ সামগ্রী সম্ভোগ, এবং তদীয় দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি অনুশীলন করায় মিশরবাসীদিগের সাংসারিক অবস্থা ও ধর্ম্ম বিষয়ক মতামতের বিস্তর পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল *। এই সময়ে মিশরের জ্ঞান ও শ্রীবৃদ্ধির আর সীমা ছিলনা। ভারতের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধই এই উন্নতির মূলীভূত কারণ। সীরিয়া ভারতের অধিকতর সন্নিকটস্থ; এখানকার লোকেরা অক্লেশেই ভারতবাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়া স্বদেশের উন্নতিসাধন করিতে পারিত; কিন্তু অবশ্যই কোন বিশেষ কারণ বশতঃ তাহারা পশ্চাৎপদ হইয়াছিল। পারসীক-দিগেরও সমুদ্র যোগে ভারতের সহিত সংশ্রব ছিল না। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, তৎকালে পারস্যবাসীরা সমুদ্রযাত্রা করিতে বিশেষ ইচ্ছুক ছিল না, বা তাহাদের নিষেধ ছিল। জলপথ দ্বারা অন্যজাতি কর্ত্তৃক আক্রমণ ভয়েই হউক, কিম্বা বিপদ সঙ্কুল অকূল অর্ণবে আপন প্রজাদিগের গমন নিবারণার্থ হউক, বা কুসংস্কারময় ধর্ম্ম রক্ষার্থই হউক, পারস্য রাজ্যের যে সমুদ্রযাত্রা নিষেধক

---

* তৎকালে মিশর দেশে ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের সহিত জ্ঞানশাস্ত্র সমুদায় নীত হইয়াছিল।

Wilson's Vishnu Puran. Preface page. VIII.

ব্যবস্থা ছিল, তাহার ন্যূনাধিক পরিচয় পাওয়া যায়। আর সে সময়ে উহাদের সাগরমার্গে বা স্থলপথে দূরদেশ ভ্রমণেরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে যুদ্ধ উপলক্ষে পারসীক সৈনিকদিগের দেশান্তরে গমন করিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্যান্য জাতির ন্যায় ইহারাও ভারত শিল্পজাত বিবিধ প্রকার সুন্দর সুন্দর দ্রব্যসামগ্রী প্রাপ্ত হইবার জন্য সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিত, এবং স্থলযোগেই ঐ সকল দ্রব্য প্রাপ্ত হইত। এসিয়া খণ্ডের উত্তর প্রদেশস্থ লোকদিগের যে সকল ভারতবর্ষীয় দ্রব্যের আবশ্যক হইত তাহা সিন্ধুনদীর পশ্চিমদিক্ দিয়া কাসপিয়ান হ্রদ সমীপে উপস্থিত হইত; পরে বণিকেরা সুবিধাক্রমে স্থল ও নদীযোগে বিবিধ রাজ্যে লইয়া যাইত। দক্ষিণ এসিয়াতেও উক্ত প্রকারে পণ্যদ্রব্য সকল পরিচালিত হইত। বহুকাল পূর্ব্বে এইরূপেই বিবিধ প্রকার ভারতবর্ষীয় মনোহারী সামগ্রী এসিয়া খণ্ডের নানাস্থানে পরিব্যাপ্ত হইত। ইহাতে যে ভারত অসীম ধনলাভ করিয়াছিল তাহাতে আর সংশয় কি? ভারত সৌভাগ্য! অধুনা তুমি কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছ? এক সময়ে তুমি সমগ্র সভ্য পৃথিবীর অভাব পূর্ণ করিয়াছিলে, এক্ষণে তুমি পরমুখ প্রত্যাশী। সজীব বস্তু কিরূপ জড়ভাবাপন্ন হয়, পদবিশিষ্ট কিজন্য চলৎশক্তি বিহীন হয়, পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী কিরূপ উড়িতে অক্ষম হয়, গুটিপোকা

কিরূপ নিজ লালায় বন্দী হয়, একবার বর্ত্তমান ভারত-বাসীর উপর দৃষ্টিপাত করিলেই তাহার জাজ্জ্বল্যমান চিত্র নয়ন পথে আবির্ভূত হয়। এক্ষণে বিকারগ্রস্ত ভারতের প্রলাপ উক্তি ভিন্ন আর কিছুই ক্ষমতা নাই।

মিশর বণিকেরা যে প্রতিপক্ষশূন্য হইয়া ভারত বাণিজ্য স্বহস্তে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহার অন্য একটি বিশেষ কারণ ছিল। প্রাচীন লোকদিগের এরূপ অমূলক বিশ্বাস ছিল যে,কাস্পিয়ান হ্রদ উত্তর মহাসাগরের একটি শাখা, এইজন্য তাহারা পূর্ব্বদেশীয় পণ্য সামগ্রী সীরিয়া বাসীর দ্বারা ইউরোপ খণ্ডে প্রেরিত হইবার আশা করিয়াছিল। এই ভিত্তিশূন্য ভ্রমে পতিত হইয়া, অন্যান্য জাতিরা মিশরের সামুদ্রিক বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিতে চেস্টা করে নাই। গ্রীকেরা যখন দক্ষিণ এসিয়াতে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল, তখনও তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, কাস্পিয়ান হ্রদ উত্তর মহাসাগরের শাখা মাত্র। সেলিউকস্ নিকেটর নামক একজন বিচক্ষণ সীরিয়া সম্রাট ইউকসাইন সমুদ্র * হইতে কাস্পিয়ান হ্রদ পর্য্যন্ত একটী সুদীর্ঘ কৃত্রিম নদী প্রস্তুত করিয়া উভয়কে যোগ করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অবিলম্বে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হওয়ায়

* আধুনিক কৃষ্ণ সমুদ্র।

উহা কার্য্যে পরিণত হইল না*। যদি উহা কার্য্যে পরিণত হইত, তাহা হইলে তাঁহার প্রজারা উত্তর এসিয়া, ইউরোপ, কাস্পিয়ান হ্রদের পূর্ব্বসীমা ও ইউক্সাইন সমুদ্রের চতুষ্পার্শ্বস্থিত স্থান সমূহে বিস্তৃতরূপে বাণিজ্য-ব্যবসায় বিস্তার করিতে পারিত। মধ্যে উপরোক্ত প্রদেশগুলি যদিও শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু পূর্ব্বকালে ঐ সকল স্থান ধনজনপূর্ণ নগরাদিতে পরিপূর্ণ ছিল।

যে সময়ে সীরিয়া ও মিশর সম্রাটেরা স্ব স্ব প্রজা-দিগকে ভারতবাণিজ্যের সত্ত্বাধিকারী করিবার জন্য নানা পথ অবলম্বন করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাহাদের পশ্চিমদিক্ হইতে এমন একটি জাতির অভ্যুদয় হইল যাহাতে উভয়কেই বিধ্বস্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। ইটালির অন্তঃপাতি, রোম নগরবাসীরাই এই বর্দ্ধিষ্ণু-জাতি। রোমসূর্য্য প্রখর তেজোময় হইয়া উঠিল। রোমবাসীদিগের উৎকৃষ্ট সমর কৌশল ও রাজনীতির প্রভাবে, ক্রমে ক্রমে সমুদায় ইটালি, সিসিলি, কারথেজ, এবং মাসিডোনিয়ার সহিত সমগ্র গ্রীক দেশ ও সীরিয়া অধিকৃত হইল। পরে মিশরেও তাহাদের জয় পতাকা উড্ডীয়মান হইল। মহাবীর আলেক্জাণ্ডারের উত্তরাধি-কারিগণ যে সকল রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, একে

---

* *Pliny. Nat. Hist. lib. VI. C. 11.*

একে সকল গুলিই রোমীয়দিগের হস্তগত হইল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ ভাগের প্রারম্ভেই এই জাতীয় ভাগ্যের বৈপরীত্য ঘটিতে লাগিল। একের পৌর্ণমাসীরজনী, অন্যের ঘোর তমসাচ্ছন্ন অমানিশি। কেহ আনন্দ স্ফূর্ত্তিতে উন্মত্ত, আর কাহারও দুঃখ রাখিবার স্থানাভাব।

রোমীয় সম্রাট আগষ্টস মিশরের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়া উহা উত্তমরূপে সুরক্ষিত করিলেন*। এ বিষয়ে আলেকজাণ্ডারই সকল জাতির পথ প্রদর্শক। মিশর ও কনষ্টানটিনোপল যে ইউরোপ এসিয়া আফ্রিকার তোরণ স্বরূপ তাহা বিজ্ঞ রাজনৈতিকেরা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। সিংহ ভল্লুকাদি জাতির হিংসাস্থল বলিয়াই তুর্কি ও মিশর অদৃস্ট বলে অদ্যাপি স্বাধীনতা ভোগে বঞ্চিত হয় নাই। সুবিখ্যাত গ্রীক্ সম্রাট্ টলেমিদিগের ন্যায় রোমীয় সম্রাটেরাও শেষোক্ত স্থানটির মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্যই তাহার পরিদর্শন ও শাসন ভার নিজ হস্তে রাখিয়াছিলেন। মহা প্রতাপশালী রোমীয়দিগের আশ্রয়ে মিশরের ভারত বাণিজ্য পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণভাবেই চলিতেছিল। নানা দেশের জয়লব্ধ সামগ্রী ও উপঢৌকনাদি প্রাপ্ত হইয়া রোমের

* ত্রিশ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ অগষ্টস মিশরে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ ধন সম্পদ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মিশর এক্ষণে রোমের শস্যাগার ও সুখদ সামগ্রীর ভাণ্ডার হইয়া উঠিল। রোমবাসীরা অত্যন্ত ধনবান হওয়াতে তাহাদের সন্তানেরা বিষয়কার্য্যে অমনোযোগী হইয়া কেবল ভোগ বিলাসের ক্রীতদাস হইয়া পড়িল। আপনাদের সুখসম্ভোগ তৃষ্ণা তৃপ্ত করিবার জন্য বহুমূল্য সুদৃশ্য তামসিক দ্রব্যের আবশ্যক হইতে লাগিল। উহাদের অভাব পূরণের জন্য ভারত বাণিজ্য এরূপ সতেজ হইয়া উঠিল যে পূর্ব্বে কেহ কখন তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই; এবং অদ্যাপি তাহা অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয় *। চিরপ্রবাদ আছে যে, সময় বিশেষে অর্থই অনর্থের মূল হইয়া উঠে। মিশরে অপর্য্যাপ্ত ধনাগমে উহার ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছিল। আর রোমে সেই বীজ রোপিত হইয়া, উহা অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত ও ফলপুষ্পিত করিবার জন্য তাহাতে জল সেচিত হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে রোমও মিশরের সমধর্ম্মী হইয়া পড়িল, স্বামীত্ব ঘুচিয়া গেল †। প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করা কাহার সাধ্য ? সকল জাতিই তাঁহার চিরনিয়মের

---

* ৯ম টিপ্পনি দেখ।

† যখন ধনমদে মত্ত হইয়া রোমবাসীরা বাবু হইয়া পড়িল সেই সময় হইতেই তাহাদের সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তাচল অন্বেষণে ধাবমান হইল।

বশবর্ত্তী। ভারতের সহিত বাণিজ্য করিয়া মিশর ধন-মানে ভূষিত হওয়ায়, অন্যান্য দেশীয় নৃপতিবর্গের চক্ষু ব্যথিত হইল, তাঁহারা উহার অসহ্য উত্তাপে অস্থির হইয়া পড়িলেন। মিশর তাঁহাদের কুনয়নে পতিত হইল। শক্তি নিজ মাহাত্ম্য দর্শাইল। মিশর পাশবিক বলে পরাজিত হওয়ায় তাহার বহুদিন সঞ্চিত প্রভূত ধনরাশি রোম নগরে প্রেরিত হইল। ধনৈশ্বর্য্য বিষয় বৈভব কোথাও বা কাহারও চিরস্থায়ী নয়। অদ্য টায়র সমৃদ্ধি-শালী, কল্য আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া, পরশ্ব রোম। পরিবর্ত্তন-শীল জগতের এই প্রকারই বিধি,—ইহা ব্যক্তিগত, পরিবারগত, সম্প্রদায়গত ও স্থানগত!

খ্রীস্টাব্দ আরম্ভ হইল, এক্ষণে রোমীয়দিগের বাহুবলে জগৎ কম্পিত। অনেকগুলি সমৃদ্ধিশালী সুবিখ্যাত রাজত্ব উহাদের বশীভূত হইল। রাজধানী রোম নগরের লোক সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ভারত হইতে নানা দেশজ দ্রব্য সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে তথায় আসিতে আরম্ভ হইল। তৎকালে মিশরই উহার পণ্যবাহক ছিল এমত নহে, অন্য একটি পথ দ্বারাও তথায় ভারতীয় দ্রব্য আনীত হইত। অতি পূর্ব্বকাল হইতে মেসোপোটিয়মের সহিত ইউফ্রেটিস নদী তীরস্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের এবং ভূমধ্যসাগর কূলস্থ সীরিয়া ও পালেসটাইনের কতিপয় স্থানের পরস্পর যোগাযোগ

ছিল বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। বাইবেলোক্ত এব্রাহেমের স্থানান্তরিত হওয়া, এবং চালডিয়াবাসী-দিগের সিচেম হইতে ক্যানান দেশে গমন, এই বিষয়ের পক্ষে সাক্ষ্য দান করিতেছে *। ঐ সকল দেশের মধ্যে একটি বিস্তৃত মরুভূমি আছে, যাহা অতিক্রম করিয়া এক দেশ হইতে অন্য দেশে গমন করিতে হয়। কিন্তু এই অগ্নিময় ভূমির মধ্যে একখণ্ড কৃষির উপযুক্ত প্রচুর জলময় স্থান থাকায় লোক যাতায়াতের অনেকটা সুবিধা ছিল। ক্রমশঃ পূর্ব্বোক্ত কতিপয় স্থানের বাণিজ্য ঘটিত সম্বন্ধ বৃদ্ধি হওয়ায় এই জলবিশিষ্ট স্থানটি অতি প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। সলমন যখন বাণিজ্যে মনোনিবেশ করিলেন তখন তিনি শেষোক্ত স্থান কাষ্ঠাদি দ্বারা বেষ্টিত করিয়া একটি নগর প্রতিষ্ঠা করিলেন। সীরিয়াবাসীরা তাদমোর ও গ্রীকেরা উহার পালমিরা নাম দিলেন। স্থানটি তাল জাতীর বৃক্ষে সমাচ্ছাদিত বলিয়া উহার নাম ও তদনুযায়ী হইল। এই নব নগরটি ভূমধ্য সাগর হইতে প্রায় সত্তর ক্রোশ ও ইউফ্রেটিস্ নদী হইতে প্রায় তেতাল্লিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। স্থানটি সুবিধাজনক হওয়ায় এই নগর বাসীরা বহুদিন পর্য্যন্ত তথা হইতে অতিশয় আগ্রহের সহিত পূর্ব্বোক্ত দুইটি স্থানে পণ্য দ্রব্য পরিচালিত

* *Genesis. XI. XII.*

করিত। ইহাতে অতি সত্বরেই পালমিরার ঐশ্বর্য্য ও বল বৃদ্ধি হইল।

সীরিয়া যখন সেলিউকসের উত্তরাধিকারীদিগের অধীন ছিল, সেই সময়ে পালমিরার যশসৌরভ ও ধন সম্পত্তির অবধি ছিল না। ভারতবাণিজ্যই এই ঐশ্বর্য্যের মূলীভূত কারণ। রোমের দুর্দ্দমনীয় বাহুবলে সমগ্র সীরিয়া বশীভূত হইলেও প্রায় দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত পালমিরা স্বাধীন ছিল। বোধ হয়, ভয়ঙ্কর অগ্নিময় মরুস্থলী কিছুদিনের জন্য রোম ও তৎপ্রতিদ্বন্দী পার্থীয়ার * আক্রমণ হইতে উহাকে রক্ষা করিয়াছিল।

* এসিয়ার অন্তর্গত একটি বিখ্যাত প্রাচীন দেশ। পশ্চিমে মিডিয়া, পূর্ব্বে এরিয়া বা আর্য্যভূমি, উত্তরে হিরকানিয়া এবং দক্ষিণে কর্ম্মনিয়া এই চতুঃসীমাবদ্ধ ভূভাগের নাম পার্থীয়া। টলেমি বলিয়াছেন যে এই স্থানে পঁচিশটি বৃহৎ নগর বিদ্যমান ছিল। রাজধানীর এক শত সিংহ দ্বার থাকায় তদনুসারে উহার নাম হেকাটমপিলস বলিয়া অভিহিত হইত। খ্রীষ্টাব্দ আরম্ভের দুই শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে অর্সস নামে একজন সামান্য লোক এই রাজ্য স্থাপনা করেন। স্থানীয় লোকেরা যুদ্ধ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিল কিন্তু তাহাদের চরিত্র অত্যন্ত ঘৃণিত ছিল। তাহারা অতিশয় মদ্য পান করিত এবং তদধিক নির্লজ্জ ও লম্পট ছিল। তাহাদের দেশীয় বিধি ব্যবস্থা ক্রমে তাহারা ভগ্নি ও মাতা সহ সহবাস করিয়া সন্তানোৎপাদন করিত !!! *Classical Dictionary by J Lamprier, D. D. p. 487.*

মানব প্রকৃতির কি এইরূপ দুরবস্থা? ছাগাদিজীবের বীভৎস স্বভাব অনুকরণই কি ইহাদের ব্যবস্থা ছিল? হা জগদীশ্বর! আদিম মানবাচার ও পশ্বাচারের কি কোনই প্রভেদ ছিল না? না, কেবল এই জাতিরই ঐরূপ ধরণ ছিল?

উভয় দেশস্থ লোকেরা পালমিরার সখ্য লাভের জন্য অতিশয় ঔৎসুক্য প্রকাশ করিত। এরিয়ান * নামক এক জন বিচক্ষণ প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন যে পালমিরার সহিত রোম ও পার্থীয়ার বাণিজ্যকার্য্য চলিয়াছিল; কিন্তু রোম ও তাহার অধীন রাজ্যের সহিত যেরূপ খরতর ভাবে বাণিজ্য চলিয়াছিল, পার্থীয়ার সহিত তদ্রূপ নহে।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে আলিপো নগরে ইংরাজদিগের একটি শিল্পশালা স্থাপিত হইয়াছিল। এই কার্য্যালয় সম্পর্কীয় কতিপয় ভদ্রলোক পালমিরার পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের অত্যাশ্চর্য্য ধ্বংসাবস্থার পরিচয় শ্রবণ করিয়া, নয়নপিপাসা পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত, জলাশয় বিহীন উত্তপ্ত বালুকাময় পথ পর্য্যটন করিতেও সংকল্প করিলেন। তাঁহারা নানা ক্লেশ সহ্য করিয়া লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হইলেন। স্থানটির ভগ্নদশা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহাদের মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। দেখিলেন যে, বালুকাসমুদ্রের মধ্যে বৃক্ষলতাদি সমাকীর্ণ একটি বিস্তৃত উর্ব্বরা দ্বীপ উত্থিত হইয়াছে।

---

* একজন প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিত। ইনি খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে খ্যাত হইয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধ যাত্রা বিষয়ক সপ্ত ভাগে বিভক্ত একখানি পুস্তক রচনা করেন। সমুদ্র যাত্রা ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধীয় কয়েকখানি পুস্তকও তিনি রচনা করিয়াছেন।

বিবিধ প্রকার মন্দির, বৃহৎ বৃহৎ স্তম্ভ, কৃত্রিম জলাশয় সমূহ এবং সুন্দর সুন্দর অট্টালিকার ধ্বংসাবশিষ্ট ভগ্নাংশ দ্বারা স্থানটি সমাচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। ষষ্টি-বৎসর পরে ইহাঁদের স্বদেশবাসী দুই চারি জন ভদ্রলোক পালমিরার বিবরণ শ্রবণ করিয়া উহা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য তথায় যাত্রা করিলেন। দর্শনান্তে কহিলেন যে পালমিরার বিষয় যাহা পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্য্যজনক, রমণীয় ও উচ্চ *।

যে সময়ে সীরিয়া ও মিশর বণিকেরা ভারতীয় দ্রব্য রোমে পাঠাইবার জন্য ব্যস্ত ছিল, সে সময়ে তাহারা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইয়া উৎসাহ সহকারে ভারতবাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। গ্রীক ও রোমীয় দিগের সময়ে লোহিত সাগর হইতে ভূরি ভূরি সমুদ্রযান ভারতবর্ষে গমনাগমন করিত। পূর্ব্বে নাবিকেরা আরবীয় ও পারসীক বেলা ভূমির নিকট দিয়া নৌকা চালনা করিত। কিছু দিন এইরূপে গত হইলে, একটি নব ঘটনা উপস্থিত হইয়া ভারত পাশ্চাত্য ভূমির সন্নিটকস্থ হইল। ভারত মহাসাগরে একক্রমে কিছুদিন পূর্ব্বদিক হইতে ও কিছুদিন পশ্চিম দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়। পূর্ব্বে পাশ্চাত্য বণিকেরা এ বিষয়ে অজ্ঞ ছিল, কিন্তু যখন

* *Wood's Ruins of Palmyra. p. 50.*

তাহারা ইহা জ্ঞাত হইল, সেই সময় হিপালস নামক এক রোমীয় বাণিজ্য-পোতাধ্যক্ষ ভারতবাণিজ্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ভারত মহাসাগরের বায়ু প্রবাহের নিয়ম নিরূপণ করিয়া, পূর্ব্ব প্রচলিত তটসন্নিহিত বক্র জলপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মধ্যসমুদ্রে নৌকা চালনা আরম্ভ করিলেন * এবং তদ্দ্বারা ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য পথ বিস্তর সুগম করিয়াছিলেন †। আরব্য উপসাগরের পশ্চিম হইতে যাত্রা করিয়া ভারত মহাসাগর অতিক্রম পূর্ব্বক তিনি পশ্চিম ভারতস্থিত মুসিরিস নামক ‡ স্থানে পহুঁছিলেন। এই নূতন আবিষ্ক্রিয়া এরূপ মহোপকারী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, যে এই বায়ু প্রবাহ বাণিজ্য বায়ু নামে খ্যাত হইল ও ইহার আবিষ্কারকের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য ইহার নামকরণ হইল হিপালস্।

খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধ অতীত হইলে বাণিজ্যপোত সকল বেরিণিস হইতে যাত্রা করিয়া একমাসে ওসিলিস § নগরে

---

* মিশর রোম রাজ্যভুক্ত হইবার চল্লিশ বৎসর পরে এই মহোপকারক ব্যাপারটি সংঘটিত হইয়াছিল।

† *Robert's Hist. disq. Con. Anc India. p. 51.*

‡ এই স্থানটি পশ্চিম ভারতের প্রধান বাণিজ্যস্থল ছিল। মালবর উপকূলের মধ্যে আধুনিক মিরজি নামক স্থান পূর্ব্বকার মুসিরিস বলিয়া অনুমিত হয়।

Roberts Hist. disq. Con. Anc. India. p. 53.

§ এই নগরের অন্য এক নাম জেলা, ইহা আরব্যোপসাগরের মুখে অবস্থিত।

উপস্থিত হইত, অথবা ফার্ত্তাকুঅন্তরীপে * উপনীত হইত, এবং তথা হইতে যাত্রা করিয়া জলপথ যোগে একমাসে মুসিরিস নামক স্থানে উত্তীর্ণ হইত। তৎকালে মুসিরিস ভারতবর্ষের প্রধান বাণিজ্যস্থল হইয়া উঠিয়াছিল। বণিকেরা এই স্থানে স্ব স্ব বাণিজ্য কার্য্য সমাধা করিয়া থিবি † নামক মিশরদেশীয় মাসে স্বদেশাভিমুখে পুনর্যাত্রা করিত। সমুদ্রপোত সকল উত্তরপূর্ব্ব বায়ুর সাহায্যে মুসিরিস ত্যাগ করিয়া আরব্যোপসাগরে প্রবেশ পূর্ব্বক দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব্ব বায়ুযোগে এক বৎসরের মধ্যে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিত। পূর্ব্বকালীন সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক ইতিহাসের মধ্যে সমুদ্রযাত্রার এই পরিবর্ত্তিত প্রণালী একটি মহা ঘটনার মধ্যে গণ্য। ইতিহাসবেত্তা প্লীনি উক্ত বিষয়ের যেরূপ তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে, আলেক্জাণ্ড্রিয়া হইতে জুলিও পোলিস এক ক্রোশ। পণ্যদ্রব্য পূর্ণ পোতসমূহ শেষোক্ত স্থান হইতে যাত্রা করিয়া, নীল নদী সহযোগে দ্বাদশ দিবস পরে কপটস নগরে পঁহুছিত‡, বণিকেরা এই স্থান হইতে স্থলযোগে বেরিণিস নগরাভিমুখে যাত্রা

* ইহার আর একটি নাম কানি অন্তরীপ, ইহা আরবস্থানের দক্ষিণ পূর্ব্ব উপকূলে স্থিত।

† ইংরাজদিগের ডিসেম্বর ও আমাদিগের পৌষমাসের সমতুল্য।

‡ জুলিওপোলিস হইতে কপ্‌টস নগর প্রায় দেড় শত ক্রোশ।

করিত। পানীয় জল সংগ্রহের জন্য বণিকদিগকে স্থানে স্থানে অপেক্ষা করিতে হইত। শেষোক্ত স্থানদ্বয়ের মধ্যে প্রায় আশি ক্রোশ ব্যবধান। ভয়ানক উত্তাপের জন্য বণিকদিগকে রাত্রিকালে পর্য্যটন এবং দিবসে বিশ্রাম করিতে হইত। এইরূপে কপটস হইতে বেরিণিস যাত্রা দ্বাদশ দিবসে সমাপ্ত হইত।

এরূপ আখ্যানে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব্বকালে যখন সমুদ্র যাত্রার উন্নতি হইয়াছিল, তখনও উহা সম্পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। যদি পোত সকল সমুদ্র তটের বক্র পথ পরিত্যাগ করিয়া মধ্য সাগর হইয়া গমন করিত তাহা হইলে বেরিনিস হইতে ওসিলিস যাত্রা অতি অল্প দিনেই সমাপিত হইত। ত্রিশ দিবস কখনই অতিবাহিত হইত না। সেইরূপ অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে ওসিলিস হইতে মুসিরিসে পহুঁছিতে পারিত। মেজর রেনেল বলিয়াছেন যে, "শেষোক্ত দুইটি স্থানের দূরত্ব প্রায় তিনশত পঁচাত্তর ক্রোশ; এবং আধুনিক প্রণালীতে পোত চালনা করিলে পঞ্চদশ দিবসে ওসিলিস হইতে মুসিরিস গমন করা যায়"। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যদিও পেরিপ্লাস্ মারি ইরিথ্রিয়াই নামক গ্রন্থ হিপালসের নূতন ধরণের সমুদ্রযাত্রার পরে লিখিত হইয়াছে, তথাপি আরব ও পারসিক বেলাভূমির নিকট দিয়া

পোতবাহন পূর্ব্বক সিন্ধুনদীর মোহানায় উপস্থিত হইবার যে প্রথা ছিল সেই প্রাচীন পথ বর্ণনা করাই গ্রন্থকর্ত্তার উদ্দেশ্য ছিল। লোকে প্রাচীন পদ্ধতি পরিত্যাগ করিতে প্রায়ই অনিচ্ছুক। হিপালস ওরূপ সুবিধাজনক পথ প্রদর্শন করিলেও, বোধ হয় বণিকেরা তাঁহার অনুকরণ করে নাই। তাহারা প্রাচীন পথেরই পথিক রহিল। প্লীনি লিখিয়াছেন যে আলেকজাণ্ড্রিয়া হইতে মলবর উপকূল বা মুসিরিস যাত্রা সচরাচর তিন মাস চারি দিনে সমাধা হইত। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বডাম নামে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির এক খানি জাহাজ তিন মাস আঠার দিনে ইংলণ্ড হইতে মান্দ্রাজে পহুঁছিয়াছিল। ইহাতে অবগত হওয়া যায় যে, সমুদ্র যাত্রার ক্রমোন্নতি কিরূপ ঘটিয়াছিল।

মুসিরিস ব্যতীত মলবর উপকূলস্থ বরাসী নামক অন্য একটি বন্দরে বেরিনিস হইতে বাণিজ্যনৌকা সকল উপস্থিত হইত। প্লীনি ও অন্যান্য পণ্ডিতেরা এই দুইটি স্থানের যেরূপ বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে ঐ স্থানদ্বয় গোয়া ও টেলিবারির মধ্যস্থিত বলিয়াই বিবেচিত হয় *। বহুকালাবধি মিসর ও রোমীয়

* বিখ্যাত ইতিহাস লেখক অধ্যাপক রবর্টসন ও প্রাচীনতত্ত্ববিৎ মেজর রিনেল বহু অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়াছেন যে, মলবর উপকূলস্থ

বণিকেরা ঐ দুইটি **বন্দরে গমনাগমন** করিয়া বাণিজ্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। যে সকল দ্রব্য এই দুইটি ভারতীয় বন্দরে আমদানি ও রপ্তানি হইত তাহার ন্যূনাধিক পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু প্রাচীন ইতিহাসবেত্তারা রাজনীতি ও ব্যক্তিবিশেষের বীরত্ব লইয়াই তুমুল আন্দোলন করিয়াছেন, আর শিল্প বাণিজ্যাদির কেবল কথঞ্চিৎ আভাসমাত্র দিয়াছেন; তাহাও বিশৃঙ্খল ভাবে। প্রাচীন লোকেরা কেবল ধর্ম্মাধর্ম্ম ও বীর পূজাতেই রত থাকিতেন। সেকালে প্রায় সকল সভ্যজাতিরই এই দশা ছিল। বিশেষতঃ তখনকার পণ্ডিতেরা শিল্প বাণিজ্যের কথায় বড় একটা আপনাদের মস্তিষ্ক চঞ্চল করিতেন না। তাহা হইলে কি আজি প্রাচ্য জগতের এ দশা ঘটিত! শিক্ষক কি এক্ষণে ছাত্র হইত! বৃদ্ধ অধ্যাপক কি আপন শিশু ছাত্রের নিকট শিক্ষার্থী হইয়া অকৃতজ্ঞদের সম্মুখে হাস্যাস্পদ ও ঘৃণিত হইত? চলিত কথায় বলে যে কখন গাড়ির উপর নৌকা, আর কখন নৌকার উপর গাড়ি; এ কথাটি যেমন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জাতির মধ্যে দেখা যাইতেছে এরূপ অন্য কোন বিষয়ে দেখা যায় না। কিন্তু যাহারা পুরুষানুক্রমে উপকৃত হইয়াও

মুসিরিস এবং বরাসী বন্দর আধুনিক মিরজ বা মারজী এবং বার সিলোর।
Robert's hist disq con anc India p. 53

উপকার স্বীকার করে না তাহারা যে অকৃতজ্ঞ অমানুষ ও নিকৃষ্টজীব তাহাতে আর সংশয় কি।

অতি পূর্ব্বকাল হইতে অনধিক প্রাচীন কাল পর্য্যন্ত ভারতের সহিত পশ্চিম দেশীয় লোকদিগের যে পণিকর্ম্ম চলিয়া আসিয়াছে তাহাকে সাধারণতঃ বিলাস বাণিজ্য বলিলেও অযৌক্তিক বর্ণনা হয় না। নাসিকারঞ্জন সুগন্ধি দ্রব্য *সৌগন্ধযুক্ত ভক্ষ্য সামগ্রী† এবং স্বভাবও শিল্পজাত বিবিধপ্রকার মনোহর দ্রব্য পাশ্চাত্য জাতিদিগের অভাব পূরণ করিত। মানব জাতির শৈশব ও সরল অবস্থায় দেহরক্ষণোপযোগী প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাইলেই পরিতৃপ্তি এবং অল্পতেই সন্তোষ হয়। প্রকৃতির শিশু সন্তানেরা তখন উচ্চ সভ্যতা ও বিলাস নামক বাহ্য শোভাবর্দ্ধক যমজ জীবের সহিত পরিচিত হয় নাই, সুতরাং তৎকালে সুখসম্ভোগোপযোগী দ্রব্য তাহাদের নিস্প্রয়োজন। কিন্তু যখন রোমীয়দিগের অবস্থা ভেদ হইল যখন তাহাদের প্রাদুর্ভাব চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, যখন রোমে অপর্য্যাপ্ত ধনাগম হইল তখন তদীয় সন্তানদিগের অবস্থা ও "চালচলন" অধিকাংশ ইয়ুরোপবাসী হইতে ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছিল। তাহারা উপরোক্ত প্রকার ভারতীয়

---

* ধুনা, গুগ্‌গুল ও চন্দনাদি দ্রব্য।

† বণিক মসলা।

সামগ্রী প্রাপ্ত হইবার জন্য অকাতরে প্রচুর ধনব্যয় করিত। যে সমস্ত ভারতীয় সামগ্রী রোম নগরে গৃহীত হইত তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কতিপয় দ্রব্যের উল্লেখ ও বিবরণ করা যাইতেছে। ধূপ ধূনা গুগ্‌গুল চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য পৌত্তলিকদিগের বিশেষ প্রয়োজনীয়। পূজার সময়ে দেবদেবীর সমক্ষে ঐ সকল সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সেই জন্য পৌত্তলিক জগতে উহার অত্যন্ত আদর। ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্যতীত রোমীয়দিগের আনন্দোৎসবেও উহা ব্যবহৃত হইত। এবং তাহাদের শব-দেহে মর্দ্দিত ও শবদাহ কার্য্যেও নিয়োজিত হইত। সিল্লার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় দুই-শত দশ ভার সুগন্ধী দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। পপিয়ার সৎকারের সময় সম্রাট নিরো এতাধিক গন্ধদ্রব্য দাহ করিয়াছিলেন যে উহার উৎপত্তি স্থানে এক বৎসরেও তত উৎপন্ন হইত না। রোমীয় পণ্ডিত প্লীনি বলেন যে, "আমরা ঠাকুর দেবতাকে কণামাত্র সুগন্ধি দ্রব্য অর্পণ করি, কিন্তু রাশি রাশি ঐ সকল বহুমূল্য সামগ্রী শবদাহে ব্যবহার করিয়া থাকি *।

আরবস্থানে কয়েক প্রকার গন্ধ দ্রব্য উৎপন্ন হয়; কিন্তু উহা ভারতীয় দ্রব্যের সমতুল্য নহে। আরব

---

* *Plin Nat hist lib xii c 18.*

বণিকেরা অতি পূর্ব্বকাল হইতে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিয়া পূর্ব্বদেশজ বহুমূল্য সামগ্রী সকল স্বদেশে লইয়া যাইত। যে যে প্রাচীন গ্রন্থে ভারতীয় দ্রব্যের বর্ণনা আছে তাহাতে গরম মসলা ও সুগন্ধি দ্রব্যেরও সবিশেষ উল্লেখ আছে *। কোন কোন গ্রন্থকর্ত্তা বলেন যে, যে সকল সুগন্ধী সামগ্রী আরবদেশ হইতে বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হইত তাহার অধিকাংশই আরবজাত নহে; উহা ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হইত †। অনতিপ্রাচীন গ্রন্থকারেরা লিখিয়াছেন যে, এক্ষণে যেরূপ প্রণালীতে আরবেরা বাণিজ্যকর্ম্ম সম্পন্ন করে, তাহাতে ইহাই দৃষ্ট হয় যে আরবেরা ভারতীয় গন্ধদ্রব্য লইয়া অন্যান্য দেশে প্রেরণ করিয়া থাকে ‡। এই সকল পণ্ডিতদিগের মতামত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহাই বোধগম্য হয় যে, ভারতীয় বাণিজ্য দ্বারা ঐ সমস্ত গন্ধদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন দেশে আমদানি হইত। সম্রাট আগষ্টসদিগের সময়ে রোম নগরের একটি রাজমার্গ কেবল সুগন্ধি দ্রব্যের আপণ শ্রেণীতে পরিপূর্ণ ছিল §। বহুমূল্য

* Peripl. Mar. Eryth p. 22. 28.
Strabo lib. 11. p. 156. A.
" ,, XV. p. 1018: A.
† ,, ,, XVII. p. 1129. C.
‡ Robert. Hist. Dis V. Con-Anc India p. 57.
Nebuhr. Descript. del Arabic Tom I. p. 126.
§ Hor. lib. 11. epist. 1.

প্রস্তর এবং মুক্তাও ভারত হইতে রোমদেশে প্রেরিত হইত। সুদৃশ্য খনিজ ও জলজ দ্রব্যের বাস্তবিক কোনই প্রয়োজন নাই। তবে ইহাতে আছে কি যে লোকে অসম্ভব মূল্যে উহা ক্রয় করে? মাৎসর্য্য ও শূন্য মর্য্যাদা জ্ঞাপক অকিঞ্চিৎকর তামসিক গুণ ভিন্ন ইহাতে আর কিছুই নাই। এই জন্যই কি ঐ সকল দ্রব্য লাভের জন্য এত আগ্রহ ও ধনব্যয়? রোমীয়দিগের বিলাস লালসা ঐ সকল দ্রব্য অসম্ভব মূল্যে ক্রয় করিত। উজ্জ্বল হীরক খণ্ড রোম ও অন্যান্য ইউরোপবাসীর দ্বারা অত্যন্ত সমাদরের সহিত বহুমূল্যে ক্রীত হইত, কিন্তু উহা কি প্রণালীতে কর্ত্তন করিয়া সুদৃশ্য করা যায় তাহা, ইউরোপ-বাসীরা সে সময়ে প্রায় কেহই জানিত না। প্লীনি এত প্রকার মূল্যবান প্রস্তরের বর্ণনা ও ঐ গুলি এরূপ বিশদ-ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন যে, আধুনিক জহুরিরা সকল গুলির নামও জানেন কি না তাহা সন্দেহ। যতপ্রকার বাহ্যাড়ম্বর প্রকাশক দ্রব্য রোম নগরে আমদানি হইত, তাহার মধ্যে মুক্তাই স্থানীয় লোকদিগের নিকট সমধিক আদরণীয় হইয়াছিল। তথাকার সর্ব্ববিধ লোকেই উহা ক্রয় করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিত। যে যেরূপ অবস্থার লোক সে সেইরূপ মুক্তা ক্রয় করিত। ধনীলোকেরা উজ্জ্বল চাকচিক্যশালী বৃহৎ মুক্তার জন্য এবং মধ্যবিত্ত ও সামান্য গৃহস্থেরা স্ব স্ব অবস্থার তারতম্য

অনুসারে মধ্যম ও ক্ষুদ্ররাশি মুক্তার জন্য লালায়িত। সকলেই যেন "মুক্তাপাগল"। জগদ্বিখ্যাত জুলিয়াস্ সিজর তদীয় যম ব্রুটসের গর্ভধারিণীকে যে একটি মুক্তা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার মূল্য ৪৮৪৫৭ পাউণ্ড বা এক্ষণকার সাতলক্ষ ছাব্বিশ হাজার আটশত পঞ্চান্ন টাকা মাত্র! মিশর সম্রাজ্ঞী ক্লিয়োপেটরা রূপসীর মুক্তাসম্বলিত কর্ণাভরণদ্বয়ের মূল্য শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। ইহার মূল্য ১৬১৪৫৮ পাউণ্ড বা এক্ষণকার চব্বিশলক্ষ একুশ হাজার আটশত সত্তর টাকা মাত্র *! অন্যান্য স্থানেও মুক্তা ও হীরকাদি বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান সামগ্রী উৎপন্ন হয়, কিন্তু যে সমস্ত রত্ন রোমে প্রেরিত হইত তাহার অধিকাংশই ভারত ও তৎসমীপবর্ত্তী সমুদ্রজাত †।

অতি পূর্ব্বকাল হইতে রেশম ও রেশমী বস্ত্র ভারত হইতে পশ্চিম ভূমণ্ডলের নানা স্থানে প্রেরিত হইত। রেশম ও রেশমী বস্ত্রের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া বিলাসপরায়ণ রোমবাসীরা আগ্রহ সহকারে উহা ক্রয় করিত। সে সময়ে রেশম অত্যন্ত দুর্মূল্য ছিল। রেশমী পরিচ্ছদ অতি সূক্ষ্ম ও কোমল এবং উহা মূল্যবান হওয়াতে পুরুষেরা তাহা আপনাদের অনুপযোগী ও অব্যবহার্য্য বলিয়া জ্ঞান

* *Plin. Nat. Hist lib. ix. c. 25.*

† *Robert. Hist, Dis Q. Con. anc. India p. 58—59.*

করিত*। ধনাঢ্য লোকদিগের স্ত্রীকন্যারাই এ রেশমী বস্ত্রে পরিশোভিতা হইত। কিন্তু যদৃচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খল যুবক সম্রাট ইলাগবেলসের সময়ে উহা স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই মধ্যে প্রচলিত হওয়ায়, তাহার আদর অভাব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে চলিল। যদিও রোমবাসীরা উক্ত সামগ্রীর অত্যন্ত অভাব ও আবশ্যকতা অনুভব করিয়া সাতিশয় ক্রয়োৎসুক হইয়াছিল, তাহাতেও কিন্তু উহার আমদানি বর্দ্ধিত না হইয়া পূর্ব্ববৎ রহিল। দেশের লোকের অভাব ও ক্রয় শক্তির ন্যূনাধিক্যতাবশতঃ পণ্যসামগ্রীর আমদানি রপ্তানির হ্রাস বৃদ্ধি হয়। রোমে এই নিয়মের বৈপরীত্য ঘটিয়াছিল। ক্রয় জন্য লোকে প্রস্তুত, তাহাদের ধনেরও অভাব নাই, কিন্তু আমদানি অতি অল্প। প্রথমে যখন রেশম রোমে আনীত হয় সেই সময় হইতে প্রায় দুই শত পঞ্চাশ বৎসর কাল উহার মূল্য সমভাবেই ছিল। পাঠকবর্গ! ইহার মূল্য শুনিলে স্তম্ভিত হইবে। সম্রাট অরিলিয়সের রাজত্বকালে এক তোলা রেশম এক মোহরে বিক্রীত হইত। অর্থাৎ রেশম ও স্বর্ণের সমমূল্য ছিল। বোধ হয়, আলেকজণ্ড্রিয়ার বণিকগণ যে প্রণালীতে রেশম সংগ্রহ করিত তাহারই জন্য উহার মূল্য ও পরিমাণের

---

* *Tacit Annal lib* 11. *c* 33.

এরূপ তারতম্য হইয়াছিল। অত্যধিক আবশ্যক, কিন্তু সামগ্রী অল্প, সুতরাং মূল্যও অত্যন্ত অধিক।

অতি প্রাচীনকাল হইতে চীনবাসীরা গুটিপোকার চাস ও তজ্জাত রেশম হইতে সূতা প্রস্তুত করিয়া বস্ত্র বয়ন করিত *। চীন দেশের সহিত আলেকজাণ্ড্রিয়ার বণিকদিগের বাণিজ্যঘটিত কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল না। যে সমস্ত ভারত বন্দরে তাহাদের গমনাগমন ছিল, তথা হইতেই তাহারা রেশম ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত। ঐ সমস্ত রেশম ভারতীয় পোতে আনীত হইয়া বিভিন্ন ভারত বন্দরে বিক্রয়ার্থ সজ্জিত থাকিত। অতএব মিশর বণিকদিগকে দ্বিতীয় হস্ত হইতে রেশম ক্রয় করিতে হইত; অর্থাৎ ভারতীয় পোত-বণিকেরা চীন হইতে রেশম আনিয়া স্বদেশীয় বন্দরে মিশর বণিকদিগকে বিক্রয় করিত †।

সে সময়ে রেশম যে অতি দুষ্প্রাপ্য ছিল তাহার আর সন্দেহ নাই ‡। নচেৎ উহার এরূপ অল্প আমদানি

---

* অধ্যাপক রবার্টসন্ বলেন যে, সে সময়ে কেবল চীন দেশেই রেশম প্রস্তুত হইত।

Robert. Disq. Con. Anc. India p. 60.

† All the silk which they (merchants of Alexandria) purchased in the different ports of India that they frequented was brought together in ships of the country.

Robert. Hist. Disq. Con. Anc. India p. 60.

‡ ১০ম টিপ্পনি দেখ।

ও বহুমূল্য কদাচ হইত না। গ্রীশ ও রোম-বাসীরা রেশমী কার্য্যের অত্যন্ত প্রশংসা করিত, এবং তত্তদ্দেশীয় গ্রন্থকারেরা স্ব স্ব লিপিতে উহার বর্ণনাও করিয়াছেন। কিন্তু রেশম যে কোথায় উৎপন্ন হয়, কিরূপেই বা উহা জন্মায়, আর উহার শিল্প কর্ম্মই বা কিরূপ, সে বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। কাহারও কাহারও এ প্রকার ধারণা ছিল যে, উহা সূত্রবৎ পুষ্প বা পত্রে লম্বিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ উহাকে সূক্ষ্ম পশম বা তুলা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। আর যাঁহারা উহা কীটজাত বলিয়া জানিয়াছিলেন, তাঁহারাও উহা যে কি প্রণালীতে উৎপন্ন হয় তাহার অণুমাত্রও জ্ঞাত ছিলেন না। ঘটনা ক্রমে, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইউরোপে বাস্তব রেশমোৎপত্তির বিষয় প্রথম প্রচারিত হয়।

উপরোক্ত কয়েকটি সামগ্রী ভিন্ন বিবিধ প্রকার অন্যান্য দ্রব্যও ভারত হইতে পাশ্চাত্য দেশে প্রেরিত হইত। ঐ সকল দেশ হইতে ভারতেও কতিপয় দ্রব্য আমদানি হইত। পূর্ব্বোক্ত বহুদর্শী প্রাচীন বণিক এরিয়ান বাণিজ্যাদি সম্বন্ধীয় যে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তৎকালীন বাণিজ্য বিষয়ক কথাবার্ত্তা যেমন লিখিত আছে এরূপ আর কোন প্রাচীন পুস্তকে দৃষ্ট হয় না। ভারতের সহিত মিশরবাসীদিগের

বাণিজ্য ব্যবসায় যেরূপ উহাতে বর্ণিত আছে, কথঞ্চিৎ তাহারই বিষয় এ স্থলে বিবৃত হইবে। অতি পূর্ব্বকাল হইতে সিন্ধুনদীর তটবর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত পাটল নগর পশ্চিম ভারতের একটি প্রধান বাণিজ্যস্থল ছিল। মিশর দেশীয় বণিকপোত সকল যখন বেলাভূমির নিকট দিয়া যাতায়াত করিত, তখন তদ্দেশীয় বণিকেরা এই স্থানে আসিয়া বাণিজ্যকার্য্য সম্পাদন করিত। তাহারা শূন্য জাহাজ লইয়া আসিত না; পশমী বস্ত্র, "চৌঘরা" বল্কল বস্ত্র *, মূল্যবান প্রস্তর, নূতন ধরণের গন্ধ দ্রব্য, সামুদ্রিক কীট-পঞ্জর, লোবান †, কাচপাত্র, অমিশ্রিত রৌপ্য, মুদ্রা ও মদ্য এই সকল দ্রব্য লইয়া আসিত এবং নানাবিধ গরম মশলা, নীলম ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার বহুমূল্য রত্ন, রেশম গুচ্ছ, রেশমীসূত্র, কার্পাস বস্ত্র ও গোলমরিচ এই সমস্ত পণ্যদ্রব্যে পোত পূর্ণ করিয়া স্বদেশাভিমুখে পুনর্যাত্রা করিত। ভারতের পশ্চিম প্রান্তে বারিগাজা নামে অন্য একটি সুবিস্তৃত বাণিজ্য স্থান ছিল। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকর্ত্তা ইহার স্থান নির্দ্দেশও করিয়াছেন; এবং কিপ্রকারে কোন পথাবলম্বন করিয়া তথায় উপস্থিত হওয়া যাইত, তাহাও তন্ন তন্ন করিয়া অতি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

---

* Linen cloth—পট্টবস্ত্রের ন্যায় উহা বল্কলসূত্র হইতে নির্ম্মিত হয়। ইহা শণবৃক্ষ জাত।

† ধূনার ন্যায় আরবজাত গন্ধদ্রব্য।

তদনুযায়ী নর্ম্মদাকূলবর্ত্তী বারোচ * নগরের সহিত উহার স্থিতিবিরোধ হয় না। মধ্যভারতে যে সমস্ত সামগ্রী উৎপন্ন হইত, তাহা নর্ম্মদানদীর যোগে, অথবা স্থল পথে টাগরা নগর হইতে পার্ব্বতীয় পথ †অতিক্রম করিয়া বারিগাজার বাণিজ্য কুঠী সমুহে পহুঁছিত। এই সুবিস্তৃত ভারতীয় গঞ্জে নানাবিধ সামগ্রীর আমদানি ও রপ্তানি হইত।

পূর্ব্ব কথিত দ্রব্যসমূহ ভিন্ন পাশ্চাত্য বণিকেরা ইটালি, গ্রীশ ও আরবস্থান জাত মদ্য, পিতল, টিন, সীসক, উত্তমোত্তম কটিবন্ধ, উদ্ভিজ্জ মধু, শুভ্র কাচ, রক্তবর্ণ সেঁকোবিষ, কৃষ্ণসীসক, এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা এই প্রকাণ্ড হট্টে লইয়া আসিত; এবং এই স্থান হইতে মরকত মণি ‡, সুগন্ধি বৃক্ষ নির্য্যাস, লঙ্কা, বিবিধ প্রকার অরঞ্জিত ও কারুকর্ম্ম বিশিষ্ট

---

* পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীমান এরিয়ান তাঁহার পুস্তকের যে অংশে এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, তাহা উইলফোর্ড সাহেব সবিশেষ যত্ন সহকারে পরিদর্শন করিয়া বলেন যে, আধুনিক দৌলতাবাদই পূর্ব্বকার টাগরা নগর এবং যে পর্ব্বতীয় পথ দ্বারা পণ্যদ্রব্য সমূহ বারোচ নগরে পহুঁছিত সেই পর্ব্বতের নাম বালাঘাট পর্ব্বত। পণ্ডিত রবার্টসনের পুস্তকে এই বিষয়ের যে মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ১১শ টিপ্পনিতে উদ্ধৃত হইল।

† *Onyx.*

‡ *Perip. Mar. Eryth. p. 28.*

("ফুলদার") চিকণ কার্পাস বস্ত্র এবং হস্তিদন্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক আগমন পথের পথিক হইত। ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্তে মুসিরিস নামক যে অন্য একটি বন্দর ছিল, সে স্থানেও পাশ্চাত্য বণিকদিগের গমনাগমন ছিল। যদিও মুসিরিস পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি স্থানের মত বিখ্যাত হয় নাই, কিন্তু বন্দরটি পূর্ব্বভারতের সন্নিকটস্থ হওয়ায় উহার সহিত ব্যবসায়ীদিগের বিশেষরূপ যোগাযোগ ছিল। এরিয়ান বলিয়াছেন যে, এই স্থানে উত্তমোত্তম সৌন্দর্য্যশালী মুক্তা, নানাপ্রকার রেশমী বস্ত্র, মনোহর সুগন্ধি দ্রব্য, কূর্ম্মাভরণ, হীরকাদি বিভিন্ন প্রকার স্বচ্ছ রত্ন এবং রাশি রাশি অত্যুত্তম মরিচ বিক্রয়ার্থ সজ্জিত থাকিত *।

যদিও কোন স্বদেশীয় বা বিদেশীয় গ্রন্থে ভারতীয় বাণিজ্যের আশানুরূপ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কিন্তু যৎকিঞ্চিৎ যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতেই প্রাচীন ভারতবাসীদিগের বাণিজ্য বিস্তারের বিষয় স্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে। যে সমস্ত এদেশীয় সামগ্রী রোম নগরে রপ্তানি হইত, তথাকার নিয়মানুসারে ঐ সকল বিক্রেয় দ্রব্যের উপর যেরূপ শুল্ক নির্দ্ধারিত ছিল তাহারও সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত আছে। পণ্য

* *Periplus Mar Eryth p. 31 32.*

দ্রব্যের ইতরবিশেষে মাশুলেরও তারতম্য ছিল। তদ্দেশীয় প্রাচীন ব্যবহার গ্রন্থে ঐ সকল বিষয়ের সবিশেষ বর্ণনা আছে। এরিয়ান যে সমস্ত ভারতীয় পণ্য সামগ্রীর নামোল্লেখ করিয়াছেন, প্রাচীন রোমীয় আইন পুস্তক তাহার সত্যতা সমর্থন করিতেছে। অতএব উপরোক্ত প্রাচীন গ্রন্থদ্বয় ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য বিস্তারের অকাট্য সাক্ষী বর্ত্তমান রহিয়াছে।

শ্রীমান এরিয়ান আরও দুই তিনটি প্রাচীন ভারত-বন্দরের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু মিশরের সহিত ঐ কয়েকটি স্থানের যে কোনরূপ বাণিজ্য ঘটিত সম্বন্ধ ছিল, তাঁহার গ্রন্থে সে বিষয়ের কিছুমাত্র আভাস পাওয়া যায় না। তিনি লিখিয়াছেন যে, "কুমারিকা অন্তরীপের সন্নিকটস্থ কল্‌চশ * নামক স্থানে বিস্তর মুক্তা পাওয়া যায়, এবং তৎসমীপস্থ করমণ্ডল উপকূলে অন্য তিনটি বাণিজ্যস্থল আছে"। তিনি যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বেরেনিস হইতে যে সমস্ত নৌকা ভারত যাত্রা করিত তাহাদের ঐ তিনটি স্থানের কোনটিতেই গমনাগমন ছিল না। যদিও উপরোক্ত কতিপয় স্থানে পশ্চিমভারত ও মিশরদেশাগত বাণিজ্য দ্রব্য সংগৃহীত থাকিত, কিন্তু

* লঙ্কা ও ভারতের মধ্যবর্ত্তী প্রণালী।

তাহা ভারত-পোত-বণিকেরা স্বদেশীয় জলযান সহকারে নানা স্থান হইতে আনয়ন করিয়া তথায় বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত রাখিত। তাহারা পূর্ব্ব ভারতীয় পণ্য সামগ্রীতে পোত পূর্ণ করিয়া বঙ্গোপসাগর অতিক্রম পূর্ব্বক পশ্চিম ভারতস্থ হট্টসমূহে উপনীত হইত, এবং তত্তৎস্থানে উৎসাহ সহকারে মিশরবণিকদিগের সহিত বাণিজ্য ব্যবসায়ে ব্যাপৃত হইত। ক্ষুদ্র, মধ্যম, বৃহৎ বিবিধাকার ও বিবিধ নামের ভারতবর্ষীয় অর্ণবযান সমূহ মলক্কা ও গঙ্গানদী সমীপস্থ নানাদেশে যাতায়াত করিয়া বাণিজ্য কর্ম্মে নিয়োজিত থাকিত। এরিয়ান্ কয়েক খানির নামও নিজ পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন *।

ষ্ট্রাবোর মৃত্যুকাল হইতে টলেমির সময় পর্য্যন্ত † পাশ্চাত্য দেশের সহিত ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের সমধিক উন্নতি হইয়াছিল। তখনও গ্রীক বা রোমান নাবিকদিগের পূর্ব্ব ভারত বা তদপেক্ষা দূরতর পূর্ব্বরাজ্য সমূহে যাতায়াত ছিল না। টলেমি বলিয়াছেন যে, গঙ্গানদীর মোহানা হইতে মলয়দেশ পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত ভূভাগে অনেক গুলি বাণিজ্যস্থান বিদ্যমান ছিল, কিন্তু ঐ সকল স্থলের পরিচয় দিবার সময় তাহাদের স্থিতি নির্দ্দেশের বিরোধ ঘটাইয়াছেন, ও কোন দেশীয় জলযান সমূহ

---

* *Peripl. Mar. Erythr. p. p. 33-36*

† ২৫ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্রাবোর মৃত্যু হয়।

তথায় গমনাগমন করিত তাহারও কোন উল্লেখ করেন নাই। যদি আলেকজাণ্ড্রিয়ার বণিক সম্প্রদায়ের বঙ্গোপসাগর অথবা মলয়দেশস্থ বন্দরাদিতে যাতায়াত থাকিত, তাহা হইলে ঐ সকল স্থানের আকৃতি ও অবস্থান নিরূপণ করিতে টলেমির ভ্রম হইত না *। উপরোক্ত প্রসঙ্গে ইহাই সঙ্গত বোধ হয় যে, ও সময়ে পাশ্চাত্য সাগর তরণি পূর্ব্বভারত বা তদ্বহির্ভূত প্রাচ্যভূমিতে গমন করিত না। ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, বিভিন্ন প্রতীচ্যদেশবাসী বণিকেরা চীন, ভারত ও ভারত-সমুদ্রা-ন্তর্গত দ্বীপোৎপন্ন সামগ্রী সমুদায় সংগ্রহ পূর্ব্বক মিশরে লইয়া যাইত, এবং তথা হইতে সেই সকল রোম ও অন্যান্য স্থানে পরিব্যাপ্ত হইত। কিন্তু ঐ সমস্ত পণ্য দ্রব্য ভারত বণিকেরা স্বদেশীয় অর্ণবযান সহকারে মালবর উপকূলস্থ মুসিরিস ও অন্যান্য বন্দরে লইয়া আসিত। মিশর বণিকেরা এই সকল স্থানে আগমন করিয়া আপনাদিগের আদানপ্রদান কার্য্য সমাধা করিত। বহুদর্শী এরিয়ান বাণিজ্যার্থে কয়েকবার সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি স্বসাময়িক ও তৎপূর্ব্বকার বাণিজ্য সম্বন্ধীয় যে একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তদ্দারা আমরা অবগত হই যে,

* *Robert. Hist. Disq. Con. Anc. India. p. 89-90.*

করমণ্ডল ও মালবরবাসীদিগের বাণিজ্য ব্যবসায় স্বদেশীয় সমুদ্রপোত দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত এবং সকল সময়েই কতকগুলি ভারতীয় অর্ণবযান মুসিরিস বন্দরে উপস্থিত থাকিত *। সে সময়ে বারিগাজার আন্তর্দেশিক বাণিজ্য যে প্রবল ভাবে চলিতেছিল তাহারও বিবরণ উহাতে সন্নিবেশিত আছে †। পণ্ডিতবর ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন যে, টাপ্রোবেনের ¶ বহুমূল্য দ্রব্য সকল ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন বন্দরে আমদানি হইত §। মিশর বণিকেরা ঐ সকল বাণিজ্যাগার হইতে পণ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া এক বৎসরের মধ্যে সমুদ্র যোগে ভারত গমনাগমন সমাপিত করিত। অগ্রেই উক্ত হইয়াছে যে, তাহাদের পূর্ব্বভারত ও অন্যান্য দূরতর পূর্ব্বদেশ সমূহে গতিবিধি ছিল না। যদ্যপি তাহাদের পশ্চিম ভারত ভিন্ন দূরতর প্রাচ্যভূমিতে গতায়াত থাকিত তাহা হইলে তাহারা কখনই এক বৎসরের মধ্যে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিত না। উহাদের পোত সকল যে প্রকার ক্ষুদ্র ও অশক্ত ছিল, তাহাতে বহুদিনোপযোগী অধিক খাদ্য দ্রব্য রাখিবার স্থানাভাব হইত, এবং সৈকত ভূমি ত্যাগ করিয়া মধ্য সমুদ্রে

---

* *Perip Mar. Eryth. p. 34.*

† *Ibid p. 30.*

¶ ইহাকে সারণ দ্বীপ, সিংহল দ্বীপ বা লঙ্কা দ্বীপ কহে।

§ *Robert. Hist. Disq Con. Anc. India p. 91.*

পোত বাহিত করাও অসম্ভব ছিল। যে ভাবের বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে তাহাতে ইহাই স্থির হয় যে, তৎকালে পূর্ব্বদেশের সহিত প্রতীচ্যদেশীয়দিগের বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়কর্ম্ম মালবর উপকূলস্থ বন্দর সমূহে পরিচালিত হইত। যদি তাহাদের বাণিজ্য যাত্রার অত্যধিক প্রসার দেওয়া যায়, তাহা হইলে কুমারিকা অন্তরীপ বা লঙ্কাদ্বীপ অবধি উহার সীমা হইতে পারে। প্রথম টলেমির রাজত্বকাল হইতে মুসলমানদিগের মিশর জয় পর্য্যন্ত প্রায় সহস্র বৎসরকাল পূর্ব্বোক্ত রূপে সমভাবে ও সমপথে, ভারতীয় সামগ্রী ইউরোপ ও উত্তর পশ্চিম এসিয়াতে সঞ্চালিত হইত। টলেমির সময়ে আলেকজাণ্ড্রিয়াস্থ গ্রীশীয় বণিক, মিশর রোমরাজ্য ভুক্ত হইলে রোমীয় বণিক এবং কন্‌স্টান্‌টিনোপল যখন রোমবাসীদিগের হস্তগত হয় তখন তদ্বাসী বণিক সম্প্রদায় পর্য্যায়ক্রমে ভারতবাণিজ্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। যখন যাহাদের শ্রীবৃদ্ধিসূর্য্য উদয়াচলে আবির্ভূত হইত, তখন তাহারাই আগ্রহ সহকারে মানবারাধ্য ভারত বাণিজ্যে নিযুক্ত থাকিয়া ধন মানে বিভূষিত হইত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রোমীয় সম্রাট জাস্‌টিনিয়নের * সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বে দূরদেশে আবিষ্ক্রিয়া বা সমুদ্রযাত্রার কোনরূপ নূতন সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাঁহার সমকালীন কস্‌মস নামে একজন মিশর বণিক বাণিজ্যার্থে কয়েক বার ভারতে আসিয়াছিলেন। পশ্চিম ভারতের বিষয় তিনি উত্তমরূপ অবগত ছিলেন এবং তথাকার অনেক-গুলি স্থানের বিবরণও প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি কহিয়াছেন যে পশ্চিম ভারত মরিচ ব্যবসায়ের একটি প্রধান স্থান এবং তদন্তঃপাতী মালনগর † উৎকৃষ্ট বাণিজ্য স্থল। তাঁহার দ্বারা আরও আমরা জ্ঞাত হই

---

* খ্রীষ্টাব্দের ৫২৭ হইতে ৫৬৫ পর্য্যন্ত ইনি রাজত্ব করেন।

† বোধ হয় এই নাম হইতে মলবর দেশ ও মলদ্বীপ পুঞ্জের নাম উৎপন্ন হইয়াছে।

যে, তাপ্রোবেন দ্বীপ পারস্যোপসাগর ও চীন দেশের মধ্যস্থিত এবং সমদূরবর্ত্তী হওয়ায় উহা একটি প্রকৃষ্ট বাণিজ্য স্থান হইয়া উঠিয়াছিল। চীনাদি পূর্ব্বদেশ জাত বিবিধ প্রকার মূল্যবান দ্রব্য ও গরম মশলা তাপ্রোবেনে আমদানি হইত এবং তথা হইতে সমগ্র ভারত, পারস্য ও আরব্যোপসাগর সন্নিকটস্থ স্থান সমূহে রপ্তানি হইত। কসমস উহাকে শীলদ্বীপ নামে বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্ব্বদেশীয় লোকেরা উহাকে সারণ দ্বীপ বলিয়া থাকে।

এই সময়ে * পারস্যবাসীরা সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক কুসংস্কার শৃঙ্খল দূরে নিক্ষেপ করিয়া সাগরযোগে ভারতাগমন পূর্ব্বক বাণিজ্যক্ষেত্রে রোমীয় বণিকদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দিতায় প্রবৃত্ত হইল। ইহাতে বাণিজ্য ব্যবসায়ের বিশেষরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। তৎকালে গ্রীস ও রোমীয় রাজসংসারে রেশম নির্ম্মিত পরিধেয় ও গৃহ সজ্জার অতিশয় ব্যবহার হইয়াছিল। পারস্য ভারতের সন্নিকটস্থ থাকায়, তদ্দেশীয় লোকদিগের ভারত যাতায়াত অতি সুবিধাজনক হইয়াছিল। ভারতবর্ষের যে যে স্থানে রেশম আমদানি হইত তত্তৎস্থানে তাহারা সমুদ্রযোগে আগমন করিয়া মিশরাদি বণিকগণের স্থলাভিষিক্ত হইল। এই রাজাধিরাজ বাঞ্ছিত স্বর্ণমূল্য সামগ্রী ক্রমশঃ দূরতর

* খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে।

পশ্চিম দেশীয় বণিকদিগের হস্তচ্যুত হইয়া পারসীক বণিকগণের করায়ত্ত হইয়া পড়িল। যে কয়েকজন ব্যবসায়ী গ্রীশ রাজ্যের জন্য রেশম সংগ্রহ করিতে স্থল পথে উত্তরপারস্থ সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক চীন সাম্রাজ্যে উপস্থিত হইত, তাহাদিগকে পারসীকেরা নানাপ্রকারে উৎপীড়ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। এইরূপ নানা-বিধ ন্যায়ান্যায় পথ অবলম্বন করিয়া তাহারা কিছু কালের জন্য রেশম ব্যবসায় স্বজাতীয় বণিকদিগের আয়ত্তাধীন করিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং যে সকল পাশ্চাত্য বণিকেরা পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া ভারত বণিকদিগের নিকট রেশম ক্রয় করিত, এক্ষণে তাহারা পারসীক বণিকগণের হস্তে পতিত হইয়া অধিক মূল্যে উহা ক্রয় করিতে বাধ্য হইল। "এক চেটিয়া" হওয়াতে রেশমের মূল্য অগ্নিতুল্য হইয়া উঠিল। প্রতি-পক্ষদিগের গ্রাস হইতে কি প্রকারে রেশম ব্যবসায়টি উদ্ধার করিয়া স্বহস্তে লইয়া আসিতে পারে, তদুপায় উদ্ভাবন করিতে প্রতীচ্য লোকেরা অতিশয় চিন্তিত হইয়াছিল। রেশম ব্যবহার তাহাদের অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। উৎসন্নের বীজ বিলাস তাহাদিগকে ঘৃণিত কীট লালার ক্রীতদাস করিয়া সুদৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছে। কুক্কুর-বৃত্তি দাসত্ব করিব, তত্রাচ রেশম-প্রভুর হস্ত হইতে মুক্তির চেষ্টা করিব না। ছি ছি মানব

প্রকৃতি! তুমি যতই সভ্য ও স্বাধীন বলিয়া আপনাকে মনে কর, কিন্তু তোমার দাসত্ব ঘুচিবে না। নানা অনাবশ্যক পরিহরণীয় বিষয়ের কিঙ্কর হইয়া তোমাকে চিরজীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। যুক্তকলম-সম্ভূত বৃক্ষের * এইরূপই ফল।

পারস্য বণিকদিগের "এক চেটিয়া" রেশম ব্যবসায় কি প্রকারে বিচ্ছিন্ন হয়, যখন সেই চিন্তায় পাশ্চাত্য রাজাধিরাজ ও তদীয় প্রজাবর্গ উৎকণ্ঠিত, সেই সময় এক অভাবনীয় ঘটনা উপস্থিত হইল—চিন্তাকুল ব্যক্তিদিগের মনস্তাপ দূর হইবার সূচনা হইল। রেশম ব্যবসায় জাতি-সাধারণের আয়ত্তাধীন হইবার পথ প্রশস্ত হইয়া আসিল। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্য ভাগে দুইজন যীশুধর্ম্ম প্রচারক দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া চীন দেশে উপস্থিত হইয়া-ছিলেন। এই স্থানে আগমন করিয়া তাঁহারা রেশমোৎ-পত্তি ও তাহার শিল্প কর্ম্মের বিষয় বিশেষরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে কতকগুলি কোষকীট লইয়া যাইতে মানস করিলেন। তৎকালে চীন দেশে এরূপ কঠোর রাজনিয়ম ছিল যে, যে কেহ রেশমোৎপাদক কৃমি বা তাহার ডিম্ব ভিন্নদেশে লইয়া যাইবে বা প্রেরণ করিবে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। অতএব ঐ বিধি লঙ্ঘন করিয়া স্থানান্তরে গুটিপোকা বা তাহার ডিম্ব

---

* বিলাস ও ব্যসন সম্ভূত সভ্যতা বৃক্ষ।

প্রেরণ অতিশয় দুঃসাহসিক কর্ম্ম, তাহার আর সন্দেহ কি? অন্যদিকে যীশুর দশাজ্ঞার ভিতর চৌর্য্য কর্ম্ম নিষেধ। যাজকদ্বয় ইহাতেও প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না, তাঁহারা কতকগুলি গুটিপোকার ডিম্ব বংশদণ্ড মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া রাখিলেন এবং উহা ভ্রমণ-যষ্টিরূপে সঙ্গে লইয়া কনষ্টান্‌টিনোপলে গমন করিলেন। রেশম কিরূপে জন্মে, ও ইহার কারু কর্ম্মের পদ্ধতিই বা কিরূপ, ইতিপূর্ব্বে ইউরোপবাসীরা সে সকল বিষয়ের অণুমাত্রও জানিত না। লোভের বশীভূত হইয়াই হউক বা রোমীয় সম্রাটের অনুগ্রহ প্রাপ্তির জন্যই হউক, যাজকদ্বয় স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদান ও চীন রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া তদ্দেশ হইতে কৃমিডিম্ব লইয়া কনষ্টান্‌টিনোপলে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তত্রত্য সম্রাটকে রেশমের আদ্যোপান্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন। ইউরোপ খণ্ডে ঐ গুপ্তাণ্ড দ্বারাই প্রথমে গুটিপোকার চাষ আরম্ভ হয়। তদবধি তেরশতবৎসরের মধ্যে সমগ্র ইউরোপ খণ্ডে উক্ত কীট পালন ব্যবসায় বিস্তৃত হইয়া পড়িল। যতই গুটিপোকার চাষ তথায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তৎপরিমাণে পূর্ব্বদেশ জাত রেশমের আমদানিও মন্দীভূত হইয়া আসিল। সুতরাং রেশমের মূল্যও ক্রমশঃ নিম্নগামী হইল। পারস্য চীন, ভারত ও আরবাদি দেশীয় বণিকদিগের উত্তপ্ত শোণিত শীতল ভাব ধারণ করিল।

সংসারের কোন বিষয়ই চিরস্থায়ী নহে। ভুবন-বিখ্যাত রোমীয় সম্রাটেরাও ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যকে বহুকাল আয়ত্তাধীন করিয়া রাখিতে পারেন নাই। খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কস্‌মশ নামে মিশর বণিক এইরূপ লিখিয়াছেন যে, তৎকালে ভারত সমুদ্রে রোমীয়দিগের খ্যাতি প্রতিপত্তির লাঘব হইয়া পারসীক-দিগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাইতেছিল। কেবল ভারত সমুদ্রে নহে, সর্ব্বত্রই রোমীয়দিগের ঐ দশা ঘটিতেছিল। বিশাল রোমরাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল, সুতরাং রাজশ্রী ও জয়শ্রীর সহিত তাহাদের গৌরব ও কীর্ত্তিকলাপও অন্তর্হিত হইতেছিল। প্রচণ্ড রোমীয়-সূর্য্য মলিন হইয়া অস্তাচলে ধাবমান হইল। ভোগাসক্ত বিলাস-পরায়ণ হইলে লোকের পরিণাম যাহা হয়, এ জাতির তাহাই ঘটিল। ইতিহাসই ইহার সাক্ষ্যস্থল। ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রকাশ পায় যে, ইহাদের ন্যায় অনেক জাতিই উন্নতিমার্গে পদবিক্ষেপ করিতে করিতে যেমন ভোগাসক্ত হইয়া পড়ে, সেই সময়েই তাহাদের অধঃ-পতনের সূত্রপাত হয়। প্রাচীন সভ্যজাতি মাত্রেই এইরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া বংশাবলীকে নিগ্রহ ভাজন করিয়াছে। অনভিজ্ঞতার ফল সম্পূর্ণই ফলিয়াছে। কোন কোন জাতি ইতিহাস পাঠে বিজ্ঞতা লাভ করিয়াও অসাবধানতা প্রযুক্ত ক্রমশঃ সমৃদ্ধিজালে আবদ্ধ হইতেছে।

যে ধনাগমে জাতীয় উন্নতির পথ পরিষ্কার করে,যাহা দ্বারা লোকে ইহ জগতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয়, যাহা সুখ সমৃদ্ধির মূল, যাহাতে লোকে যশস্বী ও প্রতাপান্বিত হয়, বা যাহার বলে অসাধ্য সাধন হয়, সেই কামদ ধনের জন্য লোকে শত সহস্র মানব শোণিতে ধরণী প্লাবিত করিতেছে, আপনার প্রাণাপেক্ষা উহাকে অধিকতর গুরু ও প্রিয় বোধ করিয়া তাহার জন্য সকল প্রকার বিপদেই ঝম্প প্রদান করিতেছে, ধর্ম্মজ্ঞান তিরোহিত করিয়া পাপানুষ্ঠান করিতেছে, হিতাহিত জ্ঞান পরিত্যাগ পূর্ব্বক হিংস্র জন্তুর নৃশংস ভাব ধারণ করিয়া নানাপ্রকার বধকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে, কিন্তু বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছে যে, ধন কেবল সুখোন্নতি করে না, ইহাতে অনিষ্টও সংঘটিত হয়। ধন সম্পত্তিরও শুক্ল ও কৃষ্ণ দুই বিপরীত পৃষ্ঠ আছে, অর্থাৎ ইহারও দুই প্রকার গুণ আছে ; প্রথম গুণ উন্নতি ও দ্বিতীয় বা পরবর্ত্তী গুণ অধঃপতন। প্রথমে ঐশ্বর্য্য ও শক্তিবৃদ্ধি, পরে তৎসহচর ভোগ বিলাস,তৎপরে তদনুচর অধঃপতন ও নাশ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া থাকে। কখনও বিশৃঙ্খল হয় না, বা অদ্যাবধি হইতে দেখা যায় নাই। উন্নতির কারণ যে ধন তাহাই আবার আবহমান কাল অবনতিরও কারণ হইয়া আসিয়াছে। মিশর, ফিনিসিয়া, গ্রীশ ইত্যাদি দূরদেশবাসীতে এই দ্রব্য-গুণ সম্যকরূপে ফলিয়াছে। ইতিহাস দর্পণে দেখিলে উহাদের

ন্যায় বা তদধিক ফলভোগী অন্য এক জাতির মূর্ত্তি নিকটেই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের উপর উক্ত দ্রব্য এরূপ নিজগুণ প্রকাশ করিয়াছে যে,যেন জগৎকে দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্যই স্ব পরিচয় মূর্ত্তিমান করিয়া রাখিয়াছে। টাকা, কড়ি, ধন, রত্ন এইগুলি মনে হইলেই জ্ঞান হয় যে, উহা দ্বারা মনুষ্যের উন্নতি হয়, কিন্তু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হয় যে, ধন সামগ্রীর ভিতর এক মানব-নাশিনী শক্তি প্রচ্ছন্ন ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ধন সম্পদ এলোপ্যাথিক ডাক্তারদিগের নানা উপকরণ সম্বলিত মিশ্রৌষধ। নানাগুণসম্পন্ন নানা ঔষধ সম্মিলিত হইয়া রাসায়নিক প্রথানুসারে যে অপরিজ্ঞাত ফলোৎপাদন করে ও তাহাতে সময়ে সময়ে যে কত বিপদ ঘটিয়া থাকে, তাহা মিশ্রৌষধ ব্যবস্থাকারীরা নিজেও বলিতে পারেন না। যতদিন না নৈতিক চিকিৎসকেরা তাঁহাদের ভোগবিলাস ব্যাধি নিরাকৃত করিতে সমর্থ হইবেন, ততদিন ধনের প্রচ্ছন্ন শক্তি অবশ্যই প্রকাশ পাইবে। ধনৈশ্বর্য্য সম্পন্ন ঊর্দ্ধগামী জাতির অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।

দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী মানব-সম্প্রদায়-বিশেষ অর্দ্ধ জগদ্ব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে প্রজাশাসন ও রাজ্যরক্ষণ পূর্ব্বক মান সম্ভ্রম ও ধনৈশ্বর্য্যে বিভূষিত হইয়াছেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই মহাবলশালী

মায়াবী বিলাস অতর্কিত ভাবে দেশ মধ্যে প্রবেশ করিয়া সে জাতিকে হতবুদ্ধি ও শ্রীভ্রষ্ট করিয়াছে। ইহার চক্রে পতিত হইলে কাহারও নিস্তার নাই। প্রকৃত মানবারাধ্য জ্ঞান, বুদ্ধি, ধন, মান, আত্মমর্য্যাদা, স্বাস্থ্য সকলই বিলুপ্ত হয়। ইহারই সংস্রবে রোমীয়দিগের বল, বীর্য্য, সাহস, সম্পত্তি সমস্তই নিম্ন দিকে ধাবমান হইল এবং পরিশেষে আত্মরক্ষা করিবার সামর্থ্যও রহিল না। তৎকালে যে পরিমাণে তাহাদের প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য ক্ষয় হইতে লাগিল, সেই হিসাবে তাহাদিগকে ভারতবর্ষীয় সুভোগ্য সামগ্রী লাভে বঞ্চিত ও তদীয় বাণিজ্যে নিবৃত্ত হইতে হইল, এবং যেরূপ নদীর এককূল ভগ্ন হইলে বিপরীত কূল প্রসারিত হয়, সেই প্রকার রোমীয় বণিকদিগের প্রতিপত্তি ধ্বংস হইয়া পারসীক বণিকদিগের সৌভাগ্য পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল। পারসীক ব্যবসায়ীরা নবোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া দাক্ষিণাত্যের উপকূল ও সিংহল দ্বীপে গমনাগমন পূর্ব্বক বাণিজ্যকার্য্যে নিযুক্ত হইল এবং কেহ কেহ সমধিক উপার্জ্জনের নিমিত্ত তথায় বাস করিতে লাগিল। কিছুকাল ভাগ্যলক্ষ্মী ইহাদের সহায় রহিলেন, কিন্তু যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলভুক্ত বিচ্ছিন্ন আরবেরা মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বনে একত্রীভূত এবং তদাজ্ঞায় ভিন্ন ধর্ম্মলোপ ও তদীয় উপাসকগণের সুখ সভ্যতা ও কীর্ত্তিকলাপ

বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অগ্নি ও তরবারি সহকারে মিশর ও পারস্য রাজ্যাদি বশীভূত করিয়া পাশবিক বল প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন বাহুবলের সহিত তাহাদের বাণিজ্য ব্যবসায়ও অগ্রসর হইতে লাগিল। এই নূতন সম্প্রদায় পারস্য বণিকদিগের স্থলে উপস্থিত হইয়া সমৃদ্ধিপ্রদ ভারত বাণিজ্যে বাহুল্য রূপে ব্যাপৃত হইল। উল্লাসিত আরবেরা বাণিজ্যার্থে চীন দেশেও গমনাগমন ও বসতি করিয়াছিল। মিশর, গ্রীস ও পারস্যবাসীরা রণক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া বাণিজ্য ক্ষেত্রেও পরাভূত হইল। চীন রাজ্যে গমনাগমন করাতে হিন্দুবণিকদিগেরও ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। বিখ্যাত ওমর নামক খলিফা পারসীক সমুদ্রের উত্তরদিকে বসরা নগর স্থাপিত করিয়া, ইহাকে ভারত বাণিজ্যের প্রধান স্থল করিয়াছিলেন। কতিপয় প্রাচীন গ্রন্থকারের বর্ণনাক্রমে নিঃসংশয়ে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে এবং অবশ্যই তাহার পূর্ব্বাবধি ভারতবর্ষের এবং বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যের সমস্ত পশ্চিম উপকূল ধনৈশ্বর্য্য ও বাণিজ্যের আড়ম্বরে পরিপূর্ণ ছিল। এই বিবরণ পাঠ করিলে মনোমধ্যে এরূপ চিত্র আবির্ভূত হয়, যেন উত্তরে সিন্ধু-নদীর মোহানা হইতে দক্ষিণে লঙ্কাদ্বীপ পর্য্যন্ত এক সুদীর্ঘ আপণ শ্রেণী সুসজ্জীভূত রহিয়াছে। আরব, মিশর, রোম, টায়র, পারস্য ইত্যাদি নানা দেশীয় বিভিন্ন

বেশধারী বিভিন্নভাষী বণিকেরা উক্ত বিপণি সমূহে সমাগম পূর্ব্বক নানাবিধ ভোজ্য ভোগ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া স্ব স্ব দেশে প্রতিগমন করিতেছে *।

আর হিন্দু নাবিকেরা অতিশয় যত্নপূর্ব্বক স্বদেশের উপকূলে বাণিজ্যঘটিত বিবিধ কর্ম্ম সম্পন্ন করিত। নদী মুখ হইতে সমুদ্রযানের পণ্য দ্রব্য উদ্ধার, সমুদ্র তীরস্থ এক আপণ হইতে আপণান্তরে দ্রব্য পরিচালন ও বন্দরান্তরে যাত্রী লইয়া গমনাগমন, বিদেশীয় সমুদ্র-পোতের সুপথ প্রদর্শন ইত্যাদি ব্যাপারে নিয়ত নিযুক্ত থাকিয়া মহোৎসাহ সহকারে কার্য্য সাধন করিত।

এইরূপ বর্ণনা আছে যে, দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূলের সহিত আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলের পরস্পর বাণিজ্য বিষয়ক যোগাযোগ ছিল। গ্রীক ও রোমীয় বণিকদিগের সহিত ইহার কোন সংস্রব ছিল না। অতএব বোধ হয়, বহু পূর্ব্বকালাবধি এই বাণিজ্য

---

* এই বিষয় কেবল কল্পনা নহে, বাস্তবিকই মিশরাদি বণিকেরা পশ্চিম ভারতস্থিত অনেকগুলি স্থান হইতে বিবিধ প্রকার সামগ্রী লইয়া যাইত। ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে বারোচ, সুপার, নীলেশ্বর প্রভৃতি বিস্তর নগর অত্যুৎকৃষ্ট বাণিজ্য স্থান ছিল। তন্মধ্যে বারোচ নগর অতি সমৃদ্ধি সম্পন্ন ও বাণিজ্যাড়ম্বরে পূর্ণ ছিল। ভিন্‌সেণ্ট সাহেব ঐগুলির সবিশেষ বিবরণ করিয়াছেন।

Vincent's Commerce of the ancients in the Indian Ocean vol. II.

প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। অতি পূর্ব্বাবধিই ঘৃত, তৈল, শর্করা, তণ্ডুল, কার্পাস বস্ত্রাদি পণ্য সামগ্রী পরিপূরিত সমুদ্রপোত সমুদায় দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম প্রান্ত হইতে মহাসাগরের মধ্য স্থান দিয়া অপর পারে (আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে) উপনীত হইত *।

পূর্ব্বকালীন ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের যেরূপ বর্ণনা করা হইল, তাহাতে প্রায় ইহাই প্রকাশ হইতেছে যে, সচরাচর পাশ্চাত্য বণিকেরাই ভারতীয় গঞ্জ সমূহে আগমন করিয়া আদান প্রদান কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। কিন্তু স্বদেশীয় বাণিজ্য বিস্তার করিতে ভারত বণিকদিগেরও উদ্যমোদ্যোগ ও আড়ম্বরের ত্রুটি ছিল না। চারি পাঁচ সহস্র বৎসরেরও পূর্ব্বে যে এ দেশীয় লোকেরা স্থলপথ ও সমুদ্র পথে বিচরণ করিয়া বাণিজ্য ব্যবসায় সম্পাদন করিত, সুপ্রাচীন বেদ শাস্ত্রে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ও মন্বাদি পরবর্ত্তী গ্রন্থে বণিকদিগের বাণিজ্য বিধানের মধ্যে সমুদ্র-যান ভাটক ও সমুদ্রগ বণিকদিগের ঋণ গ্রহণাদির বিষয় স্পষ্টরূপে ব্যক্ত আছে। এতদ্দ্বারা আমরা নিশ্চয়ই অবগত হইতেছি যে, অতি পূর্ব্বকালে বেদাদি শাস্ত্র রচনার সময়ে ও তাহারও পূর্ব্বে হিন্দুগণ সমুদ্রযোগে দেশ দেশান্তরে

---

* *Vincent's Commerce of the ancients in the Indian Ocean* vol. II. p. 212. ১২শ টিপ্পনী দেখ।

গমনাগমন করিয়াও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইত না; জাতি-বিভক্ত হইলেও জাতিভ্রষ্ট হইত না। রামায়ণ ও মহাভারতে সমুদ্রবর্ত্তী দ্বীপ ও দেশবিদেশ যাত্রার প্রচুর প্রমাণ আছে; এবং দুই একখানি পুরাণ ব্যতীত অন্যান্য পুরাণ বায়ু, মার্কণ্ডেয়, বরাহ, ভাগবত, হরিবংশ ইত্যাদি প্রায় যাবতীয় শাস্ত্রে সমুদ্রযাত্রার উল্লেখ আছে। ইহাতেও কি স্বীকার করা যায় যে, হিন্দুদিগের আবহমান কাল সমুদ্রমার্গে গতায়াত ছিল না? ইহাতেও কি স্বীকার করা যায় যে, হিন্দুরা বিদেশ গমনে চিরকাল পরাঙ্মুখ ছিল? কৃষিবাণিজ্য বিষয়ক দুই একখানি স্বদেশীয় গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা দুষ্প্রাপ্য। সে কালে শক্রনিপাত, বীরত্ব, যাগযজ্ঞ, ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব, হোম, জপ, এবং বিশেষতঃ নীত্যাবরণে আচ্ছাদিত "দেহি" বিধান ও দেবতা ও মানবদিগের ব্যভিচার বিভ্রাট লইয়া প্রায় বহুসংখ্যক পুস্তকের অধিকাংশ পরিপূরিত হইয়াছে। বোধ হয় কৃষি শিল্প ব্যাণিজ্যাদির বিষয়ে কালব্যয় অনাবশ্যক ভাবিয়া ঐ গুলির উপর লেখকদিগের লক্ষ্য ছিল না। তবে যে কোন গ্রন্থ লিখিত হউক, তাহাতে নানা কথা আসিয়া পড়ে। একটি ভয়ানক তুমুল যুদ্ধ বর্ণনা হইতেছে, রণজয়ের নিমিত্ত শিবদুর্গার নিকট প্রার্থনা করিতেছে ও নৈবেদ্য ও ছাগাদি উৎসর্গীকৃত হইতেছে। সেই যুদ্ধে রাজার ধনকোষ শূন্য হওয়াতে

তিনি পণ্যদ্রব্যের দ্বিগুণ শুল্ক নির্দ্ধারিত করিলেন এবং ধনাঢ্য বণিক ও প্রজাদিগকে উৎপীড়ন করায় কতকগুলি লোক সে রাজত্ব ত্যাগ করিয়া, কেহ কেহ বা আরবস্তান ও কেহ কেহ বা যবদ্বীপে গমন করিয়া তত্তদ্দেশীয় রাজাদিগের আশ্রয়ে বাস করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইল। এবং যে সকল স্বদেশীয় বণিকদিগের সহিত তথায় তাহাদের সাক্ষাৎ হইল, তাহাদিগকে আপনাদিগের দুর্দ্দশার কথা জ্ঞাপন করিয়া তৎকালে স্বদেশে গমন করিতে নিষেধ করিল। উপরোক্ত বর্ণনা পাঠ করিয়া এই শিক্ষা পাইলাম যে, ঐ লোকেরা কোন ধর্ম্মাবলম্বী, তাহাদের বাণিজ্য ব্যবসায় আছে, এবং তাহারা বিদেশ গমন ও সমুদ্রপথে যাতায়াত করিয়া থাকে। এইরূপ একটি বিষয়ের প্রবন্ধ হইতে নানা তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। এ দেশীয় লোকেরা যে সামুদ্রিক বণিক ছিল, এ দেশীয় লোকেরা যে দেশান্তরে গমন করিত, এ দেশীয় লোকেরা যে অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্যে নিযুক্ত থাকিত, তাহা আমরা কতকটা ঐ ভাবেও জানিতে পারিয়াছি। আর একটি বিশেষ কারণ আছে যাহা হিন্দুদিগের সমুদ্র যাত্রা ছিল বলিয়া সাক্ষ্যদান করিতেছে; ইহা অনতিপ্রাচীন দুই একখানি পুরাণ বা উপপুরাণের সমুদ্রযাত্রা নিষেধক বচন *। ইহাতে কোন্

* কোন কোন স্বদেশীয় পণ্ডিত বলেন যে নিষেধক বচন সাধারণের সমুদ্রযাত্রা রহিত করিবার অভিপ্রায়ে লিখিত হয় নাই। ১৩শ টিপ্পনী দেখ।

বিবেচক লোক বলিবেন আমাদের সমুদ্রযাত্রা ছিল না?

বিদেশীয় গ্রন্থকর্ত্তাদিগের পুস্তকেও ভারতবাসীর সমুদ্রযাত্রা, বিদেশ গমন ও বাণিজ্য বিস্তারের বিষয় ন্যূনাধিক বর্ণনা আছে। যে সময়ের কথা ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, তখন ভারতবর্ষীয় পোত-বণিকদিগের আরবরাজ্যে ও তদ্বহির্ভূত প্রতিবাসী রাজ্যসমূহে গমনাগমন ছিল। এক ফরাশীদেশীয় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "হিন্দুরা যে পূর্ব্বে পারসীক সমুদ্রে ও আরবীয় সমুদ্র-তীরবর্ত্তী ভূমিতে অর্ণবযানে যাতায়াত করিত, আগাথার্চ্চাইডিসের পুস্তকে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় *"। অপেক্ষাকৃত ইদানীন্তনকালে বোগদাদের খলিফা নামক ভূপালদিগের অধিকার সময়ে কতকগুলি হিন্দুসন্তান দলবদ্ধ হইয়া অস্ত্রশস্ত্র সমভিব্যাহারে টাইগ্রিশ নদী তীরে উপনীত হইয়াছিল †। হমজা ও মসূদি প্রভৃতি পারসীক ও আরবীয় গ্রন্থকারেরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, ভারত পোত-বণিকেরা খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীতে ও তাহার পরেও স্বকীয় সমুদ্রযান আরোহণপূর্ব্বক পারসীক সমুদ্রে এবং টাইগ্রিশ ও ইউফ্রেটিশ নদীতটে অবস্থিত হইয়া বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন ‡। অতএব

* *Journal Asiatique IVe. Serie. Tome VIII. p. 140.*
† *Journal Asiatique, IVe. Serie. Tome VIII: p. 140.*
‡ *Ibid p. 141 & 306.*

আফ্রিকাখণ্ডের পূর্ব্বাংশে সুখতর দ্বীপে হিন্দুদিগের বাস ও অন্যান্য প্রমাণের সহিত ঐক্য করিয়া, ইহা অত্যন্ত সম্ভাবিত বোধ হয় যে, গ্রীক ও রোমীয় রাজাদিগের অধিকারকালে মিশরদেশীয় বাণিজ্যের সময়েও হিন্দুরা তত্তৎস্থানে বাণিজ্যার্থ গমনাগমন করিত। তথাচ অনুমান করি, আরব ও মিশরদেশীয় নাবিকেরা এ বিষয়ে তদপেক্ষা বাহুল্যরূপে ব্যাপৃত ছিল। আরবেরা বাণিজ্যার্থে বহু-কালাবধি সিংহলে ও দাক্ষিণাত্যে বাস করিয়াছিল *। হিন্দুবণিকেরা ভারতসমুদ্রবর্ত্তী দ্বীপজাত এবং এসিয়ার পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত দেশজ পণ্যসামগ্রীসমূহ স্বদেশীয় পোতে আনয়ন পূর্ব্বক সিংহলদ্বীপ ও নিজ দেশীয় বন্দরসমূহে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত রাখিত। এইরূপে কিছুদিন একচেটিয়া বাণিজ্য করিয়া তাহারা প্রচুর ধনোপার্জ্জন করিয়াছিল। মিশরাদি দেশে গমন করিবার অধিক প্রয়োজন ছিল না। তবে অতিলোভী বণিক যে ভারতে ছিল না, এমত নহে। কেহ কেহ সমধিক অর্জ্জন-স্পৃহায় চীন, পারস্য, আরব ও মিশরাদি দেশেও গমন করিত। এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কতকগুলি ভারত বণিক নিজ দেশ হইতে পূর্ব্ব-রাজ্যানীত পণ্যসামগ্রী ক্রয় করিয়া দূরস্থ পশ্চিম দেশ-সমূহে বিক্রয়ার্থ লইয়া যাইত। সকলেই যে একভাবের

---

* আগাথার্চ্চাইডিস ও প্লীনির পূর্ব্বাবধি অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের শতবর্ষ অপেক্ষাও অধিক কাল পূর্ব্বাবধি।

কার্য্য করিবে তাহা সম্ভব নহে। রাজস্থান ইতিহাস-প্রণেতা চিরস্মরণীয় পণ্ডিত টড্‌সাহেব লিখিয়াছেন যে, “পালাস সাহেব অস্ত্রাকান নগরের কৃষ্ণাদি কতিপয় হিন্দু দেবদেবীর পূজার্চ্চনার বিষয় যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর এবং বিশ্বাসমূলক। ঐ স্থানে কতকগুলি হিন্দুবণিকের উপনিবেশ আছে। ইহাঁদের পিতৃপুরুষেরা মূলতান হইতে আসিয়া তথায় বাস করিয়াছিল, তজ্জন্য তাঁহারা মূলতানী নামে পরিচিত। এই হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী ব্যবসায়ীরা সিন্ধুনদ ও কাস্পীয় হ্রদের মধ্যবর্ত্তী যাবতীয় দেশে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। কোন সময়ে যে তাঁহারা কাস্পীয় হ্রদের পশ্চিম সীমানায় বসবাস করিয়াছে, প্যালাস সাহেব কর্ত্তৃক তাহার তদন্ত প্রকাশ হয় নাই।”

এই হিন্দুবণিকেরা অস্ত্রাকান নগরে যে সকল দেবতা ও দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, প্যালাস সাহেব তাহার তদনুরূপ চিত্রসম্বলিত বর্ণনা প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ী বণিকদিগের আরাধ্যদেব কৃষ্ণ, রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন ও জগন্নাথ দেবগণের সম্মুখে অধিষ্ঠান করিতেছেন; শিব ও তদীয় জায়া অস্টভুজারও অভাব নাই। ঐ দেব-প্রতিমূর্ত্তিগুলির দুই পার্শ্বে চিত্র-বিচিত্রিত বৃহৎ ও ক্ষুদ্র তিনটি শিলাখণ্ড বিদ্যমান রহিয়াছে। শিলা কয়েকটি গঙ্গা নদী হইতে সংগৃহীত, এবং অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত ও পূজিত হয়। ভক্তিভাজন

টড্ সাহেব বলিয়াছেন যে, "একজন ভদ্রলোক কিছুদিন অস্ত্রাকানবাসী বণিকদিগের প্রতিবাসী ছিলেন। তাঁহার দ্বারা আমি অবগত হইয়াছি যে, উহাঁরা হিন্দ্কি নামে তথায় আখ্যাত, এবং যদিও বহুকাল হইতে বিদেশে বসতি করিয়া আছে, তথাচ তাঁহাদের সাধুত্ব কোন অংশে অধোগামী হয় নাই।" প্রাচ্যভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত মিচেল সাহেব বলেন যে, "ঐ সকল ঔপনিবেশিক হিন্দুবণিকেরা প্রায় পাঁচশত পরিবারে বিভক্ত; এবং তাঁহাদের সুনাম সুখ্যাতি অতিশয় উচ্চদরের। ভল্গা নদীর সমীপস্থ অস্ত্রাকান নগর একটি প্রাচীন অত্যুৎকৃষ্ট বাণিজ্য-স্থল। নানাদেশীয় ব্যবসায়ীরা এই স্থানে অবস্থিতি করে। কিন্তু হিন্দু বণিকদিগকে লোকে যেরূপ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করে, সেরূপ অন্য কোন দেশীয় বণিকদিগকে করে না; এবং ইহাঁদিগকে প্রাপ্ত হইলে অন্য জাতীয় বণিকদিগের সহিত বিষয় কার্য্য করিতে ইচ্ছা করে না।" * ধন্য ধন্য হিন্দ্কি বণিক মহাশয়গণ! ঈশ্বর আপনাদিগের আয়ুঃ ও যশঃ বর্দ্ধন করুন। পূর্ব্বকালে ভারত বণিকেরা যে সাধু নামে অভিহিত হইত, আপনারাই সেই কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। বৈদেশিক লোকের সংস্রবে

* *Tod's Rajasthan, vol. I. P. P. 414-415*

ভারতবাসী নীতিচ্যুত হইয়াছে * ; বৈদেশিকেরাই আবার ভারতবাসীর দুর্নাম করিয়া থাকে। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, অদ্যাপি সেই সাধু হিন্দু বণিকদিগের অকলঙ্কিত শাখা প্রশাখা বিদ্যমান থাকিয়া ন্যায়-দণ্ড হস্তে পৈতৃক মাতৃভূমির নাম উজ্জ্বল করিতেছেন। হে ভারত! হে ইয়ুরোপ, আফ্রিকা, নব্য আমেরিকা! অস্ত্রাকানবাসী হিন্দু বণিকদিগের বিষয় শ্রবণ করিয়া কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত কর, আধুনিক ও পূর্ব্বকার ভারতের তুলনা কর, আমাদের কতদূর অধঃপতন হইয়াছে তাহা ইহা হইতেই বিবেচনা কর।

রাজস্থান পাঠে অবগত হইয়াছি যে, বিখ্যাত পণ্ডিত ষ্ট্রাবো বলিয়াছেন "ছত্রিশটি ভারতীয় রাজ পরিবারের মধ্যে অনেকেই কাস্পীয় হ্রদের চারিদিকে উপনিবেশ করিয়াছেন †।" বালী ও যবদ্বীপে যে হিন্দুদিগের উপনিবেশ স্থাপন হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

---

* *Those among them (Bengalees), who attain to employments in our (Englishmen's) service, are generally men who have learnt so much of our manners as to corrupt their own.*

T. Wheeler's Early Records of British India. p. 360.

† *Tod's Rajasthan vol I. p. 422.*

যদিও পশ্চিমদিকে উল্লিখিত অস্ত্রাকান, স্থখতর এবং অন্যান্য দূরতর স্থানে হিন্দুদিগের বসবাস ও গমনাগমন করিবার প্রমাণাভাব নাই, যদিও সমুদ্রযান গঠন জাতিবিশেষের ব্যবসায় ছিল, এবং পণ্যপূর্ণ পোত সকল খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে অর্থাৎ দুই সহস্র এক শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে আরব স্থানের যুমান প্রদেশে গমন করিত, যদিও খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এরিয়ান নামক গ্রন্থকর্ত্তা প্রকাশ করিয়াছেন যে, লোহিত সমুদ্রতীর, দক্ষিণ পূর্ব্ব আরবীয় উপকূল এবং ভারতবর্ষের সিন্ধু নদীর মোহনা হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বদিকে করমণ্ডল উপকূলের উত্তর প্রদেশ সমূহ ও তদ্বহির্ভূত কতিপয় স্থান বাণিজ্যাড়ম্বরে পরিপূর্ণ ছিল, যদিও পূর্ব্ব ভারতীয় লোক সমুদ্রযান আরোহণ করিয়া বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর ও বিশাল মহাসমুদ্রের মধ্যদেশ অতিক্রম পূর্ব্বক যবাদি দ্বীপ, মলক্কা ও চীন দেশেও গমনাগমন করিত, যদিও হিন্দুদিগের এথেন্স, কার্থেজ, রোম ইত্যাদি স্থানে গমন করিবার ও জার্ম্মান সাগরে ভগ্নতরণী হইবার ইতিহাস আছে; তথাচ হিন্দুরা যে কখন সমুদ্রযাত্রা ও ভারতবহির্ভূত দূরস্থ দেশে গমন করেন নাই, এই ভ্রম বিশ্বাস এখনও সাধারণকে পরিত্যাগ করে নাই। কি আশ্চর্য্য! আবার যাঁহারা শাস্ত্রের দাস, তাঁহা-

দিগকেও অনুনয় করি যে, যখন স্তূপাকার শাস্ত্র গ্রন্থের মধ্যে মতবিশেষের দুই এক খানির অনৈক্য হয়, বা মত বিশেষের প্রাধান্য রক্ষার্থ উহার দুই এক পংক্তির কূটার্থ প্রবর্ত্তিত হয়, তখন বেদ, স্মৃতি, মন্বাদি শাস্ত্রকে উপেক্ষা করিয়া পুরাণ বা উপপুরাণ বিশেষের সরল বা কুটার্থ নিয়োজিত একটি বা দুইটি ছত্রকে শিরোধার্য্য ও করযোড়ে তাহার অনুগমন করা কতদূর জ্ঞান ও শাস্ত্র সম্মত তাহা তাঁহারাই বিবেচনা করিবেন। চলিত পৌরাণিক ধর্ম্মে উপদিষ্ট হইয়া ভারতবাসী যেরূপ উন্নত হইয়া আসিতেছে, তাহা সভ্য জগতের অবিদিত নাই। হে ঈশ্বর! আর কত দিন অন্ধকার থাকিবে।

পরিশিষ্ট।

প্রথম টিপ্পনী।

কেবল কতকগুলি ভারতীয় শাস্ত্রকার যে স্বার্থপর কপটা-চারী ছিলেন, তাহা নহে; পূর্ব্বতন ইয়ুরোপীয় আচার্য্যেরাও ঐরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস একরূপ, কিন্তু দেখাইতেন অন্যরূপ। আমাদের দেশে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দেবপূজার ব্যবস্থা ও তদীয় আদেশ ও দৈববাণীর বিষয় প্রচলিত আছে, ধূর্ত্ত পাশ্চাত্য পুরোহিতেরাও সেই প্রকার জুপিটার, মিনার্ভা, হরকুলিশ, নেপচুন ইত্যাদি দেবদেবীর অর্চ্চনা এবং লোকবঞ্চক দৈববাণী ও দেবাদেশ প্রচার করিয়া সরলহৃদয় জনসাধারণকে ভ্রান্তি ও কুসংস্কারময় তিমিরে আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশীয় ধর্ম্মব্যবসায়ীরা স্বকপোল-কল্পিত ধর্ম্মকর্ম্মে সাধারণকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য আপনারাও তাহার অনুষ্ঠান করিতেন। আবশ্যকমত স্বপ্রাধান্য-বর্দ্ধক যদৃচ্ছা ধর্ম্মশাস্ত্র কল্পনা ও তদনুযায়ী উপদেশ প্রদান করিতেন। যাহা সত্য বলিয়া তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহা প্রচার না করিয়া, যে সমস্ত ভ্রান্তিময় ও কুসংস্কারপূর্ণ ধর্ম্মকর্ম্ম, আচার ব্যবহার ও অমূলক বিশ্বাসের উচ্ছেদ সাধন তাঁহাদের একান্ত কর্ত্তব্য, স্বার্থের জন্য তাহাই দেশমধ্যে প্রচলন করিতে সমধিক যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন।

যাহাতে অবাস্তব ধর্ম্মকর্ম্মে লোকের প্রবৃত্তি হয়, তজ্জন্য

আচার্য্যেরা নানা প্রকার আড়ম্বর আয়োজন করিতে বিশেষরূপ উদ্যোগী ছিলেন। আপনাদিগের ভোগলালসা তৃপ্ত করিবার জন্য বিবিধ প্রকার সুভোগ্য সামগ্রী দেব-সমক্ষে উৎসর্গ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। শাস্ত্রোক্ত এই সকল বিষয়ের উপর সাধারণের দৃঢ়বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত উহা শিবদুর্গাদি দেবদেবীর উক্তি বলিয়া স্বরচিত শাস্ত্রমধ্যে মিথ্যা কথার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন। যে সকল দেবপ্রতিমা কল্পিত মূর্ত্তি বলিয়া তাঁহারা আন্তরিক অবিশ্বাস ও অমান্য করিতেন, তাহারই উপাসনায় সাধারণকে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য সর্ব্বসমক্ষে ঐ সকল প্রতিমার নিকট আপনাদিগের সংস্কৃত মস্তক অবনত করিয়া প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি দর্শাইতেন। এবং দেবতুষ্টি (অর্থাৎ নিজতুষ্টি) সাধনার্থ দধি দুগ্ধ ক্ষীর মিষ্টান্নাদি অত্যুৎকৃষ্ট চর্ব্বা-চোষ্য-লেহ্য-পেয় নৈবেদ্য সজ্জা ও উত্তমোত্তম পরিধেয় রেশমী পশমী সূত্র ও পট্টবস্ত্র প্রতিমা সন্নিধানে অর্পণ করিতেন। কিন্তু আদানপ্রদান সর্ব্বৈব মিথ্যা, গঙ্গার জল গঙ্গায় থাকিত, অথচ পিতৃপুরুষের উদ্ধার সাধন হইত। ইহাত হইল খাওয়া-পরার ব্যবস্থা, কিন্তু ধনেরও ত আবশ্যক; তজ্জন্য স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা রত্নাদি যথাসাধ্য দক্ষিণা দিবারও বিধি পরিত্যক্ত হইল না। এবং শুভ অশুভ ঘটনা সম্বন্ধেও এইরূপে নিজ ব্যবসায়টি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিলেন। আপনাদিগের জাতীয় পবিত্রতা ও স্পর্দ্ধা স্বকৃত শাস্ত্রমধ্যে এতদূর বর্দ্ধিত করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণবিশেষ জগদীশ্বরের বক্ষেও পদাঘাত করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণনা করিতেও লজ্জাবোধ করেন নাই বা কুণ্ঠিত হন নাই। অধঃপতিত ভারতে সকলই শোভা পায়! এমন অবাস্তবিক

বিষয় জগতে কিছুই নাই যাহা কপট সূত্রবাহিরা নিজ স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত শাস্ত্রে সন্নিবেশিত না করিতে পারেন।

দ্বিতীয় টিপ্পনী।

প্রাচীন লোকেরা জ্ঞাত ছিলেন যে, পূর্ব্বে পারসীকেরা সমুদ্রযাত্রা ধর্ম্মবিরুদ্ধ জ্ঞানে তাহা হইতে বিরত থাকিত। পারসীকেরাও মহান্ আর্য্যজাতির একটি শাখা। আর্য্যজাতি দলে দলে বিভক্ত হইয়া পৃথিবীর নানা স্থানে বসতি করিয়াছেন। তাহার মধ্যে পারসীক ও হিন্দু আর্য্যেরা বহুকাল একত্র ছিলেন। যখন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন, তখনও নিকট বাস প্রযুক্ত পরস্পরের আচার-ব্যবহার-বিশেষ পরস্পরের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং মতভেদ নিমিত্ত বিদ্বেষাগ্নি জ্বলিয়া উঠিলে কটূক্তি বর্ষণও চলিয়াছিল। পারসীকেরাই ভারতকে হিন্দুস্থান অর্থাৎ দাসভূমি বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। ভারতীয় আর্য্যেরাও উহাদিগকে দস্যু অসুর দানব ইত্যাদি ঘৃণিত শব্দে বিশেষিত করিয়াছেন। সিন্ধুনদীর অপর পারে উহাদের বাসভূমি বলিয়া স্থানটি পারস্তান অর্থাৎ পারভূমি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বোধ হয় সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধীয় কুসংস্কার পারস্য হইতেই আমাদের দেশে প্রবেশ করিয়া থাকিবে। পারস্য ও গ্রীশ উভয়ের মধ্যে যে তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহাতে পারস্য দেশীয় এক খানিও অর্ণবযান ছিল না। যুদ্ধ জাহাজগুলি ফিনিসিয়া, সিরিয়া ও সন্নিকটস্থ দ্বীপ ও স্ব-বশীভূত দেশ সমূহ হইতে আয়োজন করিয়া যুদ্ধার্থে প্রেরিত হইয়াছিল। হিরোডটাস্ ও ডাইওডোরাস্

সিকিউলাস্ লিখিয়াছেন যে, "জরাক্‌সস্ যখন বারশত জাহাজ লইয়া গ্রীশ আক্রমণ করেন তখন পারস্য দেশীয় এক খানি জাহাজও উহাতে ছিল না।"

সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক কুসংস্কার যেমন বঙ্গের কোমল মৃত্তিকা মূলবিদ্ধ করিয়াছে এমন আর কুত্রাপি পারে নাই। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরা এই কুসংস্কারের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছে, অজ্ঞ সিপাহিরাও আমাদিগকে হাস্যাস্পদ করিয়াছে।

তৃতীয় টিপ্পনী।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের বর্ণনা করাই মহাভারতীয় সভাপর্ব্বের মুখ্য উদ্দেশ্য। যুধিষ্ঠির মহাপ্রতাপান্বিত হইয়া ধনমানে অন্যান্য নৃপতিবর্গের প্রধান হইয়া উঠিলেন। তিনি তাঁহাদের নিকট কর গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং রাজ-চক্রবর্ত্তী হইবার জন্য রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের অভিলাষ করিলেন। এই বিরাট ব্যাপারের আয়োজন হইতে আরম্ভ হইল। নানা দেশ দেশান্তর হইতে প্রভূত উপঢৌকন আসিতে লাগিল। তাঁহার অভিষেকোৎসবের সময় মিত্র ও অনুগত রাজা-দিগের দ্বারা নানা প্রকার উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল। দত্ত সামগ্রী সমূহের যেরূপ বৃত্তান্ত আছে তাহা অতি বিস্ময়কর ও কৌতূহলোদ্দীপক। বাহ্লিকাধিপতি স্বর্ণমণ্ডিত রথ, কাম্বোজা-ধিপতি শ্বেত বর্ণের অশ্ব, চেদীশ্বর ধ্বজ, মগধেশ্বর উষ্ণীষ ও মাল্য, অবন্তীশ্বর অভিষেক বারি, কাশীরাজ ধনু, মগধাধিপতি শল্য ও খড়্গ ইত্যাদি বিভিন্ন দেশীয় নৃপতিগণ বিবিধ প্রকার সামগ্রী মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিয়াছিলেন।

দ্যূত পর্ব্ব সভাপর্ব্বের অন্তর্গত। ক্রূরমতি দুর্য্যোধন পাণ্ডবৈশ্বর্য্য দর্শনে সাতিশয় মর্ম্মাহত হইয়া নৃপতিবর্গ-দত্ত বহুমূল্য বিচিত্র উপঢৌকন সমূহের যেরূপ বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন, দ্যূত পর্ব্বে তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত আছে। কাম্বোজেশ্বর * উত্তমোত্তম সুদৃশ্য অশ্ব, সুবৃহৎ উষ্ট্র, সবল বামী, † সুন্দর সুন্দর বিড়াল ‡ ও পর্ব্বতীয় পশুলোমজ স্বর্ণ-সূত্র বিভূষিত বস্ত্র § এবং বিবিধ প্রকার পশু চর্ম্ম প্রদান করিয়াছিলেন। মরুকচ্ছদেশবাসী গান্ধার ও তৎসমীপবর্ত্তী দেশীয় অশ্ব মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে উপহার দিবার জন্য লইয়া আসিয়াছিল ‖। বিবিধ প্রকার রত্ন এবং গো, গর্দ্দভ, ছাগ, মেষ, উষ্ট্র, ফলজ মধু ¶, স্বর্ণ ও নানা প্রকার কম্বল লইয়া পারদ, আভীর, বৈরাম ও কিতব দেশীয় লোকেরা উপস্থিত হইয়াছিল **।

---

* মহাভারত রাজতরঙ্গিণী ও অন্যান্য গ্রন্থানুসারে কাম্বোজ দেশ বোখারা রাজ্যের দক্ষিণাংশে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়।

† এস্থলে বামী শব্দের অর্থ ঘোটকী, গর্দ্দভী বা হস্তী। শৃগালীও ইহার একটি অর্থ, কিন্তু বোধ হয় এ অর্থে এ স্থলে প্রয়োগ হয় নাই।

‡ আফগান রাজ্যের দীর্ঘ ও সুকোমল লোমবিশিষ্ট বিড়াল সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। ইহা দেখিতে অতি সুন্দর। প্রায়ই শীত কালে কলিকাতায় বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। একটি ন্যূনাধিক এক শত টাকায় বিক্রীত হইয়া থাকে। মন্দগুলি ত্রিশ চল্লিশ টাকার কমে বিক্রীত হয় না।

§ জরির শাল, কিংখাপ ইত্যাদি। স্বর্ণ সূত্র সম্বলিত কারুকর্ম্ম বিশিষ্ট মনোহর বস্ত্র।

‖ সিন্ধুনদের পূর্ব্বকূলস্থ মরুস্থলী এবং তাহার দক্ষিণে সমুদ্রকূলবর্ত্তী কচ্ছদেশের বিষয় প্রায় কাহারও অবিদিত নাই। অতএব মরুকচ্ছবাসীরা যে সিন্ধু ও কচ্ছদেশ বাসী তাহা এক প্রকার অবধারিত বলিয়া বোধ হয়।

¶ দ্রাক্ষা ফলের নির্য্যাস বলিয়া বোধ হয়।

** সিন্ধু নদের অপর পারে ও সমুদ্রের নিকটে ইহাদের বসবাস ছিল।

উপরোক্ত জাতিদিগের উপঢৌকন প্রদান ভিন্ন অন্যান্য জাতিদিগেরও উপহার প্রেরণের বিষয় বর্ণিত আছে। মধ্য এসিয়াবাসী শকতুখারাদি জাতিরা * যে সমস্ত দ্রব্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিয়াছিল, তদ্বিষয় পাঠ করিলে বোধ হয় যে, সে সময়ে আরণ্য ও পার্ব্বতীয় লোকেরাও শিল্প কর্ম্মে পারদর্শী ছিল। সুদৃশ্য লোমজ, কীটজ, পট্টজ, মৃগচর্ম্মজ, ও সুকোমল মেষচর্ম্মজ বস্ত্র, নানাপ্রকারের উত্তমোত্তম খড়্গ ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার অস্ত্রাদির সহিত সুগন্ধ দ্রব্য ও মূল্যবান রত্নাদি উপঢৌকন প্রেরণ করিবার বর্ণনা আছে।

মহাবীর্য্যবান সম্রাট ভগদত্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধিপতি ছিলেন †। তিনি যবনগণের সহিত দ্রুতগামী সুলক্ষণযুক্ত অশ্ব, লৌহ কলসী ও দন্ত-খচিত সুরম্য খড়্গ উপহার দিলেন। অন্যান্য

আভীরেরা আহির নামে অদ্যাপি গুর্জ্জর রাজ্যে বাস করে। পণ্ডিতবর টলেমি তদ্দেশীয় এক জাতিকে আবিরিয়া বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

* মধ্য এসিয়া ও তন্নিকটস্থ কোন কোন জাতিরা যে সে সময়ে শিল্পকর্ম্মাদি করিত তাহা চীন গ্রন্থে সুস্পষ্ট লিখিত আছে। কিপিন, তিয়োচি এবং অসি জাতীয় মনুষ্যেরা বস্তুবিদ্যা, ভাস্কর কর্ম্ম, সূচিকর্ম্ম, বস্ত্রবয়ন, ও স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু-পাত্র নির্ম্মাণ করিতে সুনিপুণ ছিল। উহাদের পালিত পশুর পৃষ্ঠদেশ কুব্জাকৃতি। হস্তী, মহিষ, কুক্কুর, বানর ও ময়ূর এবং প্রবাল, স্ফটিক, কাচ এবং নানাবিধ বহুমূল্য রত্নাদি সে দেশে উৎপন্ন হয়। ঐ সকল স্থানে প্রচুর শস্যাদি উৎপাদিত হয়। কৃষ্ণলবণ, হিঙ্গ, বোল, পর্ব্বত মধু এবং লোবান্ গুগ্‌গুলাদি বিবিধ প্রকার সৌগন্ধ দ্রব্য উৎপন্ন হয়। উপরোক্ত চীন গ্রন্থোল্লিখিত বৃত্তান্ত ও মহাভারতীয় শকতুখারাদিপ্রদত্ত সামগ্রীর বর্ণনা প্রায় একই রূপ।

† জর্ম্মান পণ্ডিত শ্রীমান্ ল্যাসেন্ এই দেশটি হিমালয়ের উত্তরাংশে অবস্থিত বলিয়া বোধ করেন। কেহ কেহ ভোট দেশের সন্নিহিত বলিয়া বিবেচনা করেন। আমার আসাম দেশ বলিয়া বিবেচনা হয়।

দেশীয় কতকগুলি লোক * স্বর্ণ, রজত, বন্য অশ্ব এবং বংক্ষু নদীতীরবর্ত্তী † স্থূলকায় গর্দ্দভ সকল উপহার দিয়াছিল।

পূর্ব্বদেশীয় নৃপতিগণ যে সমস্ত দ্রব্য উপঢৌকন দিয়াছিলেন, তাহারও বিশেষরূপ উল্লেখ আছে। তাঁহারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হস্তী, সুদৃশ্য অশ্ব, স্তূপাকার স্বর্ণ, বিচিত্র আসন, স্বর্ণ ও রত্ন খচিত গজদন্তময় যান, বহুমূল্য শয্যা, মনোহর কাচ, নানাবিধ পরিধেয়, শান্তস্বভাব অশ্বযোজিত ও ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত স্বর্ণভূষিত রথ, সুচিত্রিত আস্তরণ এবং বহুবিধ অস্ত্র ও রত্নাদি লইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

মেরু ও মন্দর পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থানবাসী দ্বারা স্বর্ণ, পুষ্প ও ওষধি, চমরী গো, ক্ষৌদ্র মধু এবং হিমালয়জ পুষ্পমধু যজ্ঞস্থলে আনীত হইয়াছিল। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্ত্তী ও কিরাতাদি ‡ বর্ব্বর লোকেরা বিবিধ প্রকার চন্দন কাষ্ঠ, নানাবিধ

---

* ঐ সকল লোকের যেরূপ বিবরণ আছে তাহা কবি ভিন্ন আর কেহই লিখিতে সাহসী হয় না। কাহারও এক পদ, কেহ বা একচক্ষুবিশিষ্ট, কাহারও বা ললাটে চক্ষু, কেহ বা ত্রিনেত্রবিশিষ্ট ইত্যাদি অবাস্তবিক বর্ণনা কবিকুল হইতেই সমুৎপন্ন হয়। বোধ হয় অসভ্য পার্ব্বতীয় লোকদিগের কদর্য্য মূর্ত্তি এইরূপ ব্যাখ্যার মূলীভূত কারণ। এ সম্বন্ধে ব্যাসদেবের লেখনী বাল্মীকি হইতেও অধিকতর ঊর্দ্ধে উড্ডীয়মান হইয়াছে। শেষোক্ত কবিবর অসভ্য লোকদিগকে লাঙ্গুলবিশিষ্ট বানর করিয়াছেন; কিন্তু ব্যাসদেব বা ব্যাসরূপধারী কোন মহাপুরুষ বর্ব্বরদিগকে নানা গঠনে গঠিত করিয়াছেন।

† অক্‌সস্ নদীই পূর্ব্বের বংক্ষু নদী বলিয়া অনুমিত হয়।

‡ কিরাত দেশ হিমালয়ের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। সিকিমের পশ্চিম ভাগে অদ্যাবধিও কিরাত জাতির বাস আছে। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, ভারতের পূর্ব্বদিকে কিরাত ও পশ্চিম দিকে ম্লেচ্ছ জাতির বাস।

Journal A. S. January 1847.

রত্ন ও গন্ধ দ্রব্য, বিচিত্র পশু পক্ষী, নানা প্রকার চর্ম্ম, পর্ব্বতজাত স্বুবর্ণ এবং কিরাত জাতীয় দাসী যজ্ঞোপলক্ষে উপহার দিয়াছিল। উল্লিখিত জাতিসমূহ ভিন্ন অন্যান্য আরও অনেক জাতি দ্বারা উপঢৌকন প্রদত্ত হইয়াছিল। বঙ্গ, পুণ্ড্রক ও কলিঙ্গ দেশস্থ লোকেরা সুসজ্জীভূত দীর্ঘদন্ত হস্তী, চোল ও পাণ্ড্যদিগের দর্দ্দুর * ও মলয় পর্ব্বত জাত চন্দন, অগুরু, সুচিক্কণ বস্ত্র, স্বর্ণ ও বিবিধ প্রকার রত্ন এবং সিংহল দ্বীপবাসী লোকেরা সামুদ্রিক বৈদূর্য্য-মণি, মুক্তারাশি এবং গজাস্তরণ আনয়নের বিষয় উক্ত পর্ব্বে সন্নিবেশিত আছে। এই সমস্ত বিবরণে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সভাপর্ব্ব রচনার সময়ে বা তাহারও পূর্ব্বে এসিয়া খণ্ডের মধ্য প্রদেশে ও ভারতবর্ষে কিরূপ শিল্প বাণিজ্যাদির অবস্থা ছিল। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের অন্তঃপাতী ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের লোকেরা কিরূপ কারুকার্য্যে দক্ষ ছিল তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতেছে।

চতুর্থ টিপ্পনী।

ঋগ্বেদ যে এক জনেরই রচিত ও ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ব্যক্ত এই বিশ্বাসটি ভ্রমাত্মক। ঋগ্বেদের ভিন্ন ভিন্ন স্থান ভিন্ন ভিন্ন মুনি দ্বারা রচিত হইয়াছে। মেধাতিথি, জেতৃ, মধুচ্ছন্দা, কন্ব, প্রস্কন্ব, সব্য, পরাশর, গোতম, কুৎস্য, কশ্যপ, দীর্ঘতমা, অগস্ত্য, কক্ষী-

* দাক্ষিণাত্যের মধ্যে মলয় পর্ব্বতের নিকট ও সহ্য পর্ব্বতের দক্ষিণে দর্দ্দুর পর্ব্বত।

বান, কবস ইত্যাদি বহুসংখ্যক ব্যক্তি এবং বিশ্ববারা, রোমশী, উর্ব্বশী প্রভৃতি স্ত্রীগণও বেদ মন্ত্রের রচয়িতা। উক্ত কক্ষীবান ও কবস দাসী-পুত্র *।

পঞ্চম টিপ্পনী।

ঋগ্বেদ সংহিতা পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সে সময়ে হিন্দু-দিগের বিশেষরূপ অবস্থোন্নতি হইয়াছিল। সুসভ্য জাতির ন্যায় তাঁহারা গ্রাম নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া বসবাস করিতেন। দিগ্বিজয়, রাজ্য সংস্থাপন ও রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। অট্টালিকা নির্ম্মাণ, বস্ত্রবয়ন, কুটুম্ব পোষণ, বাণিজ্য, অস্ত্র ও যান গঠন, ধন সংগ্রহ, ব্যয়শীলতা ও কৃপণতা, অলঙ্কার পরিধান, চিকিৎসা ও পদার্থবিদ্যাদি বিজ্ঞান শিক্ষা, পান্থ-নিবাস সংস্থাপন, পুরোহিত ও পৌরোহিত্য, জ্যোতিষ আলোচনা, ব্যভিচার করণ, ভ্রূণ হত্যা, দ্যূত ক্রীড়া ইত্যাদি সভ্যতা-প্রসূত বিষয় তৎকালীন সামাজিক অবস্থার পরিচায়ক।

ষষ্ঠ টিপ্পনী।

জাতীয় উন্নতি সহ নানা প্রকার শিল্পকর্ম্মেরও বাহুল্য হয়। যাহাতে ভারতবাসীরা স্ব স্ব পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করে তজ্জন্য অতি প্রাচীন কালে ভারতে বিধি ব্যবস্থা হইয়াছিল।

---

* ১ম ও ২য় ভাগ উপাসক সম্প্রদায়ের উপক্রমণিকায় এই সকল বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে।

এক প্রকার কর্ম্ম পুরুষানুক্রমে অনুষ্ঠিত হওয়ায় তাহার উন্নতিও হইয়াছিল। কিন্তু ওরূপ ব্যবস্থা যে শিল্প বিজ্ঞানাদির বিশিষ্টরূপ উন্নতি অবরুদ্ধ করে, তাহার আর সন্দেহ নাই। কার্য্যক্ষেত্র যতই বিস্তৃত হইবে ততই উত্তম। অল্পসংখ্যক লোক মধ্যে কোন কর্ম্ম সীমাবদ্ধ থাকিলে প্রায়ই তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ হয় না। প্রতিযোগীর সংখ্যা যতই অধিক হইবে, সুফল উৎপত্তির ততই সম্ভাবনা। সাধারণ লোকদিগকে সর্ব্বদাই কহিতে দেখা যায় যে, "বাপ পিতামহ যেরূপ যাহা করিয়াছে আমরাও তাহাই করিব"। যে দেশের এ প্রকার ভাব, তথায় কোন আবিষ্ক্রিয়া বা কোন বিষয়ের সংস্কার ও উন্নতি কি প্রকারে হইতে পারে? ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় উহা কৃত্রিম সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে এবং তজ্জন্য অবনতিও ঘটিয়াছে বা উন্নতিপথ রুদ্ধ হইয়াছে। কাহার মনোবৃত্তি কোন দিকে ধাবমান হয়, কে বলিতে পারে? যে গুণকর্ম্ম জ্ঞানী লোকের দ্বারা উজ্জ্বল হইতে পারে, তাহা কতকগুলি অজ্ঞ লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলে নিশ্চয়ই বিকৃত ও মলিন অবস্থায় পতিত থাকে। এইরূপ বিবিধ প্রকার জ্ঞানিজন-করণীয় কার্য্য বিদ্যাবুদ্ধিহীন নিম্ন সম্প্রদায়ভুক্ত থাকায় অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত অবস্থায় রহিয়াছে। ইহারই ফলে আমরা দিন দিন শ্রীহীন দাস জাতি বলিয়া পরিচিত হইতেছি।

সপ্তম টিপ্পনী।

পাঠকগণ! ভারত রত্ন-সাগর কিরূপে শোষিত হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। কতকগুলি পশ্চিম ইয়ু-

রোপীয় বণিকেরা ভারতের আভ্যন্তরিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া জলদস্যুতা ও লুণ্ঠনাদি অসদুপায় অবলম্বন পূর্ব্বক সহজ ধনাগমের পথ করিয়াছিল। কতিপয় পোর্টুগিজ, ইংরাজ, ওলন্দাজ ইত্যাদি বণিকেরা এই দলভুক্ত ছিল। আর যাহারা উহাতে লিপ্ত ছিল না, তাহারা দেশীয় দুর্ব্বল শাসনকর্ত্তাদিগকে ভয়মৈত্রতা দর্শাইয়া ও তদীয় কর্ম্মচারীদিগকে উৎকোচ প্রদানে বশীভূত করিয়া, ছলে বলে কৌশলে বিনা শুল্কে বাণিজ্য পরিচালন করিয়াছিল। ইহাতে ভারতীয় বণিক ও স্থানীয় রাজকোষের প্রভূত অনিষ্ট সাধিত হইয়াছিল। কিছুদিন এইরূপে গত হইলে পর, যখন ইংলণ্ডীয় বণিকেরা কৌশলমূল ভাগ্যক্রমে পলাশী যুদ্ধে জয়ী হইল, তখন হইতেই পাশ্চাত্য নীতি বিকট মুখব্যাদান করিয়া প্রথমে ভারতীয় শোভন উদ্যান বঙ্গভূমির সমস্ত ধন উদরসাৎ করিল। বঙ্গে মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল।

পলাশী যুদ্ধের বহুপূর্ব্বে, মিল সাহেব জর্ম্মান সম্রাটকে জ্ঞাত করিয়াছিলেন যে, "ভারতে নানা ভাষী, নানা দেশী, নানা ধর্ম্মী লোকের বাস, আচার ব্যবহার, মনের গতি, ধর্ম্মমত, সামাজিক ব্যবস্থা একরূপ নহে, পরস্পরের মনোমালিন্য ও রাজবিদ্রোহ দেশমধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। মোগলদিগের রাজ-কার্য্যের শৃঙ্খলা নাই। তিন খানি জাহাজে দেড় হাজার বা দুই হাজার সৈন্য লইয়া এক আঘাতেই ভারত জয় হয়। ভারতে স্বর্ণ রৌপ্য উথলিয়া পড়িতেছে। লুটের লোভে ইংরাজেরাও মিলিত হইতে পারে।" মৃতপ্রায় স্থূল ভারতের উপর শ্বেত শকুনিদিগের দৃষ্টি শনির দৃষ্টিতে পরিণত হইল! ভারতমাতা কাঁদিলেন, কিন্তু সন্তানেরা বুঝিল না। ক্লাইবের পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা ভেরেলেষ্ট্

সাহেব কথিত তৎকালীন পরিচয় সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত হইতেছে। "আমার স্বদেশীয় বণিকেরা সুপারি, লবণ, তামাকু প্রভৃতি দেশীয় লোকদিগের নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী একচেটিয়া এবং বিনা শুল্কে পণ্য দ্রব্যাদির আমদানি রপ্তানি করায় দেশীয় লোকদিগের স্বার্থে অতিশয় আঘাত লাগিয়াছে। ভারতের প্রায় সকল ধনাঢ্য বণিকেরা ব্যবসা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। দরিদ্র শিল্পকরেরা ন্যায্য নিজ পারিশ্রমিক প্রাপ্ত না হইয়া নির্দ্ধন হইয়া পড়িয়াছে। এ দেশীয় সাধারণ লোকেরা এরূপ সরল যে, সামান্য কৌশলেই ইহাদিগকে হতবুদ্ধি করা যায়। আমাদের ন্যায় ইহারা তত্ত্বানুসন্ধায়ী নহে। যাহারা আমাদের কার্য্যে নিয়োজিত, আমাদের ব্যবহার দৃষ্টি করিয়া তাহাদেরও চরিত্র কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে। যাহাতে ধনলাভ হয়, তাহাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য, এবং তজ্জন্য নানাবিধ কৌশল চাতুরী বিস্তৃত হইয়াছে। চারিদিক হইতে রাশি রাশি ধনাগম হইতেছিল, স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত সকলেই ছিদ্রান্বেষণ করিতে ব্যস্ত ছিল। এ সময়ে দেশীয় লোকেরা যেরূপে উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিল, সেরূপ আর কখনই হয় নাই। ইহার প্রত্যক্ষ ফলে দেশীয় কৃষি বাণিজ্য লুপ্তপ্রায় ও দেশ মুদ্রাশূন্য হইয়া পড়িল এবং সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকদিগের দরিদ্রতার পরিসীমা রহিল না।

"ইংলণ্ডীয় বণিকেরা দেওয়ানি পদ প্রাপ্ত হইল। নবাব ও বাদসাহকে নিরূপিত বাৎসরিক টাকা দিয়াও তাহাদের অনেক টাকা উদ্বৃত্ত হইত। এই অবশিষ্ট ধন তাহারা চীন ও অন্যান্য পূর্ব্বদেশজ পণ্য সামগ্রী ক্রয় করিবার জন্য প্রেরণ করিত। একে

বিনা শুল্কে ব্যবসায় দ্বারা রাজ্যের এক কপর্দ্দকও লাভ হইত না, তাহাতে আবার নিজ দেশ হইতে বনাত ও অন্যান্য দ্রব্য আমদানি করিয়া যে লাভ হইত, তদ্দ্বারাই দেশীয় দ্রব্য ক্রীত হইত। পূর্ব্বে ভারত-বণিকদিগের পারস্য ও আরব্য সাগর হইতে যে রাশি রাশি ধন আসিত, তাহারও লোপ হইল। কারণ ইয়ুরোপীয় জলদস্যুর ভয়ে ও রপ্তানি আমদানির শুল্ক দিতে বাধ্য থাকায় ভারত বণিকদিগকে বহুদিন প্রচলিত ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।” একদল শুল্ক দিতে বাধ্য, অপর শ্রেণী তাহা হইতে মুক্ত। ইহাতে শুল্কদ বণিকদের সর্ব্বনাশ হইল। “এক হাটে মায়ে ঝিয়ে চোর”। ভারতের ঘটনা সকলই অদ্ভুত ও বিচিত্র। মাতৃপিতৃহীন শিশুর যে অবস্থা আমাদের ভারতেরও সেই অবস্থা।

“নবাব আলিবর্দ্দির সময়ে অনেক গ্রাম নগর ধনজনশূন্য হইয়াছিল। কিন্তু তখন ভারতের ধন ভারতেই থাকিত। ইংরাজ বণিকদিগের দ্বারা যখন মীরজাফর নবাব হইল, তখন উহাদিগকে শান্ত ও পুরস্কৃত করিবার নিমিত্ত অকর্ম্মণ্য নবাব যে স্তূপাকার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, তাহা এই অধঃপতিত দেশ হইতে আদায় না হইলে দেওয়া অসম্ভব। নবাব জমীদারদিগকে উৎপীড়ন এবং জমীদার নিঃস্ব অসহায় প্রজাদিগকে নিষ্পিষ্ট করিয়া শুষ্ক কাষ্ঠ হইতে রস বাহির করিতে লাগিল।” ইহাতে যেরূপ অরাজকতা উপস্থিত হইল তাহা বর্ণনাতীত। শ্বেত বণিকদিগের দ্বারা দেশ লুণ্ঠন, দুর্ব্বল রাজাদিগের নিকট সবলে অপ্রাপ্য টাকা আদায়, উৎকোচ আদান প্রদান, বিনা শুল্কে ব্যবসায় হেতু রাজস্ব নাশ ও দেশীয় বণিকদিগের

মস্তকে বজ্রাঘাত, বণিক প্রভু ও তদীয় ভৃত্যদিগের নানা কদর্য্য উপায়ে ধন ও পরিশ্রম সংগ্রহ ইত্যাদি অরাজকতার ঘোর কৃষ্ণ-বর্ণ বিকট মূর্ত্তি অল্পদিনের মধ্যেই দেশ ধনশূন্য করিয়াছিল। যে ধন বৈদেশিক বণিকদিগের হস্তে পতিত হইত, তাহা আর প্রত্যাবর্ত্তন করিত না। স্বার্থসর্ব্বস্ব ধর্ম্মাধর্ম্মহীন শ্বেত বণিকেরা নানাবিধ কুৎসিত উপায়ে স্বোদর পূর্ণ করিয়া কুবের রাজ্যকে অর্থহীন করিয়াছিল। যিনি এই বিষাদময় বিষয় জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি বণিকদিগের স্বজাতীয় হুইলার সাহেবের "আরলি রেকর্ডস্ অব ব্রিটিস ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তক পাঠ করিয়া গণ্ডূষের অস্পষ্ট ছায়া মাত্র দেখিতে পাইবেন।

(৬৩ পৃষ্ঠার) সপ্তম টিপ্পনী।

মনুসংহিতা যে ব্রাহ্মণ-রচিত, একথা কাহারও অবিদিত নাই। যে মহাপুরুষ ইহা রচনা করিয়াছেন, তাঁহার স্বজাতিপ্রিয়তা অত্যন্ত অধিক,—সীমাবহির্ভূত। তিনি যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা সমস্তই যে উত্তম তাহা নহে। এক স্থানে তিনি নিজ অভিজ্ঞতা ও উচ্চ হৃদয় দেখাইয়াছেন, অপর স্থানে আপনাকে লঘুচেতা ও ভয়ানক পক্ষপাতী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এক দিকে তিনি পীড়িত পশুর ব্যবহার নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু অন্য স্থানে শূদ্রদিগের নিগ্রহের আর সীমা রাখেন নাই। একই দোষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন দণ্ড ব্যবস্থা করিয়াছেন। কাহারও লঘু পাপে প্রাণ-দণ্ডের আদেশ, আর কাহারও নরহত্যাদি গুরুতম পাপে

সামান্য দণ্ড (ধনসম্পত্তি ও স্ত্রীপুত্রাদি সহ গ্রামান্তরে বাস) ব্যবস্থা দিয়াছেন। (অবশ্যই ইহা ব্রাহ্মণ সন্তানদিগের পক্ষে)। এক্ষণে পাথাকুলির প্রাণ মূল্যহীন দেখিয়া আমরা সন্তপ্ত হৃদয়ে অভিযোগ করি; কিন্তু ইহাও জ্ঞাতব্য যে, পূর্ব্বে আমাদের দেশে স্ত্রীপুত্রাদি ও ধনসম্পত্তি সহ শূদ্র পরিবারবর্গ মেষাদি পশু পালের ন্যায় ব্রাহ্মণদিগের সম্পত্তি ছিল। শক্তির অপব্যবহার চিরকালই হইয়া আসিয়াছে, তবে স্থায়ী নয়। যে রাজ্যে পক্ষপাতিত্ব ও অবিচার স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহার ধ্বংস কেবল কালসাপেক্ষ। রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ও অধঃপতন ব্যবস্থাপকদিগের উপর নির্ভর করে। আমাদিগের আধুনিক শ্রীবৃদ্ধি সমদর্শী দেশীয় ব্যবস্থাপকদিগের অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে।

(৬৭ পৃষ্ঠার) অষ্টম টিপ্পনী।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারত ধন-সম্পৎ-পূর্ণ বলিয়া বিখ্যাত। বাণিজ্যই ভারতৈশ্বর্য্যের একটি প্রধান মূলীভূত কারণ। ভারত বারম্বার বৈদেশিক জাতি কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত ও লুণ্ঠিত হইয়াছে, তদীয় রাশি রাশি ধন রত্ন শত্রুহস্তে পতিত হইয়া ভিন্ন রাজ্যে প্রেরিত হইয়াছে, তথাচ ভারতের ধনৈশ্বর্য্যের হ্রাস না হইয়া বৃদ্ধিই পাইয়াছিল। সম্রাট তৈমুর যে তুরস্ক, পারস্য এবং ভারত লুণ্ঠন করিয়া যাবতীয় সংগৃহীত ধন তুরানে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা সমস্তই কিছু দিনের মধ্যে কোথায় চলিয়া গেল। খলিফা নামক প্রথম চারি জন ভূপতির রাজত্ব কালে

তুরস্ক, পারস্য, আরবস্থান, মিসর, স্পেন প্রভৃতি দেশ তাঁহাদের সাম্রাজ্যভুক্ত থাকিলেও তাঁহারা বিশেষ ঐশ্বর্য্যবান্ ছিলেন না। অতিরিক্ত ব্যয় বা রাজকার্য্যের দোষ প্রযুক্ত নিশ্চয়ই ধনের অপচয় হইয়াছিল।

ভারত সম্রাটেরা বিদেশ জয় ও লুণ্ঠন করিয়া রাজকোষ পূর্ণ করেন নাই, এবং স্বরাজ্যে অধিক স্বর্ণ রৌপ্যের খনিও ছিল না। মধ্যে মধ্যে ভারত হইতে সহস্র সহস্র ভার ধনরত্ন বৈদেশিক নৃপতিদিগের রাজ্যে নীত হইয়াছে। তবুও যে ভারতের ঐশ্বর্য্য সমভাবে ছিল, তাহার কারণ বাণিজ্য ভিন্ন আর কি হইতে পারে? ভারতের শিল্পজ ও স্বভাবজ সামগ্রীর পরিবর্ত্তে বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ রৌপ্য আসিয়া ভারতে সঞ্চিত হইত। এইরূপে ধনাগমের পথ প্রশস্ত থাকায় ঐশ্বর্য্যের হ্রাস বৃদ্ধি অনুভব হইত না। এক দিক হইতে যেমন ধনরত্ন বহিষ্কৃত হইয়াছে, অন্য দিক হইতে আসিয়া অমনি ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়াছে।

(৬৭ পৃষ্ঠার) নবম টিপ্পনী।

ইয়ুরোপের সহিত ভারতের যখন প্রথম বাণিজ্য-ঘটিত সম্বন্ধ হয়, তখন হইতেই ভারত অত্যুৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম্ম ও বিবিধ প্রকার বর্ণ উৎপাদনের জন্য প্রতীচ্য দেশে বিখ্যাত হইয়াছিল। রোমীয়েরা ভারতজ নীল বর্ণের সাতিশয় আদর ও প্রশংসা করিত। ভারতে জন্ম বলিয়া উহার নাম ইণ্ডিকম্ দিয়াছিল। ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন যে, ভারতে বিবিধ প্রকার বর্ণোৎপাদক

সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। প্রাচীন গ্রন্থকারেরা নীলের নাম আত্রামেণ্টম্ ইণ্ডিকম্ (Atramentum Indicum) এবং ইণ্ডিয়ান্ নিগ্রম্ (Indian Negrum) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে লাক্ষা উৎপন্ন হয় ও তাহা হইতে যে সুন্দর লাল বর্ণ প্রস্তুত হয়, তদ্বিষয় প্রাচীন লোকেরা জ্ঞাত ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, যে প্রকার কীট হইতে গালা হয়, টিসিয়স্ প্রায় তদনুরূপ কীট ও তজ্জাত সুন্দর বর্ণের বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাহারা নীল বা লোহিত বর্ণে দ্রব্যাদি রঞ্জিত করিত ভিন্ন দেশীয় প্রাচীন লোকের দ্বারা তাহারা ভারতীয় রঙ্গরাজ (Indian dyers) বলিয়া অভিহিত হইত।

(৮৮ পৃষ্ঠার) অষ্টম টিপ্পনী।

তমলুক বা তমোলুক একটি সুবিখ্যাত সুপ্রাচীন পূর্ব্ব-ভারতীয় বন্দর ও বাণিজ্য-স্থল। বহু নামে এই স্থানটি পরিচিত। মহাভারতে তাম্রলিপ্ত, ভারতকোষে তাম্রলিপ্তী, শব্দকল্পদ্রুমে তমোলিপ্তী এবং এতদ্ভিন্ন বিবিধ গ্রন্থে তমালিকা, বেলাকূলং, তমালিনী, তমোলিতি, দামলিপ্তং ইত্যাদি বহুতর সংজ্ঞায় তমলুক আখ্যাত। গঙ্গা নদীর মোহনার পশ্চিম ও বঙ্গোপসাগরের উত্তর দিকে ইহা অবস্থিত ছিল। পূর্ব্বে গঙ্গা নদী সপ্তগ্রাম, আমতা প্রভৃতি হইয়া, তমলুকের পূর্ব্ব সীমা ধৌত করিয়া সমুদ্রে মিলিত হইত। সে সময়ে তমলুকের পরিধি প্রায় ১২৫ ক্রোশ ছিল। গঙ্গা ও সমুদ্রতীরবর্ত্তী হওয়ায় ইহা

অত্যুৎকৃষ্ট বাণিজ্যস্থল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কালশাসনে যখন গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া তমলুক হইতে ক্রমশঃ অপসারিত হইল, তখন হইতেই মাতার সহিত কন্যাও * তমলুক ত্যাগ করিলেন। তমলুকের পার্শ্ববর্ত্তী জলময় স্থানে মৃত্তিকা স্তর পতিত হইয়া ক্রমশঃ উহা চরভূমিতে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বে তমলুক বহুসংখ্যক ধনাঢ্য বণিকের বাসস্থান ছিল। পূর্ব্ব ভারতীয় বিশেষতঃ বঙ্গীয় সমুদ্রগ বণিকেরা তমলুক বন্দর হইতে পোতা-রূঢ় হইয়া চীনাদি দূরদেশ ও সমুদ্রান্তর্গত দ্বীপপুঞ্জে গমনপূর্ব্বক মহোৎসাহ সহকারে আদান প্রদান কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত †। বিস্তর ধনী ব্যবসায়ী ও সাগরযানাধিকারী লোক এই স্থানে বসতি করিয়াছিল। স্থানীয় ঐশ্বর্য্যের কণাবশিষ্ট এখনও তত্ত্বপিপাসুদিগের নয়ন তৃষ্ণা তৃপ্ত করিতেছে।

মহাভারত ও পুরাণাদিতে তমলুকের বিবরণ থাকায় স্থানটির প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। পূর্ব্ব ভারতবাসীরা যে বহুকাল হইতে তমলুকে পোতারোহণ পূর্ব্বক সমুদ্র মার্গে গতা-য়াত করিত তাহার বিস্তর নিদর্শন আছে। সে কালের উদ্যম-শীল বঙ্গসন্তানেরা অকুতোভয়ে সমুদ্রতরঙ্গ অতিক্রম করিয়া স্ব স্ব উদ্দেশ্য সাধন করিত। পরে সময়ের পরিবর্ত্তনে তাহারাও অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে, তাহাদিগকে সমুদ্রযাত্রাদি সাহসিক কর্ম্ম ও বহির্ব্বাণিজ্য হইতে নিবৃত্ত হইতে হইয়াছে। দেশে ধনরত্ন ও ভক্ষ্য সামগ্রীর প্রচুরতা অর্থাৎ মুক্তহস্তা প্রকৃতি এবং শাস্ত্র-

---

* লক্ষ্মী।

† ভারতী-৬ষ্ঠ ভাগ ৩১৫ পৃষ্ঠা দেখ।

শাসনরূপ স্বহস্ত-নির্ম্মিত সাধের শৃঙ্খল বঙ্গবাসীর পদদ্বয় আবদ্ধ করিয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত হণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন যে, "প্রায় সার্দ্ধ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন বঙ্গবাসীরা ভারত সাগরের দ্বীপ-সমূহে সৈন্যাদি পাঠাইতেন, এবং কোন কোন দ্বীপে বসবাসও করিয়াছিলেন। কুসংস্কার ও কালবশে তদীয় সন্তানগণের সমুদ্র যাত্রা রহিত হইয়াছে, কিন্তু উত্তমরূপে শিক্ষিত হইলে বঙ্গবাসীরা যেরূপ ছিলেন পুনর্ব্বার সেইরূপই হইবেন" *।

যিনি তমলুকের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি ১৩০৪ সালের জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ভাদ্র, আশ্বিন ও ১৩০৫ সালের শ্রাবণ মাসের নব্যভারত নামক মাসিক পত্রিকা দেখিবেন। এই পত্রিকা হইতে আমি বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি।

(১৪০ পৃষ্ঠার) নবম টিপ্পনী।

যে সমস্ত সামগ্রী ভারত হইতে রোম নগরে প্রেরিত হইত, তাহা ক্রয় করিতে রোমের প্রতি বৎসর চারি লক্ষাধিক পাউণ্ড (অর্থাৎ এক্ষণকার ৬০ লক্ষাধিক টাকা) ব্যয় হইত। তথায় শত গুণ মূল্যে ভারতীয় দ্রব্য বিক্রীত হইত †। এই বাণিজ্য উপলক্ষে এক শত কুড়ি খানি বাণিজ্য-পোত ভারতে যাতায়াত করিত ‡।

---

* *Hunter's Orissa Vol. 1. p. 314.*

† *Gibbon's Rome. Note. P. XXV.*

‡ *Robertson's America Vol. 1, P. 29.*

দশম টিপ্পনী।

ইয়ুরোপ খণ্ডে রেশম অতিশয় দুর্লভ, দুর্ম্মূল্য ও আদরের সামগ্রী ছিল। সম্রাট শারল্‌মেন তৎকালীন ইংরাজরাজকে দুইটী রেশম নির্ম্মিত অঙ্গ-রক্ষক উপঢৌকন দিয়াছিলেন। স্কট্‌লাণ্ডের রাণী মেরির সময়েও রেশমের এরূপ মর্য্যাদা ছিল যে, সম্ভ্রান্তবংশীয় মহিলা ব্যতীত অন্য কাহারও পরিধান করিবার অধিকার ছিল না। রাজ্ঞী এলিজেবেথের এক যোড়া রেশমী মোজা ছিল। তিনি উৎসবাদি কার্য্যে উহা ব্যবহার করিতেন, এবং তজ্জন্য আপনাকে গৌরবান্বিতা বলিয়া মনে করিতেন। আর একটি সুন্দর বৃত্তান্ত আছে; ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের সম্রাট ষষ্ঠজেমস্ একবার একটি বৃহৎ রাজভোজে গমন করিবার জন্য এক যোড়া রেশমের মোজা ঋণ করিয়াছিলেন। উপরোক্ত আখ্যানে কেবল তৎকালীন রেশম মাহাত্ম্যই প্রকাশ পাইতেছে। রাজাধিরাজের ভাগ্যেও রেশমী বস্ত্র জুটিত না।

একাদশ টিপ্পনী।

This part of Arrian's Periplus has been examined with great accuracy and learning by Lieutenant Wilford; and from his investigation it is evident, that the Plithana of Arrian is the modern Pultanah, on the southern banks of the river Godavery, two hundred and seventeen British miles south from Baroach; that the position of Tagara

is the same with that of the modern Dowlatabad, and the high grounds across which the goods were conveyed to Baroach, are the Ballagaut mountains. The bearings and distances of these different places, as specified by Arrian, afford an additional proof (were that necessary) of the exact information which he had received concerning this district of India.

Robert. Hist. Disq. Con. Anc. India
Page. 320—321.

দ্বাদশ টিপ্পনী।

ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, হিন্দুরা সুখতর দ্বীপে * গিয়া বসতি করিয়াছিলেন এবং ইহাও অনেকে জ্ঞাত থাকিতে পারেন যে, আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে সুফলা নামে এক স্থান আছে। যেমন তাঁহারা সুখতর দ্বীপে গিয়া তাহার সংস্কৃত ভাষায় নাম রাখিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত আফ্রিকাস্থ স্থানটিকেও স্বভাষায় নামান্তরিত করিয়া থাকিবেন। অদ্যাপি গুজরাটী বণিকেরা বাণিজ্যার্থ আফ্রিকার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ উপকূলে গমনাগমন করিয়া থাকে। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে কভিলহাম্ নামক একজন পর্টুগীজ নাবিক আফ্রিকা হইতে মলবর উপকূলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, উত্তমাশা অন্তরীপ ভারতবর্ষীয়দিগের বিশেষরূপ পরিচিত।

---

* *Socatra.*

ত্রয়োদশ টিপ্পনী।

কয়েক বৎসর হইল কলিকাতার শোভাবাজারস্থ রাজবাটীতে হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে একটি সভা হয়, তাহাতে নানা স্থানীয় নানা জাতীয় গণ্য মান্য লোকের সমাগম হইয়াছিল। সভাস্থ প্রায় সকল লোকেই সমুদ্রযাত্রা ন্যায় ও শাস্ত্রসম্মত বলিয়া মত দেন।

পণ্ডিতাগ্রগণ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও কাশীরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ বলিয়াছেন যে, "বৃহন্নারদীয় ও আদিত্য পুরাণে যাহা লিখিত আছে তাহাতে কলিযুগে সমুদ্রযাত্রা, কমণ্ডলু ধারণ, অসবর্ণ-বিবাহ, গোমেধ, দেবর দ্বারা সন্তান উৎপাদন, বিধবা বিবাহ এই সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যা, ভ্রমণ, বাণিজ্য বা রাজকার্য্যের নিমিত্ত সমুদ্রযাত্রা করিতে কোন প্রতিবন্ধক নাই। ধর্ম্মার্থেই সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছে।"

উপরোক্ত রাজবাটী হইতে প্রকাশিত Hindu Sea Voyage Movement নামক পুস্তিকায় এ বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে।

সম্পূর্ণ।